Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই-২০০৫

এই জাগরণ হোক
আত্মপ্রত্যয়ের. . .
আত্মোপলব্ধির. . .
মহাসত্যের
অনুসন্ধিৎসু আত্মার. . .

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
জুমাদাল উলা-জুমাঃ ছানিয়া	১৪২৬ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪১২ বাং
জুলাই	২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ ০৩
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান *(৪র্থ কিস্তি)* ০৯
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান ১৪
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও সরকারের দায়িত্বহীনতাঃ হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার আলেম সমাজ ১৮
    -আহমাদ শরীফ
  - দশ যেখানে আল্লাহ কি সেখানে? ২০
    -যহুর বিন ওসমান
- মনীষী চরিতঃ ২২
  - আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- অর্থনীতির পাতাঃ ২৮
  - আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামগণের ভূমিকাঃ সমস্যা ও সমাধান
    -শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- কবিতাঃ ৩২
  (১) কখন ফুরাবে পথ
  (২) ভয় নেই ডঃ গালিব
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৩
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৩৮
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৯
- সংগঠন সংবাদ ৪০
- জনমত কলাম ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৫০

পলাশীর শিক্ষা ও স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎঃ

২৩শে জুন। ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। ১৭৫৭ সালের এই দিনে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। অবসান হয়েছিল উপমহাদেশের দীর্ঘ সাড়ে ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি দখল করেছিল উপমহাদেশের শাসন কর্তৃত্ব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করার নামে আগমন করে অল্পদিনের মধ্যেই এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে যায়। ব্যবসার ছদ্মাবরণে তাদের মূল টার্গেট ছিল উপমহাদেশ শাসন করা। কাজেই প্রথম থেকেই তারা পাঁয়তারা করতে থাকে কিভাবে এদেশে তাদের রাজত্ব কায়েম করা যায়। আর এ কাজে সহযোগী হিসাবে পেয়ে যায় খোদ নবাব দরবারেরই অমাত্যবর্গকে। একথা সর্বজনবিদিত যে, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। এরা এতোই ভয়ঙ্কর যে, এদের হিংস্র ছোবল প্রতিহত করা অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলার ভাগ্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ, ঘষেটি বেগম প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে সেদিন বাংলার স্বাধীনতা বিলীন হয়েছিল।

মূলতঃ পলাশী ছিল একটি প্রহসনের যুদ্ধ। মীরজাফররা মুনাফেকী না করলে নবাবের যে সৈন্যবাহিনী ছিল তাতে ইংরেজদের ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া অসাধ্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নবাব সৈন্যদের আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর যখন করুণ অবস্থা, তখন হঠাৎ প্রধান সেনাপতি মীরজাফর পূর্ব ষড়যন্ত্র মোতাবেক নবাবকে যুদ্ধ বিরতির আদেশ প্রদানে রাযী করায়। অপরদিকে নবাব সৈন্যরা যখন রাতে বিশ্রামরত তখন যুদ্ধনীতি ভঙ্গ কর ইংরেজরা আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে নবাব বাহিনী ছত্রভঙ্গ হ'তে বাধ্য হয়। তাছাড়া ইয়ার লুৎফ-এর একদল সৈন্য নিয়ে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকাও ছিল পরিকল্পিত। এভাবে পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কারণে নবাব বাহিনী বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেও সুযোগ না পেয়ে এক বুক ক্ষোভ নিয়ে পলাশী প্রান্তর থেকে ফিরে আসে।

পলাশী পূর্ববর্তী বাংলার অবস্থা আর বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি, দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন তৎপরতা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থের ন্যক্কারজনক মানসিকতা, সর্বোপরি সংঘাত, দুর্নীতি ও দেশপ্রেমহীনতার যেসব কারণে পলাশী ট্রাজেডী সংঘটিত হয়েছিল, এর সবক'টিই বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা এখন অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে তুঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদীদের এদেশীয় দোসররা প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক বিশ্বে তাদের সেই পুরনো ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে যে, বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ব্যাপক উত্থান ঘটেছে, এদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক রয়েছে, এখানে সংখ্যালঘুদের কোন নিরাপত্তা নেই, তারা এখানে নির্যাতিত হচ্ছে, প্রতিনিয়ত এখানে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে ইত্যাদি। এমনকি গত ২৩ জুন বৃহস্পতিবার বৃটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ 'লর্ড সভায়'ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং সেদেশের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অপরদিকে জঙ্গী তৎপরতা নিয়ে গোয়েবলসীয় প্রচারণা তো আছেই। তাদের খুদকুঁড়ো খাওয়া এদেশীয় একশ্রেণীর সংবাদপত্র ব্যস্ত এসব মিথ্যা সিন্ডিকেটেড রিপোর্ট নিয়ে। হলুদ সাংবাদিকতার কবলে বন্দী আজ মানবতা, মানবাধিকার ও ইসলামী মূল্যবোধ।

উল্লেখ্য যে, সেদিন যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মীরজাফর দৃশ্যত নবাব হ'লেও তাকে 'ক্লাইভের গর্দভ' বলা হ'ত। শেষ জীবনে মারাত্মক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে সে মারা যায়। মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণ ১৭৬০ সালের ৩রা জুলাই বজ্রপাতে নিহত হয়। মোহাম্মদী বেগ, যে সামান্য অর্থের লোভে নবাবকে হত্যা করেছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, পথে-ঘাটে ছেলেমেয়েরা তাকে ঢিল ছোড়ে মারত। অবশেষে জাফরগঞ্জ প্রাসাদে তার মৃত দেহ পাওয়া যায়। মীর কাসেমকে শেষ জীবনে ভিক্ষা করতে হয়েছে। রবার্ট ক্লাইভ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। উমিচাঁদ উন্মাদ হয়ে যায়। রায়দুর্লভ নতুন নবাব কর্তৃক অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয় এবং পরবর্তীতে নিঃস্ব-ফকীর হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব আজকেও যারা স্বাধীন এই মুসলিম ভূখণ্ডটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের উপরও এরকম শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব নয়।

জানা আবশ্যক যে, একই ভাষাভাষী ও একই বঙ্গীয়-বদ্বীপ অঞ্চলের শরীক পশ্চিমবঙ্গ হ'তে পূর্ববঙ্গ পৃথক হয়ে পাকিস্তানের স্বাধীন সত্ত্বায় মিশার আদর্শিক প্রেরণাই হ'ল 'ইসলাম'। ইসলামের কারণেই আমরা প্রথমে পাকিস্তান লাভ করেছি, অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করেছি। এক্ষণে সেই ইসলামকে যারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায় তারা কখনো এ দেশের স্বাধীনতা চায় না। সেকারণ তারা দেশের আভ্যন্তরীণ যেকোন বিষয়ে তাদের পশ্চিমা প্রভুদের নিকট বিচার পেশ করে থাকে এবং শান্তিপূর্ণ একটি দেশে বহিরাগত হস্তক্ষেপ টেনে আনার পাঁয়তারা করে। তারা আমেরিকা ও বৃটেনের বিলাসবহুল অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারণা চালায়।

সাম্রাজ্যবাদীদের শ্যেন দৃষ্টি, প্রতিবেশী দেশের একের পর এক আগ্রাসন, দেশীয় মীরজাফরদের গোপনীয় ষড়যন্ত্র, ইলেক্ট্রোনিক্স মিডিয়ার বেলেল্লাপনা সব মিলিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনীতির পালাবদলে জাতি আজ কোণঠাসা। রাজনীতিকরা দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রধান্য দিতে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত। ফলে দেশ রসাতলে গেলেও কিছু আসে যায় না। দেশের এই রূঢ় বাস্তবতায় এখন প্রয়োজন সচেতন দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে জমায়েত হওয়া, যারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। দেশের আলেম-ওলামা ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগণই পারে যেকোন ষড়যন্ত্র রুখতে এবং দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে। যেমনিভাবে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ 'জিহাদ আন্দোলনে'র মাধ্যমে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদেরকে করেছিলেন এদেশ ছাড়া, উপমহাদেশকে করেছিলেন পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ সেই চির অজেয় আহলেহাদীছ জামা'আতের উপরই আরোপ করা হয়েছে জঙ্গীবাদের ডাহা মিথ্যা অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয়েছে দেশের বরেণ্য আলেমে দ্বীন, সুসাহিত্যিক, দার্শনিক ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে। দীর্ঘ ৪ মাস অতিক্রান্ত হ'লেও তাদেরকে এখনো মুক্তি দেওয়া হয়নি। যারা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলীর যোগ্য উত্তরসূরী, যারা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় লিখনী অব্যাহত রাখেন, আন্দোলন-সংগ্রাম করেন, তাঁদেরই উপর জঙ্গীবাদের কলঙ্ক লেপন করে এই সরকার গোটা জাতিকেই অপমান করেছে।

পরিশেষে পলাশীর মর্মন্তুদ ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশ বিরোধী যেকোন চক্রান্ত থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য আমরা সরকার ও সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই। সেই সাথে ষড়যন্ত্রের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে স্বাধীনতা চেতনার মূল উত্তরাধিকারী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে আটকে রেখে নির্যাতন চালানোর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং অবিলম্বে এর অবসান চাই। অন্যথা ষড়যন্ত্রকারীরা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে আরেকটি পলাশীর ভাগ্য যে বরণ করতে হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব হে সরকার! ইতিহাসের কাঠগড়ায় তোমাদেরকেও দাঁড়াতে হবে। কাজেই সময় থাকতেই সাবধান হও!!

প্রবন্ধ

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৮ম কিস্তি)

প্রকাশ্য সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার কারণ

মানুষের মন সহজাতভাবেই ত্বরাপ্রবণ। তাই আল্লাহ্র দ্বীনের প্রকাশ্য বিজয় দ্রুত নিশ্চিত হ'লে স্বভাবতই সে খুশী হয়। আর কেনই বা হবে না- এ যে আল্লাহ্র দ্বীনের বিজয় এবং বাতিল ও বাতিলপন্থীদের ডিগবাজি। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'অন্য যে লাভটি তোমরা ভালবাস, তাহ'ল আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। সুতরাং আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন' *(ছফ ১৩)*।

আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। তিনি বলেন,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّهِ-

'তোমরা তাদের (অমুসলিমদের) বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না ফিৎনার অবসান হয় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র তরে হয়' *(বাক্বারাহ ১৯৩)*।

অতএব তাড়াতাড়ি না করে আমাদেরকে বরং সঠিক পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে। সময়মত আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য বিজয় দান করবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অনেকে এমনকি বিশেষ বিশেষ প্রচারক পর্যন্ত আল্লাহ্র সাহায্য ও দ্বীনের বিজয় সংঘটিত হওয়া অনেক দূরের ব্যাপার বলে মনে করেন। যার ফলে কখনও কখনও তারা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন আবার কখনও কর্মপদ্ধতি বদলে ফেলেন। এই বিজয় ও সাহায্য কেন বিলম্বিত হচ্ছে তার কারণ তারা ভেবে দেখেন না। অথচ কারণগুলি জানা থাকলে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব প্রচারক, সমাজ, আহ্বানকৃত ব্যক্তিবর্গ ও অনুসারীদের উপর পড়ত। সুতরাং এই কারণগুলি থাকা অত্যাবশ্যক। সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার কারণগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি-

* *কামিল (হাদীছ); সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

(ক) নেতিবাচক কারণ ও (খ) ইতিবাচক কারণ।

নেতিবাচক কারণগুলি জানা থাকলে কিভাবে ঘাটতিগুলি পূরণ করা যায় এবং কিভাবে এর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব তার উপায় অবলম্বন করা যায়। অপরদিকে ইতিবাচক কারণগুলি জানা থাকলে প্রচারক আল্লাহ প্রদত্ত কর্মপদ্ধতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে সমর্থ হয়। চাই বিজয় ও সাহায্য ত্বরান্বিত হোক কিংবা বিলম্বিত হোক। এ বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল-

(১) সাহায্যের বৈধ কিছু উপকরণ সময় মত যোগাড় না হওয়াঃ

সাহায্য প্রদানের অনেক উপকরণ রয়েছে। যখন উপকরণগুলি কিংবা তার কিয়দংশ যোগাড় না থাকে তখনই সাহায্য পিছিয়ে যায়। কেননা নীতিশাস্ত্রকারদের মতে, উপকরণ তা-ই যার বিদ্যমানতায় কোন কিছু অস্তিত্ব পায় এবং অবিদ্যমানতায় তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। হ'তে পারে উপকরণ উপস্থিত থাকলেও অন্য কোন কারণে সাহায্য পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু উপকরণ সংগৃহীত না থাকলে যে সাহায্য পাওয়া যাবে না তা নিশ্চিত। যেমন সাহায্য প্রদানের একটি বিধিসম্মত উপকরণ হ'ল সমর প্রস্তুতি। আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَتَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللهُ يَعْلَمُهُمْ-

'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যথাসাধ্য সমর শক্তি ও অশ্ববহর প্রস্তুত রাখ, যদ্দ্বারা তোমরা ভীত করে রাখবে আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং তাদের বাদে অন্যান্যদেরকেও, যাদের তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন' *(আনফাল ৬০)*।

(২) বাধাবিঘ্ন হেতু সাহায্য পিছিয়ে যাওয়াঃ

যে বিষয়ের উপস্থিতি ছাড়া উদ্দেশ্য হাছিল হয় না তাকে বলা হয় 'বাধা'। বিজয় হাছিলে এরূপ কোন বাধা থাকলে বিজয় অর্জিত হবে না, যদিও বাধা না থাকলেই যে বিজয় অর্জিত হবে, এমন কোন কথা নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ বাধা-বিপত্তি একটা-দু'টা নয়; বরং অনেক। যেমন যুলুম-নিপীড়নে অস্থির করে তোলা, কাফেরদের জীবনযাত্রা ও পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি মুসলমানদের মনের ঝোঁক ও আগ্রহ তৈরী হওয়া, নেতার আদেশ অমান্য করা ইত্যাদি। সাহায্যের এসব বাধা-বিপত্তিও পরাজয়ের কারণ। এ জন্য আমরা দেখতে পাই ওহোদ যুদ্ধে যখন বিজয়ের আলামত দেখা যাচ্ছিল, তখনই গিরিপথ মুখে নিয়োজিত তীরন্দাযরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ লংঘন করে বসেন। ফলে আসন্ন বিজয় পরিণত হয় দুঃখজনক পরাজয়ে। যেমন আল্লাহ বলেন;

أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ-

'কি ব্যাপার! তোমাদের উপর যখন মুছীবত আসল তখন তোমরা বললে, এ কোথা হ'তে আসল? অথচ তোমরা এর দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বলুন, এ তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ হ'তে' *(আলে ইমরান ১৬৫)*।

ইবনু ইসহাক, ইবনু জারীর, ইবনু আনাস ও সুদ্দী বলেন, আল্লাহ্র বাণী قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ এর অর্থ হ'লঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হেতু তোমরা এ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছ। তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা সর্বক্ষণ স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করবে। কিন্তু তোমরা তাঁর আদেশ লংঘন করেছ। আল্লাহ এখানে 'আইনাইন' গিরিপথে নিযুক্ত তীরন্দাযদের কথা বুঝিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গনীমত সংগ্রহে লিপ্ত হ'লে পিছন থেকে কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণের সুযোগ পায় এবং তাদের উপর্যুপরি হামলায় মুসলমানরা পরাজিত হয়।

এদিকে হুনাইন যুদ্ধে কেন সাহায্য বিলম্বিত হয়েছিল তার কারণ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে হুনাইন দিবসে। সেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে' *(তওবা ২৫)*।

হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য ছিল ১২ হাযার। তাই কিছু মুসলমান বলে বসল, স্বল্প সংখ্যক কাফের আজ এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে পরাভূত করতে পারবে না। এই একটি মাত্র কথা তাদের সাহায্য লাভে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ তাদের সংখ্যাধিক্যের হাতে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংখ্যাধিক্য তাদের কোন উপকার করতে পারেনি। তারপর যখন বাধা অপসারিত হ'ল এবং বুঝে আসল সংখ্যাধিক্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না তখন কিন্তু সাহায্য ঠিকই এসেছিল। আসলে কাজের উপকরণ যোগাড় করার পর ভরসা রাখতে হবে আল্লাহ্র উপরই। তাহ'লেই অর্জিত হবে কাংখিত লক্ষ্য।

(৩) সঠিক কর্মনীতি পরিত্যাগঃ

সঠিক কর্মনীতি হ'তে সরে দাঁড়ানো সাহায্য লাভের অন্যতম বাধা। এ সম্পর্কে সজাগ করার জন্য পৃথক শিরোনামে আমি বিষয়টি আলোচনা করেছি। আমি বর্তমান যুগের অনেক ইসলামী দল ও জিহাদী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ অনুসন্ধান করেছি এবং তাদের বিজয় লাভে ব্যর্থতা ও ঘোষিত সুন্দর সুন্দর লক্ষ্য অর্জনে বিফলতা নিয়ে গবেষণা করেছি। এ সমস্ত দল আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য ও তাঁর আইন বাস্তবায়নে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেলেও আমার দৃষ্টিতে তাদের সাহায্য বঞ্চিত হওয়ার জলজ্যান্ত কারণ হ'ল, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র সঠিক কর্মনীতি হ'তে বিচ্যুত হওয়া। আর এই বিচ্যুতিও ঘটেছে কখনও সমূলে, কখনও আংশিক। বিশেষ করে আক্বীদা ও আমলে। কেউ হয়ত ভাবতে পারে এই বিচ্যুতি তো খুবই সামান্য। কিন্তু আমি মনে করি, এই সামান্য বিচ্যুতিই সাংঘাতিক ক্ষতি ডেকে এনেছে এবং সাহায্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান প্রভাব ফেলেছে। এরূপ বিচ্যুতির মধ্যে রয়েছে-

(ক) আক্বীদার ক্ষেত্রে ঢিলেমি ও গড়িমসি দেখানো এবং আক্বীদাকে প্রথম সারির কোন বিষয় হিসাবে গণ্য না করা। অথচ আক্বীদাই হ'ল ইসলামের মৌল ভিত্তি ও অগ্রগণ্য বিষয়। আক্বীদার মাধ্যমেই একটি দলের সফলতা ও সঠিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(খ) শত্রু-মিত্রের ধারণা গুলিয়ে ফেলা। যালেম, আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং তাদের তোষামোদ করা।

(গ) দলীয় গোঁড়ামি, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও তিক্ততা দেখা দিয়েছে।

এ ধরনের বিচ্যুতির আরও অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ এ সমস্ত মূলনীতি ও দলীল-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলিকে কলুষ-কালিমা মুক্ত রাখা একটি মূল্যবান কাজ। এ ছাড়া দাওয়াতী কর্মনীতির খুঁতহীনতা রক্ষা করা ও সঠিক পথে পরিচালনা করাও মূল বিষয়। একইভাবে শরী'আতের মূলনীতি ও কায়দা-কানূনের সঙ্গে প্রতিটি কাজ মিলিয়ে দেখলে বাস্তবতার চাপা পড়ে ও কল্পিত সুবিধা লাভের যুক্তি দাঁড় করিয়ে শরী'আতের পথ থেকে কেটে পড়ার যে ভয় থাকে, তা দূরীভূত হয়।

(৪) উম্মতের পরিপক্কতা ও যোগ্যতার অভাবঃ

আল্লাহ্র দ্বীন এক বিরাট ব্যাপার। এর দায়িত্ব বহনের জন্য এমন একটি দল দরকার, যারা দ্বীনের উপর এতটা দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ নিয়েছে যে, উহার ভার বহন ও জনগণের মাঝে প্রচারে তারা যথাযথই সক্ষম। কত জাতিই তো সাহায্য লাভের আগেই কষ্ট ও বন্ধুর ঘাঁটি পার হয়ে গেছে বরং সাহায্য অর্জনের জন্যই তারা জীবন দিয়েছে। এভাবে ঘাত-প্রতিঘাত সয়েই আসে পরিপক্কতা, দক্ষতা। আর পরিপক্কতার হাত ধরে আসে স্থায়ী সাহায্য। অদক্ষ মানুষ সাহায্য পেলে তা কাজে লাগাতে পারে না।

তারপরও দ্বীন প্রতিষ্ঠায় একটি পরিপক্ক ক্ষুদ্র শক্তি যথেষ্ট

নয়। এজন্য দরকার বিশাল জনবল এবং তারা হবে নানা রকম ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতাসম্পন্ন ও বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন। এটা করতে সময় প্রয়োজন। স্বল্প সময়ে বা সহজে তা হবে না। সুতরাং লোক তৈরি ও তাদের ট্রেনিং প্রদান সবচেয়ে কঠিন ও দুষ্কর। এজন্য আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩ বছর ধরে এক একজন লোককে ট্রেনিং দিয়েছেন এবং গ্রুপ গ্রুপ করে রিসালাতের বোঝা বহন ও প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। ফলে তাঁদের একদল থাকছেন আরকাম (রাঃ)-এর গৃহে তো আরেক দল হিজরত করছেন হাবশায়। একবার সবাইকে আবু ত্বালিব গিরিপথে অন্তরীণাবদ্ধ হ'তে হচ্ছে তো পুনর্বার তারা হিজরত করছেন মদীনায়।

এজাতীয় নানা কাজ এই উম্মতকে রিসালাতের ভার বহনোপযোগী করে তুলেছিল। এমনি করে শেষ পর্যন্ত দ্বীন পূর্ণতা পেয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিরাট বিজয় দান করেছিলেন।

পূর্বের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, দ্বীনের পূর্ণতা ও তার প্রাসাদ বিনির্মাণে সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। সময় না হ'লে সাহায্য ও বিজয় আসবে না। দ্বীন যখন মানুষের উপর নযরদারী করতে পারবে, মানুষের মন যখন সেভাবে গঠিত হবে তখনই বিজয় আসবে। প্রচারকদের ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং সময় না হওয়াও সাহায্য ও বিজয় পিছিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

(৫) সাহায্যের কদর অনুধাবনে অক্ষমতাঃ

কোন বড় রকমের কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার ছাড়াই দ্রুত সাহায্য নিশ্চিত হ'লে সেই সাহায্যপ্রাপ্ত জাতি সাহায্যের কদর বা মূল্য বুঝতে পারে না। সেজন্য তারা ঐ সাহায্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিজয়কে ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় শ্রমদান ও ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়। এই বাস্তবতা তুলে ধরতে আমি দু'টি উদাহরণ পেশ করছি।-

প্রথমতঃ দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় চেষ্টা ও শ্রম দ্বারা সম্পদশালী-ধনাঢ্য মানুষে পরিণত হয়, তখন আমরা দেখতে পাই কতই না প্রাণান্তকর চেষ্টা করে তার অর্থবিত্ত হেফাযত করে। কোনরূপ বিপদ বা ঝুঁকি দেখা দিলে উহা রক্ষার্থে সে সম্ভাব্য সকল উপায়ই অবলম্বন করে। তার কারণ সে দারিদ্র্যের স্বাদ ও লাঞ্ছনা উপভোগ করেছে। তারপর সম্পদ সঞ্চয় ও বর্ধনে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করেছে। সুতরাং তার পক্ষে ঐ সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সহজ নয়। আল্লাহ তাকে দরিদ্রতা হ'তে উদ্ধার করার পর সে আবার উহার আবর্তে ফেঁসে যেতে ঠিক তদ্রূপ ঘৃণা করবে, যেমন সে আল্লাহ্র অনুগ্রহে কুফর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় তাতে ফিরে যেতে ঘৃণাবোধ করে।

কিন্তু তার সন্তানাদি ও উত্তরাধিকারীরা কি অত গুরুত্ব দেবে? তাদের অনেককেই দেখা যাবে তারা ঐ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না। বরং কেউ কেউ তা অনর্থক উড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত গরীব হয়ে যায়। তার কারণ, সে ঐ অর্থ-বিত্তের মূল্য কি তা জানেনি। তা উপার্জন ও সঞ্চয়ে কোন ক্লেশ ভোগ করেনি এবং তার পূর্বসূরীর মত অভাব-অভিযোগের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ ও তার হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ অনুসন্ধানে ধরা পড়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সাংঘাতিক রকম দুরূহ কাজ। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকের শাসক ও খলীফাগণকে দেখা যায়, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রের দুর্বল হওয়ার মত কারণ ঘটতে পারে এমন সব কিছুই সামাল দিতে তারা দ্বিগুণ চতুর্গুণ শ্রম ব্যয় করে যান। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা পিতৃ সম্পদে মালিক হওয়ার মতই রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক হয়; তারা তখন রাষ্ট্র চালনা রেখে রাষ্ট্রের ফলভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র রক্ষায় যে ক্লেশ স্বীকার করা দরকার সে সম্বন্ধে তাদের কোন চেতনা থাকে না। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে দুর্বলতা ও ভাঙ্গন দেখা দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত উহা তার পতন ডেকে আনে।

এজন্যই কোন কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া বিজয় এলে তা সময় বিশেষে স্থায়ী নাও হ'তে পারে এবং সে বিজয়কে ধরে রাখাও কষ্টকর হ'তে পারে। এ কারণে আল্লাহ্র হিকমত বা কৌশল অনুসারে সাহায্য ও বিজয় বিলম্বিত হয়, যাতে দ্বীনের কাজের গুরুত্ব সবার নিকট সমানভাবে অনুভূত হয় এবং এমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা বিজয়ের মূল্য কী ও তা কতটুকু দাম পাওয়ার উপযুক্ত তা জানতে পারে।

(৬) আল্লাহ্র মহাজ্ঞানে নিহিত হিকমত হেতু বিলম্বঃ

কখনও মহান আল্লাহ্র জ্ঞানে রয়ে যায় যে, দ্বীনের বর্তমান আন্দোলনকারীরা জয়লাভ করলে বিজয়ের দাবী তথা- অত্র ভূখণ্ডে আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ছালাত কায়েম, যাকাত আদায় ইত্যাদি সম্ভব হবে না, তখন সাহায্য বিলম্বিত হয়। কেননা শুধু জয়লাভ তো কাম্য নয়; বরং জয় লাভের মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন করতে হবে তার জন্যই উহা দরকার। সেটা হ'ল ফিৎনা বা আল্লাহদ্রোহী আইনের মূলোৎপাটন এবং সর্বতোভাবে আল্লাহ্র দ্বীনের বাস্তবায়ন। একথাই আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী হ'তে বোঝা যায়ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ- اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ-

'আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। যাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র হাতে' *(হজ্জ ৪০-৪১)*।

মানুষ বা দল বিশেষের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য ত্বরান্বিত হয় আবার দল বিশেষের জন্যই বিলম্বিত হয়। তার কারণ কখনও আমরা জানতে পারি, আবার কখনও জানতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ সব কিছু জানেন। তাই তিনি অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন।

বাস্তবে দেখা যায় একদল লোক অস্বচ্ছলতা ও কষ্টের সময় দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, বালা-মুছীবতে অনমনীয়তা, অমুখাপেক্ষিতা, সততা ইত্যাদি প্রদর্শন করে; অথচ তারাই আবার সুখে-সম্পদে ও শান্তির সময়ে দুর্বল মনের পরিচয় দেয়, সততা থেকে পিছিয়ে আসে, লোভ-লালসা হেতু স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ হয়ে দাঁড়ায়।

যে জাতির চারিত্রিক ও মানসিক অবস্থা এমন সে জাতি সাহায্য লাভের উপযুক্ত নয়। আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত। যা হয়নি তা হ'লে কেমন হ'ত সেটাও তার জানা।

(৭) বাতিলের পরিচয় ফুটে না ওঠাঃ

যে বাতিলের বিরুদ্ধে দ্বীন প্রচারকগণ সংগ্রাম করছেন সেই বাতিল ও তার ধারক-বাহকরা অনেক সময় দ্বীন প্রচারকসহ অপরাপর মানুষের সম্পূর্ণ অগোচরে থেকে যায়। যারা কখনই বাতিলের পক্ষে যাবার নয় এবং বাতিলের আসল রূপ উদঘাটিত হ'লে যারা কখনই উহাকে মেনে নেবার নয়, তারাও বাতিল দ্বারা প্রতারিত হয়ে সময় বিশেষে উহার সহযোগী বনে যায়। এভাবে হক্বপন্থীদের মাঝে বাতিল ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে সুযোগমত তাদের ক্ষতি করে চলে। তাদের প্রভাবেও আল্লাহ্‌র সাহায্য বিলম্বিত হয়। মুনাফিকদের ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেক ছাহাবীই মুনাফেকীর অলিগলি সম্বন্ধে জানতেন না। মুনাফিক আছে জানলেও তারা মুনাফিকদের অনেক নাটের গুরুকে চিনতেন না। তারা বরং তাদের প্রতি সুধারণাই পোষণ করতেন।

বণী মুস্তালিক্ব যুদ্ধে মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুহাজির ছাহাবীগণের প্রসঙ্গে খুবই অশালীন উক্তি করেছিল। সূরা মুনাফিকূনের ৭ ও ৮ নং আয়াতে তা উল্লেখ আছে। তার সেই কথা বালক ছাহাবী যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা জানালে ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেন, 'আপনি আব্বাস বিন বিশরকে হুকুম দিন, সে তাকে হত্যা করুক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ওমর! তা কী করে হয়? লোকেরা তখন বলবে, মুহাম্মাদ তার নিজের লোকদের হত্যা করছে। তার চেয়ে তুমি বরং যাত্রার ঘোষণা দাও। এ থেকে অনেক লোকের দৃষ্টিতে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী গণ্য হ'তে থাকে। তাদের আসল পরিচয় তাদের সামনে অনুদঘাটিত থেকে গেছে। ওদের মূল পরিচয় হ'ল,

هُمُ الْعَدُوُّ- فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ-

'ওরা শত্রু। সুতরাং ওদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। ওরা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে'? *(মুনাফিকূন ৪)*।

এজন্যই যখন বহু সংখ্যক লোকের নিকট তাদের আসল ভেদ ও পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে ঘটনাচক্রে বলেছিলেন, 'হে ওমর, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা কি তোমার মনে পড়ে? আল্লাহ্‌র কসম, যেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, 'ওকে হত্যা করুন', সেদিন যদি আমি তাকে হত্যা করতাম তাহ'লে অবশ্যই তার পক্ষ নিয়ে অনেক বাহাদুর মাঠ কাঁপিয়ে তুলত। অথচ আজকে তাদেরকে আমি আদেশ দিলে অবশ্যই তাকে হত্যা করবে, কোন সমস্যা করবে না। ওমর বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি বুঝতে পারলাম আমাদের সেদিনের কথা হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহীত ব্যবস্থা ছিল বহু কল্যাণকর'।

এই হাদীছ সাহায্য ও বিজয় পিছিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আমাদের বর্ণিত কারণের একটি অর্থবহ সূক্ষ্মচিত্র। তাই যাদের বাতিল চরিত্র সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়নি এমন লোকদের সাথে সংঘর্ষে জড়ালে মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর তার একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই। কেননা অনেক মুসলমান ওদের ভাল মনে করে ওদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে।

এরূপ অবস্থান গ্রহণের ঘটনা আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে বানাওয়াট কলঙ্ক লেপনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপবাদ সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা এমন কে আছ, যে আমাকে ঐ ব্যক্তির হাত হ'তে উদ্ধার করতে পারবে যে আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল বৈ অন্য কিছু জানি না। আর তারাও যে ব্যক্তির কথা বলছে তাকেও ভাল বৈ জানি না। সে আমার সঙ্গে ব্যতীত একা কোন দিন আমার পরিবারের সাথে দেখা করত না। তখন সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি আপনাকে তার অপবাদ থেকে উদ্ধার করব। যদি সে আওস গোত্রের হয় তাহ'লে আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব, আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের হয় তাহ'লে আপনি যা আদেশ করবেন আমরা সে মত কাজ করব। তারপর খাযরাজ গোত্রীয় সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) উঠে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি অসত্য বলছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হ'লে তাকে হত্যা করা তুমি পসন্দ করতে না। এই সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) কিন্তু খাযরাজের পোত্রপতি ও সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে

তিনি জাত্যাভিমানে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সা'দের কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে সা'দ বিন মু'আযের চাচাত ভাই উসাইদ বিন হুযাইর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। নিশ্চয়ই তুমি মুনাফিক। মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে তর্ক করছ'।

এতে আওস, খাযরাজ দুই দলই উত্তেজিত হয়ে পড়ল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে থাকতেই তারা সংঘর্ষ বাধাবার উপক্রম করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার তাদের নিরস্ত হ'তে বলায় শেষ পর্যন্ত তারা থেমে গেল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও চুপ হয়ে গেলেন *(বুখারী হা/৪১৪১, মুসলিম হা/২৭৭০)*।

কিছু মুসলমান হয়ত প্রত্যক্ষভাবে বাতিলপন্থীদের পক্ষ নেয় না কিন্তু হকপন্থী প্রচারক ও কর্মীদের পক্ষেও তাদের অবস্থান খুবই শিথিল ও দ্বিধাজড়িত। কারণ বাতিলপন্থীরা যে বাতিলের উপর আছে সেরকম কোন পাকাপোক্ত বিশ্বাস তারা করে না। তারা বরং মনে করে এরাও মুসলমান। ফলে শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষে এ জাতীয় মুসলমানেরা অংশ নিতে আগ্রহী হয় না। এরা নিজেদের উদারপন্থী হিসাবে যাহির করতে চায়। এভাবে কখনও কখনও মুসলমানদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি থেকে দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং সাহায্য ও বিজয় বিলম্বিত হয়।

(৮) সাংঘর্ষিক পরিবেশঃ

সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার আরেকটি কারণ সাংঘর্ষিক পরিবেশ। সাংঘর্ষিক পরিবেশ কখনও কখনও সত্য, শুভ ও ন্যায়পরায়ণতাকে মেনে নেয়ার মত উপযোগী থাকে না। তাই ঐ পরিবেশের সাথে কোন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার আগেই এমন কিছু কাজ করা প্রয়োজন, যাতে সংঘর্ষ বিদূরীত হয়ে উক্ত পরিবেশ সত্য, শুভ ও ন্যায়পরায়ণতা গ্রহণে প্রস্তুত হয়।

সে সব কাজের মধ্যে রয়েছে (১) ইসলামের বিরুদ্ধাচারী জাতিগুলি বাতিল ও ভ্রান্তির উপর বিদ্যমান- এ কথাটি প্রচারে আইনানুগ সকল মাধ্যমকে ব্যবহার করা (২) তাদের যাবতীয় আপত্তির সদুত্তর দিয়ে মনতুষ্ট করা এবং ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান (৩) ইসলামের প্রকৃত মর্ম তুলে ধরা এবং প্রতিপক্ষ যে বাতিলের উপর আছে তার ক্ষতি সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা। এসব কর্মকাণ্ড যুদ্ধ বা সংঘর্ষ বাধার আগে প্রতিপক্ষের হেদায়াতের মাধ্যম হ'তে পারে। যদি তা না হয় তবে সত্য জানার মাধ্যম তো হবেই। এ থেকেই যুদ্ধের পর সত্য গ্রহণের সুযোগ হ'তে পারে। এজন্যই যুদ্ধ বা সংঘর্ষ শুরুর আগেই ইসলামের দাওয়াত প্রদানের বিধান রয়েছে।

(৯) আল্লাহ্‌র দ্বীন গ্রহণে সাড়া না দেওয়াঃ

প্রচারকদের দিক থেকে লক্ষ্য করলে তাদের সন্তোষজনক কর্মকাণ্ড হেতু সাহায্যের বিস্তর সম্ভাবনা কখনও কখনও দেখা দিলেও বাধা এসে দেখা দেয় যাদের মাঝে প্রচার চালান হচ্ছে তাদের কারণে। যেমন ৮ নং ক্ষেত্রে বিধৃত হয়েছে। এ রকম একটি বাধা হ'ল, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় এসব জাতির জন্য হেদায়াত না রাখা। এরা এত কট্টর বিরোধী ও পাপাচারী যে, হেদায়াতকে মোটেও সহ্য করতে রাযী নয়। ফলে আল্লাহ তাদের হেদায়াত করার ইচ্ছা বাদ দিয়েছেন এবং তাদের ললাটে গুমরাহী লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا-

'তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই সকল মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন' *(রা'দ ৩১)*।

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ-

'অতঃপর তাদের কিছু লোককে আল্লাহ সৎ পথে আনলেন এবং কিছু লোকের উপর গুমরাহী অবারিত হয়ে গেল' *(নাহল ৩৬)*।

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ-

'ওরাই (ইহুদীরাই) তারা যাদের অন্তরকে আল্লাহ নিষ্কলুষ করতে চাননি' *(মায়েদাহ ৪১)*। এমনিতর আরও অনেক আয়াত কুরআনে আছে।

(১০) প্রচারকের মৃত্যুর পরে বিজয়ঃ

প্রচারকের মৃত্যুর পর বিজয় আসবে বলেও অনেক সময় আল্লাহ্‌র সাহায্য বিলম্বিত হয়। তাছাড়া প্রচারকের জীবদ্দশায় যতটুকু বিজয় অর্জিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর তা থেকেও অনেক বড় মাপের বিজয় অর্জিত হয়। কেননা জয় মানে তো কর্মসূচীর জয়, ব্যক্তির নিজের জয় নয়। ব্যক্তি বা মানুষকে তো তার প্রচার ও সততার প্রতিদানে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন, চাই সে জয়ী হোক কিংবা না হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا-

'যে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে সে নিহত হোক কিংবা জয়ী হোক তাকে শীঘ্রই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব' *(নিসা ৭৪)*।

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

'যারা আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধে নিহত হয় তাদের তুমি কখনই মৃত ভেব না। তারা বরং জীবিত; তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক প্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ১৬৯)*।

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ

وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ-

'তিনি বললেন, হায়! আমার কওম যদি জানতে পারত, কেন আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মাঝে স্থান দিয়েছেন' *(ইয়াসীন ২৬-২৭)*।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'তোমরা যে আমল করতে তার বদৌলতে (আজ) জান্নাতে প্রবেশ কর' *(নাহল ৩২)*।

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِىْ الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর সে কথার উপর অবিচল থেকেছে* (মৃত্যুকালে) তাদের নিকট ফিরিশতা এসে বলবে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তাও করো না। তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তোমার বন্ধু আছি ইহকালে এবং পরকালে। সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে তাই মিলবে এবং তোমরা মুখ ফুটে যা চাইবে তাও পাবে' *(হা-মীম সিজদা ৩০-৩১)*।

কত প্রচারক অতীত হয়ে গেছেন যাদের জীবদ্দশায় দ্বীন জয়লাভ করেনি, অথচ তাঁদের মৃত্যুর পর তা বিশাল বিজয় লাভ করেছে। পরিখাওয়ালাদের সেই বালকের কথাই ধরুন, যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-কে জেল খানাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি যে কর্মসূচী রেখে গিয়েছিলেন, কার্যক্রম এঁকে দিয়েছিলেন তা তার মৃত্যুর অনেক অনেক পরে এসে চরম সাফল্য লাভ করেছিল। এমন ঘটনা দু'টো একটা নয়।

(১১) প্রচারকদের পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধিকরণঃ

প্রচারকদের পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করার মানসে সাহায্য পিছিয়ে যায়। আবার তাতে এমন অনেক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাও থাকে, যা পরবর্তীকালের মানুষের জন্য অনেক উপকার বয়ে আনে। আল্লাহ বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ-

'তোমরা কি মনে কর, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের মাঝে এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা উপস্থিত হয়নি। তাদেরকে দারিদ্র্য ও রোগ-শোক জাপটে ধরেছিল এবং তারা এমন (বিপদের) ঝাঁকুনি খেয়েছিল যে রাসূল ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ পর্যন্ত বলে ফেলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটেই' *(বাক্বারাহ ২১৪)*।

অন্য আয়াতে এসেছে-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ-

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'- একথা বললেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে, তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্বেকার লোকদের আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই নির্ধারণ করে নিতে হবে, কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ১-৩)*।

প্রকাশ্য বিজয় ও সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার পিছনে এগুলি আমার নিকটে সুস্পষ্ট কারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। তবে বিজয় ও সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার এসব কারণ কখনও আমাদের নযরে ধরা পড়ে। আবার কখনও ধরা পড়ে না। যাই হোক, আমাদের যেটা প্রত্যয় রাখা যরূরী তা হ'ল, আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যার্থে যত বৈধ উপায় আছে তা অবলম্বন করা। বিজয় বা সাহায্য কোনটাই হাতে ধরে বাস্তবে রূপায়িত করা আমাদের দায়িত্ব নয়। সেটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলার হাতে।

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ-

'সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে'।

আর সাহায্য কখন নিশ্চিত হবে তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত সেই সময় না আসা পর্যন্ত সাহায্য কখনই আসবে না। আমাদের সীমিত ধারণা মত সাহায্য বাস্তবায়িত হবার নয়। আবার আল্লাহ যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত হবেই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে সাহায্য আসবে না।

যারা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান তারা সাহায্য লাভের যোগ্য নয়।

[চলবে]

** আরবী 'ইস্তিক্বামাহ' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সংক্ষেপে ইসলাম নামক একেশ্বরবাদী দ্বীনকে বিশ্বাস করা, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করা, তাঁর সঙ্গে শিরক না করা, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা, আল্লাহ যেসব কথা ও কাজকে সৎকর্ম হিসাবে পালনের আদেশ দিয়েছেন সেগুলি পালন করা এবং তিনি যা যা বলতে ও করতে নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখার নাম 'ইস্তিক্বামাহ'। এরূপ ইস্তিক্বামাতের অধিকারী মৃত্যুকালে উক্ত সুসংবাদ পাবে- অনুবাদক।*

ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(৪র্থ কিস্তি)

(খ) গোনাহগার শাসকের ক্ষমতাচ্যুতিঃ

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে চরমপন্থীরা শাসকদের শ্রেণীভেদকেও একাকার করে ফেলেছে। তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের পার্থক্য করেনি। শাসক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করার নীল দর্শন পেশ করতে গিয়ে তারা মূলতঃ এ পথে বিভিন্নরূপী বাধাই সৃষ্টি করেছে। এজন্য আজ পর্যন্ত কোন দেশেই তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

যে দেশে সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেই ইসলামী দেশের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হ'লে একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে শর্তারোপ করেছেন তার আলোকেই অগ্রসর হ'তে হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম করতে হ'লে রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম মদীনা এবং পরবর্তীতে মক্কায় কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত শাসকের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটিয়েছেন সেই পদ্ধতিই বিশেষভাবে অনুসরণীয়।

অন্যদিকে কোন মুসলিমপ্রধান দেশের শাসকগোষ্ঠী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যদি সেদেশে সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহ'লে তার ক্ষমতাচ্যুতির বিষয়টি একটু ভিন্ন। কারণ হ'ল তারা মুসলমান। এছাড়া তারা যদি ইসলামের বিধি-বিধানে বিশ্বাস করে, সাধ্যপক্ষে নিজেরাও পালন করার চেষ্টা করে এবং জনসাধারণও যদি শান্তভাবে পালন করতে পারে, তাতে কোন বাধা না আসে, বরং কখনো কখনো সহযোগিতা করে তবে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় শাসক পরিবর্তন করাই বেশী যরূরী নয়, বরং রাষ্ট্রকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা, সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশে সামগ্রিকভাবে ইসলামের বিধান প্রয়োগ করা এক কথায় ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি সর্বাত্মক চাপ সৃষ্টি করাই সবচেয়ে বেশী যরূরী। মুসলমান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত মুসলিমপ্রধান দেশে সামগ্রিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই উত্তম ও সহজ পদ্ধতি। তবে এজন্য প্রজাসাধারণকে ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সুশীল সমাজ ব্যবস্থার যে বাস্তবতা সে সম্পর্কেও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা অন্যতম প্রধান কর্তব্য। শাসকগোষ্ঠী যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করে তবে শাসকদের বিরুদ্ধে যেন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের মধ্যে গণপ্রতিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এদেশে শতকরা ৯০ জন নাগরিকই মুসলমান, শাসকগোষ্ঠীও মুসলমান। তাই প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব হ'ল, এক আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে নিজেদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সেই আল্লাহ্র বিধান মেনে চলা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐ বিধান তথা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করার জোর আন্দোলন করা। এক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা, ইসলামী ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অবশ্যই অগ্রগণ্য। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তা কিভাবে সম্ভব? মুসলিম নেতৃবৃন্দ আজ স্ব স্ব দল ও মত নিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড। সকল ইসলামী দলেরই লক্ষ্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। অথচ প্রত্যেক দলই পথ ও পদ্ধতি, আক্বীদা ও আমলের বিভিন্নতায় শতধাবিভক্ত। এছাড়া হিন্দু, গ্রীক, পারসিক দর্শনের প্রভাবে সৃষ্ট ছূফী, মা'রেফতী, পীর-ফকীরী ধোঁকাবাজী, ইলিয়াসী শৈথিল্যবাদ এবং বিভিন্ন তরীকা ইত্যাদি অসংখ্য জোটেরও একটি বৃহৎ অংশ ইসলামের কথিত ধ্বজাধারী হিসাবে এদেশে বিদ্যমান, যারা দেশের ধনিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক আমলাদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় টিকে আছে।

এছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলতে হেজাযের 'হেরা' পর্বতের নিভৃতে নাযিল হওয়া মক্কা-মদীনার আসল ইসলাম, না কি পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে কালের বাঁকে বাঁকে প্রণীত বিকৃত ইসলাম, এ নিয়েও রয়েছে দূরতম মতপার্থক্য। যেহেতু মূল ইসলাম এবং পরিবর্তিত ইসলামের মাঝে উৎসস্থান, সূচনাকাল, ভিত্তি ও অনুসরণীয় নীতি প্রভৃতির দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে এবং বাস্তবতার নিরিখে আক্বীদা, আমল ও সংস্কৃতির দিক থেকেও সর্বাঙ্গীন বৈপরীত্য বিদ্যমান; তাই মুসলমানদের একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এরই মাঝে কোন ইসলামী দল যদি নানামুখী স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুযোগ মত বিভিন্ন বস্তুবাদী দলের সাথে একাকার হয়ে যায়, তাহ'লে সেটাও জটিলতর সমস্যা। সকল ক্ষেত্রে এমন মতপার্থক্য বিদ্যমান রেখে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব। এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে স্ব স্ব জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও নানা মতপার্থক্যের কারণে নিরুৎসাহিত হ'তে হয় এবং বিভিন্নমুখী বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়।

অতএব প্রকৃত ইসলাম তথা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকেই সকল প্রকার কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে। তবেই অনৈক্যের যাবতীয় ঠুনকো ভিত্তি নিশ্চিহ্ন হ'তে বাধ্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দ একই প্লাটফরমে জমায়েত হ'লে নিঃসন্দেহে জনতাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অনুসরণ করবে। কারণ জনগণের মাঝে ঠিকই ঐক্য আছে, ঐক্য নেই কেবল নেতাদের মাঝে। এক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক প্রস্তাব উপস্থাপন করা যেতে পারে- (ক) সকল ক্ষেত্রে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই

নিঃশর্তভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে (খ) কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে প্রণীত স্ব স্ব দলের উছূলী বিতর্ক, ব্যাখ্যাগত বৈপরীত্য এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোন ফিক্বহী মাসআলা নিঃসঙ্কোচে পরিহার করতে হবে এবং এ সমস্ত বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও নীতির অনুসরণ করতে হবে। (গ) যঈফ ও জাল হাদীছ এবং এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত আমল সমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে পরিত্যাগ করতে হবে (ঘ) ভালোর দোহাই দিয়ে সৃষ্ট ভিত্তিহীন ও নবোদ্ভূত আক্বীদা এবং আমল সমূহকে নির্দ্বিধায় ত্যাগ করতে হবে (ঙ) বিভিন্ন তরীক্বা, পীর-মুরীদী প্রথা ও ছূফী-মা'রেফতী দর্শনের নামে পীর পূজা, কবর পূজা সহ যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ডকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে (চ) সঠিক কর্মনীতির প্রতি আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সকলকেই আল্লাহ্র ওয়াস্তে উদার প্রাণ হ'তে হবে।

আবুবকর, ওমর (রাঃ)-এর মত উম্মতের সেরা ব্যক্তিবর্গ সঠিক বিষয়ের প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেভাবে অগ্রসর হ'লে ইনশাআল্লাহ মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

অতএব মৌলিক ক্ষেত্র সংশোধন না করে শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তনের এলোপাতাড়ি সর্টকাট প্রচেষ্টায় কখনো সফলতা আসবে না। তবে মুসলিম জনগণের নিকটে শাসকগোষ্ঠী যদি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য, এমনকি সংশোধনেরও নিতান্ত অযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে বৈধ পন্থায় তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া কাফের, মুশরিক, মুরতাদ আখ্যায়িত করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তনের নীতিমালা ইসলামে নেই।

এদিকে ইসলামী দেশের শাসকের ক্ষমতাচ্যুতির ক্ষেত্রে হাদীছে মৌলিক দু'টি কারণ উল্লেখিত হয়েছে। **প্রথমতঃ** শাসক যদি প্রকাশ্য কুফরী করে, যা পবিত্র কুরআন কিংবা ছহীহ হাদীছের সুনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা প্রমাণিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ ... যতক্ষণ তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী কাজ প্রত্যক্ষ না কর। যে বিষয়ে তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে'।[৮৪] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, أى نص أوخبر صحيح لايحتمل التأويل ومقتضاه أنه لايجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل 'অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছ দ্বারা (কুফরী) সাব্যস্ত হ'তে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমান বা সন্দেহ করা যাবে না। এতে স্পষ্ট হয় যে, যতক্ষণ তাদের কর্মকাণ্ড অনুমান বা সন্দেহের আড়ালে থাকবে ততক্ষণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে পৃথক হওয়া বৈধ নয়'।[৮৫]

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, শাসকদের শাসন কর্তৃত্বের ব্যাপারে তোমরা বিসম্বাদ বা টানা-হেঁচড়া কর না এবং তাদের উপর হস্তক্ষেপও কর না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য মুনকার কাজ প্রত্যক্ষ না কর, যা তোমরা ইসলামের মূলনীতি সমূহের আলোকে জানতে পারবে। যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ঐ কাজের বিরোধিতা করবে এবং তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখানেই হক্ব কথা বলবে। وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فَسَقَة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق– 'এছাড়া তাদের দল থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে হত্যা করা মুসলমানদের ঐক্যমতে হারাম। যদিও তারা অত্যাচারী বেশধারী ফাসেকও হয়। আমি যা উল্লেখ করলাম হাদীছগুলি সে অর্থই প্রকাশ করে। তাছাড়া আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত্য পোষণ করেছে যে, ফাসেকী কর্মের দোষে শাসকদেরকে অপসারণ করা যাবে না'।[৮৬]

দ্বিতীয়তঃ অবশেষে ছালাত পর্যন্ত যদি আদায় না করে বা সাধারণের মাঝে ছালাত কায়েম না করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রে যদি ছালাত আদায় করতেও বাধা আসে।[৮৭] উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রজাসাধারণের করণীয় হিসাবে দু'টি পথ রয়েছে। (ক) শাসক পরিবর্তনের যথোপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য, দৃঢ় বিশ্বাস ও মোক্ষম প্রেক্ষাপট সম্পন্ন বাস্তবতা থাকলে তার বিরুদ্ধে বৈধ পন্থায় বিদ্রোহ করা যাবে। (খ) বিরাজমান পরিস্থিতির চেয়ে যদি আরো অধিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহ'লে ধৈর্যধারণ করতে হবে, এর দীর্ঘতা যদি ক্বিয়ামত পর্যন্তও প্রলম্বিত হয়। কারণ বিদ্রোহী তৎপরতার মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জিত হবে তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, বহিঃশত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হ'লে যেকোন প্রকার শাসকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে। সম্ভবতঃ এজন্যই দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতিই রাসূল (ছাঃ) বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন মর্মে হাদীছ দ্বারা অনুমিত হয়।

যেমন তিনি বলেন, إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ أَثَرَةً (شَدِيْدَةً) فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ.

৮৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৭০৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৬।*

৮৫. *দ্রঃ ফাৎহুলবারী ১৩/১০ পৃঃ।*

৮৬. *মুসলিম শরহে নববী (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৬ খৃঃ), ১১-১২ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৩৩, হা/৪৭৪৮ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- ৬১।*

৮৭. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী ৬/৪৪৯ পৃঃ, হা/২৩২৭ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ 'ফিতান' অধ্যায়।*

'নিশ্চয়ই আমার পরে তোমরা অতিসত্ত্বর (শাসকদের) চরম স্বার্থপরতার সাক্ষাৎ পাবে। তাই তোমরা হাউজে কাওছারের প্রান্তে আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে'।[৮৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. 'যদিও তোমার পৃষ্ঠদেশে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তার কথা শ্রবণ করবে এবং আনুগত্য করবে'।[৮৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا اللهَ حَقَّكُمْ.

'নিশ্চয়ই আমার পর তোমরা অচিরেই (শাসকদের) এমন সব স্বার্থপরতা ও শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড অবলোকন করবে যেগুলি তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে সময়ের জন্য আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, তাদের প্রাপ্য তোমরা পরিশোধ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে'।[৯০]

তবে কখনই শাসকের কোন অন্যায় কাজে আনুগত্য করা বা সহযোগিতা করা যাবে না, এমনকি তার অন্যায় কাজের প্রতি সন্তুষ্টও হওয়া যাবে না। নইলে এরূপ দ্বিমুখী স্বার্থপরতার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বরং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, শাসকের সামনে হক্ব কথা বলতে হবে, সঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[৯১]

অন্য হাদীছে রয়েছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا.

'তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি লাভ করবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসারী হবে (সে মুক্তিও পাবে না নিরাপত্তাও পাবে না)। ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে কি আমরা তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে'।[৯২]

'আউফ ইবনু মালিক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে,

مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ، مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلاَتَنْزِعُوْا يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ. 'না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে। না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তখন তোমরা তার কার্যকে অপসন্দ কর; কিন্তু তাদের থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়োনা'।[৯৩]

অন্য হাদীছে তিনি বলেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. 'যে ব্যক্তি স্বৈরাচার শাসকের নিকটে হক্ব কথা বলে তার জন্য সেটাই সর্বোত্তম জিহাদ'।[৯৪]

দাওদী (রাঃ) থেকে ইবনু তীন বর্ণনা করেন, الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر. 'স্বৈরাচার শাসকদের সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের যে সিদ্ধান্ত তা হ'ল, বিশৃংখলা-বিপর্যয় এবং সীমালংঘন ছাড়াই যদি তার থেকে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, তাহ'লে তা অবশ্যই করা যাবে। অন্যথা ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব'।[৯৫]

---

৮৮. *বুখারী হা/৩৭৯২; মুসলিম হা/৫৭৫৬।*

৮৯. *মুসলিম হা/৪৭৬২; আহমাদ, ইবনু হিব্বান, ফাৎহুল বারী ১৩/৯ পৃঃ, হা/৭০৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

৯০. *বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/৪৭৫২; উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন,* فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولى ظالمًا عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولايخرج عليه ولايخلع بل يتضرع إلى الله تعالى فى كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه.

৯১. *শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়।*

৯২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও পদ পর্যাদা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৩ পৃঃ।*

৯৩. *ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫।*

৯৪. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭০৫।*

৯৫. *ফাৎহুল বারী ১৩/১০; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছহীহ মুসলিম শরহে নববী, ১১ ও ১২তম সংযুক্ত খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৪৩৫ ও ৪৪০ পৃঃ; হা/৪৭৪৮-এর ব্যাখ্যা, 'ইমারত' অধ্যায়।*

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, اَلصَّبْرُ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ أَصْلٌ مِّنْ أُصُوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. 'স্বৈরাচার শাসকদের উপর ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম মূলনীতি'।[৯৬]

কোন্ শাসক কোন্ প্রকৃতির বা কে যালেম, কে ফাসেক, কে প্রকৃত অপরাধী এবং কেই বা ন্যায়পরায়ণ সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দুর্ভাগ্য হ'ল, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে চরমপন্থীরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শাসকদের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহের সূচনা করেছে। এই মূল সূত্র ধরেই সকল যুগে মুসলমানদের মধ্যে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা-বিপর্যয়ের বীজ উপ্ত হয়েছে। খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন শায়খ আল-হাবী তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, চরমপন্থী খারেজীরা তাদের অজ্ঞতা, কুপ্রবৃত্তি ও বিভ্রান্তিকর আক্বীদার মাধ্যমে যেভাবে মুসলমানদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে তারা দ্বীনও কায়েম করতে পারেনি, দুনিয়াতেও টিকে থাকতে পারেনি। অনুরূপ দ্বীনের মধ্যে যেমন স্বস্তি ফিরে আনতে পারেনি তেমনি দুনিয়াতেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি (فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا... لايحصل به صلاح الدين ولاصلاح الدنيا)

তিনি আরো বলেন, এতে করে পৃথিবীতে কেবল চরম নৈরাজ্যেরই সূচনা হয়েছে। এজন্য সকল যুগেই এ সমস্ত কর্মকাণ্ডকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বই ধিক্কার জানিয়েছে। বিশেষ করে এর সূচনাকালে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবুবকর ইবনু আব্দুর রহমান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, হাসান বাছরী (রাঃ) প্রমুখ সোনালী যুগের সূক্ষ্মদর্শী মহা মনীষীগণ এ সমস্ত নির্মম হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চরমভাবে নিন্দা জানিয়েছেন।

হাসান বাছরী (রাঃ) ফাসেক শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সম্পর্কে বলেন,

إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم الاستكانة والتضرع.

'হাজ্জাজ আল্লাহ্র আযাব। সুতরাং তোমরা তোমাদের হাত দ্বারা আল্লাহ্র আযাবকে প্রতিহত কর না। বরং তোমরা বিনীত ও বিনম্র হও'।[৯৭]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِتَحْصِيْلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيْلِهَا وَتَعْطِيْلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيْلِهَا...

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার পরিপূর্ণতা দান করার জন্য। আর বিপর্যয়-বিশৃংখলাকে উৎখাত এবং তাকে হ্রাস করার জন্য। সুতরাং খলীফা ইয়াযীদ, আব্দুল মালেক ও মানছূর-এর মত কাউকে বর্জন করে অস্ত্র দেখিয়ে হত্যা করা, অতঃপর অন্যকে বসানোর পক্ষে মত পোষণ করা হ'লে তা হবে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কারণ তা শান্তির চেয়ে অনেক বিপর্যয়কর (فهذا رأى فاسد فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحة)

শায়খ আল-হাবী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন, لَمْ يُثْنَ الرَّسُوْلُ عَلَى أَحَدٍ بِقِتَالٍ فِيْ فِتْنَةٍ وَإِنَّمَا أُثْنِيَ عَلَى الْحُسْنِ لِإِصْلَاحٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে হত্যার মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টির করে প্রশংসিত হননি; বরং তিনি প্রশংসিত হয়েছেন মুসলমানদের মাঝে অতি সুন্দর প্রক্রিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে'।[৯৮]

(গ) দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অজ্ঞতা ও উগ্র লালসার আশ্রয় এবং নিষ্ফল অভিযানঃ

মুসলমানদের জীবনে দ্বীন ক্বায়েমের অব্যাহত ধারা নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই চলে আসছে। সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তার বাস্তব রূপরেখা প্রদর্শন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের কিছুদিন পরেই চরমপন্থী খারেজীরা এবং আরও কিছুদিন পরে শী'আদের একটি গোঁড়া চরমপন্থী উপদল দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে নতুন দর্শন পেশ করে। তা হ'ল, যেকোন অপরাধী মুসলমান শাসক ও শাসিতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে দ্বীনী বিধান জারী করা। তাদের জীবনের সকল প্রকার কর্ম সাধিত হয় কেবল রাষ্ট্রক্ষমতাকে টার্গেট করে। এই দর্শন আজও বিদ্যমান। তবে বিশ শতকের মাঝামাঝিতে উপমহাদেশে ঐ চরমপন্থী দর্শনকে পরিমার্জন করে নতুন আঙ্গিকে অন্য ধারায় পেশ করা হয়। আধুনিক বিজাতীয় মতবাদ সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'রাজনীতিই ধর্ম' এই মতবাদ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরাসরি কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এবং 'দ্বীন কায়েম' বলতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা মর্মে অন্তহীন বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। ফলে নবী-রাসূলগণের দ্বীন কায়েমের অব্যাহত ধারা সম্পূর্ণ উল্টা দিকে প্রবাহিত করার জোর অপচেষ্টা চলে এবং অসংখ্য মানুষ এই চরমপন্থী মতবাদের মরণ ফাঁদে আটকে পড়ে। প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা দ্বীন ক্বায়েম বলতে অহি ভিত্তিক দ্বীন, না কোন পূর্বসূরীর নামে আচরিত মাযহাবী দ্বীন, নাকি প্রগতির ধুয়া তুলে ইসলামের নামে সৃষ্ট কোন ব্যক্তি ভিত্তিক দর্শন, তার পার্থক্য করারও হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; ভুলে যায় সকল নবী-রাসূলের দ্বীন কায়েমের চিরন্তন পথ ও পদ্ধতি। তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ নব্য দর্শন হ'লঃ

৯৬. ঐ, *মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৫২৭ পৃঃ*।

৯৭. *মাসিক আল-ফুরক্বান (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল--ইসলামী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮), ১০ম বর্ষ, পৃঃ ১৬।*

৯৮. *আল-ফুরক্বান, পৃঃ ১৬।*

(ক) 'দ্বীন' অর্থ হুকুমত বা রাষ্ট্রক্ষমতা। তাই 'ইক্বামতে দ্বীন' বলতে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন ক্বায়েম করা বোঝায় (খ) রাষ্ট্র ক্বায়েমের মাধ্যমেই কেবল দ্বীন ক্বায়েম সম্ভব নচেৎ সম্ভব নয় (গ) রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ছাড়া ঐ ইসলাম ইসলামই নয়। আর এই ইসলাম পালনকারীরাও মুসলমান নয় (ঘ) প্রত্যেক নবী-রাসূল সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন ক্বায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আরো বলা হয়েছে, তাঁরা শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে দ্বীন ক্বায়েমের কাজ করেছেন। এর পূর্বে অন্য কোন সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেননি ইত্যাদি।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি নিতান্তই অজ্ঞতাপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর। রাজনৈতিক ক্ষমতাই মূল লক্ষ্য হওয়ায় তাকে ত্বরিত করায়ত্ত করার উগ্র বাসনায় এই কলুষময় দর্শন উত্থিত হয়েছে। বিশেষ করে নবী-রাসূলগণকে এর সাথে জড়িয়ে তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে। কারণ 'তাঁদেরকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ক্বায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং এর জন্যই তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন' এ বক্তব্য ডাহা মিথ্যা। তাঁরা যেমন ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না তেমনি যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ হত্যা করেও দ্বীন কায়েম করেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নযীর নেই।

চরমপন্থীদের দল-উপদল ও আক্বীদাগত পার্থক্যের কারণে বর্তমানে উক্ত মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি দৃশ্যমান। (ক) সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে (খ) গণতান্ত্রিক ভোটাভুটির মাধ্যমে। তবে শেষোক্ত পদ্ধতির উদ্যোক্তাগণ প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সক্ষম হ'লে কখনো হাত ছাড়া করবে কিনা সন্দেহ। এমন আঁক্বীদা পোষণকারীরা যে দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বোচ্চ চূড়া ভোগ করার মোহে পড়ে দুনিয়া ও পরকাল উভয়টিই হারাবে তার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ-

❑ দ্বীন ক্বায়েমের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি কেবল একটি ক্ষেত্র-রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের সিঁড়ি। ফলে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে দ্বীন পালন করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না, বরং মূল লক্ষ্য হয় ক্ষমতা অর্জনের সিঁড়িকে মযবুত করা। একথা কোন কোন রাজনৈতিক বিদ্বান পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন।[৯৯]

❑ যারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করতে চায় তাদের মূল লক্ষ্য হ'ল- নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র ক্যাডার, সাধারণ জনগণ কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। পক্ষান্তরে ব্যালটধারীদের মূল লক্ষ্য চতুর্মুখী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নেতা-কর্মী, যারা জনগণের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জনগণের মাঝে দ্বীনের অংশ থাক বা না থাক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয় না, বরং ভোটই তাদের মুখ্য বিষয়।

❑ নেতা-কর্মীদের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন ক্বায়েমের নানারূপী প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিক্ষা দেয়া মাত্র। সেখানে তাওহীদ ভিত্তিক ঈমান-আক্বীদা ও আমল-ইবাদতের যেমন কোন গুরুত্ব থাকে না, তেমনি তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ছহীহ ও যঈফ ইত্যাদির সঠিক-বেঠিক পার্থক্যেরও কোন বালাই থাকে না। বরং এ সমস্ত বিষয়কে অতি তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা হয় এবং প্রচার করা হয় যে, এগুলি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন না। পক্ষান্তরে ঐ রাষ্ট্র ক্ষমতা আয়ত্ত করাকেই 'মূল বা বড় ইবাদত' বলা হয়।

❑ লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে কেবল নেতা-কর্মীরাই একটি ক্ষেত্রে দ্বীন সম্পর্কে সাধারণভাবে ওয়াকিফহাল হয় (যদিও ত্রুটিপূর্ণ)। পক্ষান্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে জানা-বুঝার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত ও গুরুত্বহীন থেকে যায়। এরই প্রভাবে জনসাধারণও দ্বীন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান পায় না, বরং অজ্ঞই থেকে যায়।

❑ কথিত জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আবেগ প্রবণ হয়ে বিভিন্ন ইতিহাস, স্মরণীয় ঘটনা, কল্পিত কেচ্ছা-কাহিনী, মিথ্যা বর্ণনা প্রভৃতির প্রতিই তাদের ঝোঁক বেশী। কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ব্যাপকতা যেমন যৎসামান্য তেমনি সেদিকে অগ্রসরেও তারা উদাসীন।

❑ ক্ষমতা অর্জনের উপর্যুপরি বাসনায় আবদ্ধ হয়ে সঠিকতা বিচারের বিবেক হারিয়ে ফেলে । এমনকি স্বার্থসিদ্ধির জন্য হক-বাতিল, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, ইসলামী, অনৈসলামী বিষয় পার্থক্যেরও তোয়াক্কা করা হয় না। দলীয় স্বার্থে সাধারণ বিষয়ে তরতাজা মানুষকে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না।

❑ অবশেষে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হ'লে বা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে একদিকে হতাশা ও আফসোসের পাহাড় নিয়ে বিদায় নিতে হয়। অন্যদিকে আল্লাহ্র প্রকৃত সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়। কারণ সন্তুষ্টির মূল মাধ্যম যেটা ছিল তা অর্জিত হয়নি। অন্যরাও নিরাশার চোরাগলিতে সার্বক্ষণিক দংশিত হয়। দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তারা এভাবেই ইহকাল-পরকাল উভয়টিই হারায়।

রাষ্ট্রক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার পর দ্বীন কায়েম(?)ঃ চরমপন্থী আক্বীদার ভিত্তিতে শুরুকাল থেকে দ্বীন কায়েমের দীর্ঘ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও পৃথিবীতে আজও কোন রাষ্ট্রে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করার প্রশ্নই উঠে না। তবে গণতান্ত্রিক শাসকের ক্ষমতাচ্যুতি, পালা বদলের প্রেক্ষাপট এবং আফগানিস্তানে তালেবান শাসন ও তার পতন পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আসলে পূর্ণাঙ্গ না হ'লেও এর সিংহভাগ চিত্র ফুটে উঠে। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে দ্বীন সম্পর্কে চেতনাহীন জনসাধারণের উপর দ্বীনী বিধান কায়েম করলে তা হবে সম্পূর্ণ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া। তারা উক্ত বিধান পালন করলেও বাধ্যগত অবস্থায় করবে, স্বেচ্ছায় নয়। এই

৯৯. *'প্রকৃত কথা এই যে, ছওম ও ছলাত, হজ্জ ও যাকাত এবং যিকর ও তাসবীহ মানুষকে উক্ত 'বড় ইবাদত' তথা 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী 'ট্রেনিং কোর্স' মাত্র- দ্রঃ ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ২৫।*

প্রয়োগকৃত এলাহী বিধান শাসকের ভয়ে অনিচ্ছায় যদি বছরের পর বছরও পালন করে তবুও আল্লাহ্র নিকট কোনই মূল্য নেই। কারণ যেকোন আইন বা বিধান গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান তিনটি শর্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

'আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনই মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদের ফায়সালার ভার আপনার উপর অর্পণ না করবে। অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকবে না এবং তযক্ষণ তারা তা সর্বান্তঃকরণে মেনে না নেয়' *(নিসা ৬৫)*।

উক্ত আয়াতে একজন মুসলিম ব্যক্তির ইসলামী বিধান গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। (১) যেকোন বিষয়ে রাসূলের দেওয়া দ্বীনী বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া (২) তার ব্যাপারে মনে কোন রকমের দ্বিধা-সঙ্কোচ না থাকা (৩) যথাযথভাবে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করা বা বাস্তবায়ন করা। সুতরাং জোরপূর্বক দ্বীনী বিধান প্রয়োগ করে কিভাবে সফলতা আসবে? এজন্যই নবী-রাসূলগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষের আত্মিক, মানসিক তথ্য আক্বীদার সংশোধন করা এবং সৎ কর্ম সাধনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাওহীদপন্থী হিসাবে গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ জনগণের মাঝে শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হবে, চরম নৈরাজ্য ও দলাদলি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এক পর্যায়ে সরকার পরিবর্তনের জন্য গণআন্দোলনে রূপ নিবে। কোন শক্তি কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হ'লে তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হবে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে কুফরী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, পরিণাম আরো ভয়াবহ হবে। ইসলাম সম্পর্কে মানুষ ভুল বুঝবে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উঠে যাবে। এমনকি ইসলাম থেকে জনগণ সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পূর্বে যেমন ছিল তার চেয়েও নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে। যা আফগানিস্তানে সম্প্রতিই প্রত্যক্ষ করা গেছে। এছাড়া উনিশ শতকে ইউরোপে বিধর্মীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কথিত প্রগতিবাদীদের আগ্রাসনের এটাই ছিল অন্যতম কারণ। অতএব রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম নয়, বরং দ্বীন কায়েমের মাধ্যমেই রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। ভিন্ন কোন পথ ও পন্থা নেই।

[দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক ব্যাখ্যা আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য]

ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(২য় কিস্তি)

৪. অত্যাচারে ছবরঃ

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই সবল কর্তৃক দুর্বলরা অত্যাচারিত হয়ে আসছে। বর্তমান পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। সবলরা কোন সময় খোঁড়া অজুহাতে, কখনো বিনা অপরাধে দুর্বল, অসহায়, নিরীহ লোকদের উপর অহেতুক মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপর চালায় নির্যাতনের স্টিমরোলার। দুর্বল হওয়ায় স্বভাবতই নীরবে সহ্য করে যায় তারা এসব অত্যাচার। এসব অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ নেয়ার যদি কোন পথ না থাকে তাহ'লে এ সময় ছবরই তাদের মুক্তির কল্যাণকর পথ। এমতাবস্থায় ছবর করলে ও আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখলে মহান স্রষ্টাই তাদেরকে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিবেন।

অতীতে বহু নবী ও রাসূল অত্যাচারিত হয়েও স্বীয় দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব হ'তে সরে দাঁড়াননি। বরং ছবর করে চালিয়ে গেছেন তাঁদের দাওয়াতী মিশন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ- فَمَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ-

'বহু নবী এমন ছিলেন, যাঁদের সাথীরা অনেকে আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত হয়ে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্র পথে তারা বিপদাপদের মুখোমুখি হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েননি এবং দমেও যাননি। এরূপ ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(আলে ইমরান ১৪৬)*।

মানবতার মুক্তির অগ্রদূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ) তায়েফবাসীকে দাওয়াত দিতে গিয়েও স্বীয় উম্মতের জন্য ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই 'তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও'।

ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

তখন তাঁকে অপমানিত ও কষ্ট দেয়ার জন্য শিশু-কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হ'ল। ইত্যবসরে পথের দুই পাশে ভিড় জমে গেল। তারা হাততালি, অশ্রাব্য, অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল-মন্দ করতে ও পাথর ছুড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হ'ল। এমনকি রক্তক্ষরণে তাঁর পাদুকাদ্বয় পায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তায়েফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়েদ ইবনু হারেছা (রাঃ) তাঁকে রক্ষার জন্য ঢালের মত কাজ করছিলেন। ফলে তিনিও তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথ চলতে থাকেন।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত একটি আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে শত্রুরা ফিরে যায়।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভ করলে নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। তাঁর এই দো'আ 'দুর্বলদের দো'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দো'আর এক একটি কথা থেকে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দো'আ করেন এভাবে,

اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ- أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّيْ- إِلَى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ- إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلاَ أُبَالِيْ- وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تَنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ أَوْيَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِكَ-

'হে আল্লাহ! আমি আপনারই নিকট আমার দুর্বলতা, অপারগতা এবং মানুষের নিকটে আমার কদর না হওয়ার অভিযোগ করছি। হে দয়াময়! আপনি দুর্বলের প্রভু এবং আমারও প্রভু। আপনি আমাকে কাদের নিকট সোপর্দ করেছেন? এমন কোন অনাত্মীয়ের কাছে কি, যে রূঢ় আচরণ করে? কিংবা শত্রুর নিকটে, যাকে আমার কার্যের মালিক বানিয়েছেন? যদি আপনি আমার উপর রাগান্বিত না হন তবে আমি কোনই পরোয়া করি না, আপনার ক্ষমাই আমার প্রকৃত কাম্য। আমি আপনার মুখমণ্ডলের ঐ জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্বারা অন্ধকার আলোকিত হয়েছে এবং ইহলৌকিক-পারলৌকিক কার্যাবলী সঠিক হয়েছে। আপনি যখন আমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, কিংবা ধমক দিবেন সে অবস্থাতেও আমি আপনারই সন্তুষ্টি কামনা করি। সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আপনারই এখতিয়ার ভুক্ত। আপনার শক্তি ছাড়া কারোই কোন শক্তি নেই'।[১৬]

এতো কিছুর পরও মহানবী (ছাঃ) ছবর পরিত্যাগ করে বিচলিত হননি। ছহীহ বুখারীতে ঘটনাটি এভাবে এসেছে- মহানবী (ছাঃ) বলেন, দীর্ঘ বিশ্রামের পর এক সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তির সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে। ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরীল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন'। এরপর পর্বতের ফেরেশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি চাইলে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে এদেরকে পিষে মেরে ফেলি'। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'না, বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হ'তে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকে তাঁর সংগে অংশীদার স্থাপন করবে না'।[১৭]

মহানবী (ছাঃ) একদা কা'বা গৃহে একাকী ছালাত পড়া অবস্থায় সিজদায় গেলে আবু জাহল তার সহযোগীদের পরামর্শে মহানবী (ছাঃ)-এর মাথায় উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। নবী তনয়া ফাতেমা (রাঃ) এসে সেই ভুঁড়ি অপসারণ করেন।[১৮]

প্রিয় পাঠক! এরূপ ঘটনা হাদীছ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে অনেক রয়েছে। এগুলি প্রমাণ করে যে, অত্যাচারিত হ'লে বিচলিত না হয়ে ছবর বা ধৈর্যধারণ করা উচিত। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বয়ং মহানবী (ছাঃ) রেখে গেছেন। এসব ক্ষেত্রে ছবর করলে ফলাফল প্রতিকূলে না হয়ে বরং অনুকূলেই হয়।

৫. অন্যায় কাজে ছবরঃ

ইউসুফ (আঃ) বড় আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ [illegible]

১৬. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল [illegible] দারুল মু'আইয়িদ, ১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ১২৫-১২৬।
১৭. ছহীহ আল-বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তা.বি.), ১/৪৫৮ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১২৬।
১৮. বুখারী ১/৫৪৩ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৮৭-৮৮।

কর্মের প্রতি বেশী ঝোঁকপ্রবণ' *(ইউসুফ ৫৩)*। মানুষের প্রবৃত্তি সর্বদা অন্যায়-অসত্য ও পাপের প্রতি প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে। এজন্যই মানুষ পাপের কাজে খুব আনন্দ পায়। সুতরাং এমতাবস্থায় লোভ-লালসা চরিতার্থ না করে অত্যন্ত ছবর ইখতিয়ার করে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়। ছবর ব্যতীত অন্য কিছুই তাকে পাপ-পঙ্কিল অবস্থা থেকে রক্ষা করে আনন্দ নিকেতন জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না।[১৯]

উল্লেখ্য, ছবরের অন্যতম শাখা হ'ল নফস বা প্রবৃত্তিকে হারাম ও নাজায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা।[২০] কেননা নফসের একটা স্বাভাবিক নিয়ম হ'ল নিষিদ্ধ এবং অবাঞ্ছিত কাজের প্রতি এর আকর্ষণ বেশী থাকে। পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো, তাদের সাথে শরী'আত বিরোধী আচরণ করা, পর দ্রব্য আত্মসাৎ করা প্রভৃতি অশ্লীল কর্মের প্রতি এর ঝোঁক বেশী থাকে। তাই নফ্সকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করে এ ধরনের অশ্লীল, সমাজ বিবর্জিত, নিন্দনীয় প্রভৃতি অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকাই হ'ল সবচেয়ে বড় ধৈর্যের পরিচয়। এই প্রকার ধৈর্য আয়ত্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য। এজন্য নফ্সের সাথে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়।

عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اَلْكَيِّسُ مَنْ ادن نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ-

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে। আর দুর্বল ঐ ব্যক্তি, যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার আল্লাহ্র কাছেও আশা-আকাংখা রাখে'।[২১] আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অশোভনীয় কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত'।[২২]

সুতরাং নফ্স কলুষিত হয় এবং আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম, আলোচনা মজলিস, ক্লাব, দল, সংগঠন, সমিতি প্রভৃতি হ'তে নিজেকে দূরে রাখতে হবে এবং দৈনিক দেহের খোরাক জোগানোর ন্যায় রূহের ঈমানী খোরাক জোগাতে হবে। সর্বদা দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী আমল ও প্রশিক্ষণ এবং দ্বীনী পরিবেশের মধ্যে উঠাবসার মাধ্যমে রূহকে তাজা রাখতে হবে।[২৩]

১৯. ইসলাম শিক্ষা, পৃঃ ৭৪।
২০. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩১৮ পৃঃ।
২১. তিরমিযী, সনদ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৬।
২২. তিরমিযী, সনদ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৭।
২৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দাওয়াত ও জিহাদ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণঃ মার্চ ২০০৩ইং), পৃঃ ৩০-৩১।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নবী!) আপনি নিজেকে ঐসব লোকদের সঙ্গ ধৈর্যের সাথে ধরে রাখুন, যারা ডাকে তাদের প্রভুকে সকালে ও সন্ধ্যায়; তারা কামনা করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী জৌলুস চান? আপনি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যার অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজ কর্মে সীমালংঘন এসে গিয়েছে' *(কাহফ ২৮)*।

ছবরের গুরুত্বঃ

মানব জীবনে ছবরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। মানুষের সৎ স্বভাব যখন পশুসুলভ স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে চায়, তখনই ছবরের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনের উন্নতি ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের বড় উপায় হ'ল ছবর বা ধৈর্যধারণ করা। যে যত বেশী ছবর করতে পেরেছে তার মর্যাদা তত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর কর এবং ছবরের ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। ছবরের বন্ধনে নিজেদেরকে আবদ্ধ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার' *(আলে ইমরান ২০০)*। অত্র আয়াতে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাগণকে শুধু ছবর করতে বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং একে অপরের সাথে ছবরের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ কথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, ছবরের দ্বারাই সফলতা লাভ করা সম্ভব। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ- إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

'যুগের শপথ! নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু (তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়) যারা বিশ্বাসী, সৎ কর্মশীল এবং মানুষকে পরস্পর হক্বের উপদেশ প্রদানকারী ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ প্রদানকারী' *(আছর ১-৩)*। এখানে যেমন নিজেকে ছবর করতে বলা হয়েছে তেমনি অন্যকে হক্বের দাওয়াত ও ছবরের উপদেশ দেওয়ার প্রতিও জোরালভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর যখনই কেউ হক্বের দাওয়াত মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখনই তাকে নানা প্রকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হ'তে হবে। এমতাবস্থায় তা থেকে মুক্তির উপায় হ'ল ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ বলেন;

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً-

'আল্লাহদ্রোহীরা যা বলে তাতে আপনি ছবর করুন। আর সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করুন' *(মুযযাম্মিল ১০)*। তিনি আরো বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ছবরের সাথে কাজ করতে থাকুন। আপনার এই ছবরের তাওফীক্ব তো আল্লাহই দিয়েছেন। ওদের কার্যকলাপে আপনি দুঃখিত ও চিন্তিত হবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কুট-কৌশলের দরুন মন ভারাক্রান্ত করবেন না' *(নাহল ১২৭)*। উপরের আয়াতদ্বয়ে বুঝা যাচ্ছে, ইসলামের শত্রুরা যে যাই বলুক না কেন সেদিকে কর্ণপাত না করে ধৈর্যের সাথে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্বে অসংখ্য রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ও যাবতীয় জালাতন, নির্যাতনের মোকাবিলায় তাঁরা ছবর করেছেন। অবশেষে তাদের প্রতি আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে (সুতরাং আপনিও ছবর অবলম্বন করুন)' *(আন'আম ৩৪)*। তিনি আরো বলেন, 'অতএব (হে নবী!) সেভাবে ছবর অবলম্বন করুন, যেভাবে উচ্চ সংকল্প রাসূলগণ ছবর করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না' *(আহক্বাফ ৩৫)*।

এখানে কয়েকটি বিষয় আল্লাহ তুলে ধরেছেন। তা হ'লঃ (এক) নির্যাতনের মোকাবিলায় ছবর করতে হবে (দুই) ছবর করতে হবে ছবর করার মত (তিন) ছবর করে ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না (চার) ছবরকারীকে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ-

'আপনি কেবল তাই অনুসরণ কর, যা অহি-র মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর ছবর অবলম্বন করতে থাকুন, যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফায়ছালা করে দেন' *(ইউনুস ১০৯)*।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত ফলাফল না আসা পর্যন্ত ছবর করতে বলেছেন। সাথে সাথে অধৈর্য না হওয়ার জন্যও জোরালো তাকীদ করেছেন। এ সমস্ত আয়াতে যেমন ছবরের অপরিসীম গুরুত্ব ফুটে উঠেছে তেমনি মহানবী (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীতেও এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-

عن أبى سعيد الخدرى أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصار سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْئٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ عِنْدَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٍ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা আনছারদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সাহায্য চাইল। তিনি তাদের দান করলেন। তারা আবার চাইল। তিনি আবার তাদের দান করলেন, এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের সবকিছু দান করার পর তিনি তাদের বললেন, 'যা মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হ'তে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি'।[২৪]

অপর এক হাদীছে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত হচ্ছে আলো এবং ছাদাক্বা (ঈমানের) প্রমাণ, ছবর বা ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে একটি দলীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠে নিজেকে বিক্রয় করে এবং তাতে সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে'।[২৫] শেষোক্ত কথাটার অর্থ এই যে, মানুষ আল্লাহ্র নিকটে নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়ে আখেরাতের জন্য কাজ করলে মুক্তি লাভ করবে এবং তা না করে নিজেকে নফসের কাছে অথবা অন্য কারও কাছে সমর্পণ করে দুনিয়ার স্বার্থে কাজ করলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[২৬]

উপস্থাপিত হাদীছদ্বয়ে ছবরের গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। অতএব একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, জীবন চলার পথে ছবর একটি মহৎ গুণ। বিপদে এর বিকল্প কোন পথ নেই। বিপদ মুক্তিতে ছবরের গুরুত্ব কোন অংশেও কম নয়।

[চলবে]

---

২৪. *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/২৬।*

২৫. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/২৫।*

২৬. *রিয়াযুছ ছালেহীন, বঙ্গানুবাদ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পঞ্চদশ প্রকাশঃ মার্চ ২০০৪ইং), ১/৪৬ পৃঃ, ৪নং টীকা দ্রঃ।*

মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও সরকারের দায়িত্বহীনতাঃ হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার আলেম সমাজ

*আহমাদ শরীফ**

আজকের বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয়ের নাম হ'ল সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ। শব্দ দু'টি উচ্চারণের সাথে সাথেই মানুষের মনে এক অজানা আতঙ্ক ও বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গী শব্দ দু'টির শাব্দিক অর্থ ও সংজ্ঞা আলোচনা করা যাক।

সন্ত্রাস হ'ল ত্রাসের বর্ধিত রূপ, Extreme fear বা যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক আর জঙ্গী শব্দটির অর্থ বেপরোয়া ভাব বা যুদ্ধংদেহী মনোভাব, যা কিনা কোন নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলার তোয়াক্কা করে না, কোন শাসন মানে না। ভয় বা ত্রাস সৃষ্টি করা এবং বেপরোয়া হয়ে ভীতি কিংবা আতঙ্কগ্রস্ত করাকে জঙ্গী তৎপরতা কিংবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলা যায়। Terror হ'ল শব্দ দু'টির ইংরেজী প্রতিশব্দ। জঙ্গী ও সন্ত্রাসী শব্দ দু'টির ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে- Terrorist.

এককভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যক্তি কিংবা প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত বা দুর্বল, ভোগ কিংবা স্বার্থ উদ্ধারের লালসায় জঙ্গী তৎপরতা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানো হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিণতিতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিদারুণ সংকটের মুখোমুখি। মিথ্যার বেসাতি আর কপটতায়, ফাঁকা বায়বীয় বক্তৃতাবাজী আর বাচালতায়, ন্যায়ের উপর অন্যায়ের প্রাধান্য পাওয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। ক্ষমতা দখল, অর্থলিপ্সা, ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের মানসিকতায় সামাজিক জীবনে দেখা যাচ্ছে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ আর হানাহানি। হারিয়ে গেছে ন্যায়পরায়ণতা আর সত্যাশ্রয়ী হৃদয়ের সেই ব্যাকুলতা। পরিণতিতে অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা, প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের উগ্র বাসনার কারণে মানবতা আজ হাহাকার করছে। সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ যালিমের পাপাচার, ব্যভিচার ও হত্যার মত জঘন্য অপরাধে অনাচারক্লিষ্ট নিরীহ জনতা। তহবিল তছরুফ, চোরাকারবার, মওজুতদারী, মুনাফাখোরী, যুলুম-নির্যাতনের দৌরাত্মে সামাজিক জীবনে নেমে এসেছে অসহনীয় অবস্থা- যা এক চরম পরিণতির দিকে ধাবমান। চারিদিকে শুধু দূরাচার, মহাপাপের অতল অন্ধকার, তারই মাঝে নিরীহ জনতার মুক্তি পাবার করুণ হাহাকার।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এহেন দুর্বিষহ অবস্থা বিরাজমান। দূর্নীতিবাজ, ইতর শ্রেণী নিজেদের দোর্দণ্ড প্রতাপ নির্বিঘ্ন করতে বিভিন্নমূখী ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথাটি অতি বাস্তব। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে দেশে সাম্প্রতিককালে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী শব্দ দু'টি যত্রতত্র এবং অতি উৎসাহের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদেশের কিছু সংখ্যক চিহ্নিত পত্র-পত্রিকা এবং ষড়যন্ত্রকারী চক্র সিন্ডিকেটেড সংবাদ পরিবেশন করে আলেম সমাজকে তথা দাড়ি, টুপি পরিহিত নিরীহ মুসলমানদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসাবে চিত্রিত করার এক মহান ব্রত পালনে দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখে চলেছে।

এ সকল পত্র-পত্রিকায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম নামধারীদের কলমবাজি, চাপাবাজি সীমা অতিক্রম করেছে। চলছে আজ ব্যাপক তথ্য সন্ত্রাস। তারা চায় এদেশের শান্ত অবস্থাকে অশান্ত করতে এবং স্থিতিশীলতার মাঝে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্ষমতার নিয়মিত পালাবদল ঘটাতে। বিগত সরকারের আমল থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে দেশে বিভিন্ন নামের জঙ্গী সংগঠনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সেই আবিষ্কারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। যা কি না ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে পরাশক্তি ও প্রতিবেশী দেশের অনুপ্রবেশের মঞ্চ তৈরী করার উপলক্ষ্য মাত্র। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্ত নিঃশঙ্ক করার লক্ষ্যে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিবেশ এবং সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপকৌশল মাত্র।

মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ছাড়াও সরকারের দায়িত্বহীনতাও এ ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। কেননা ইতিপূর্বে বর্তমান সরকার বারবার বলে এসেছে যে, বাংলাদেশে কোন উগ্র ও জঙ্গী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। অবশেষে হঠাৎ করেই যখন 'উপরের চাপে'(!) পড়তে হ'ল তখন যথাযথ তদন্ত ও বাছবিচার না করে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জাতীয় ইতিহাসের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**সহ সংগঠনের অন্য তিন ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার হ'ল। তাঁদের উপর অভিযোগ তাঁরা নাকি জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী। যারা সর্বদাই সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ও ইসলামের নামধারণ করে প্রচলিত জঙ্গী অপতৎপরতার কঠোর বিরোধী, তাঁদের নামেই শেষপর্যন্ত এই অপবাদ জুটল!

আহলেহাদীছ আন্দোলন ইসলামের মৌলিক ও আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইসলামের শুরুকাল থেকে এ আন্দোলনের গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। এ আন্দোলনকে যারা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁরা কোনদিন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও উগ্রবাদী তৎপরতায় বিশ্বাসী নন; বরং সন্ত্রাস ও জঙ্গী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁদের কঠোর অবস্থান।

মিডিয়ার মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও ষড়যন্ত্রকারীদের সৃষ্ট কুটচক্রের ধূম্রজালে আটকা পড়েছে সরকার। যা ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে সরকারের নিঃসহায় পতন বলে এদেশের সচেতন মহলের অভিব্যক্তি।

'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আমীর ও অন্য তিন নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি

* শিক্ষক, জগতপুর এ.ডি.এইচ. ফাযিল মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

করার কারণে বাংলাদেশের ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ও সচেতন মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কারণ যাঁদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একের পর এক বোমাবাজী, সন্ত্রাসী, ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে হয়রানি ও বিব্রত করা হচ্ছে, তাঁরা শুধু বাংলাদেশের নন বরং মুসলিম বিশ্বের সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও মুসলিম জাতির জন্য একটি গ্লানিকর অধ্যায়। কেনইবা তাঁদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী হিসাবে গ্রেফতার করা হ'ল? কেনইবা কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার হ'তে হ'ল তাঁদেরকে, এটাই এদেশের সচেতন জনসাধারণের জিজ্ঞাসা।

ডঃ গালিব কি অপরিচিত কোন ব্যক্তিত্ব? যিনি এ দেশের ইসলামী অঙ্গনের একজন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন এবং লেখক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনা করে আসছেন বিগত ২৫টি বছর যাবৎ। তাঁর কার্যকলাপ এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড তো ধূম্রময় থাকার কথা নয়। একজন ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, সুপণ্ডিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সুপরিচিত, যারা তাঁর সাথে মিশেছেন কিংবা তাঁকে জেনেছেন, তাদের দৃষ্টিতে তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের গবেষক ও অনুসন্ধানী ব্যক্তিত্ব। হক তথা সত্যের একনিষ্ঠ অনুসারী। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে তিনি দেশ ও বিদেশে অসংখ্য সাংগঠনিক সভা, সেমিনারে যোগদান করে মানুষের নিকট পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক জীবনের সংশোধন করা, মানুষের ঘুনে ধরা বিশ্বাসের পরিবর্তন করে নবী (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শের সরাসরি অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তিনি।

চিন্তাশীল লেখনী, অসাধারণ বাগ্মীতা ও বিপুল সাংগঠনিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে তিনি ইসলামের বিশুদ্ধ রূপকে সমাজের বুকে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আহলেহাদীছরা যে কোন সম্প্রদায় নয়, কোন মাযহাবী নয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন যে নিছক কোন সংগঠন নয়, এটি যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের জান্নাতী কাফেলার নাম, এটি যে হেরার আলোকোদ্ভাসিত জান্নাতী পথের নাম- এ বিষয়টি তিনি সর্বমহলে স্পষ্ট করেছেন। জামা'আতে আহলেহাদীছের সুস্পষ্ট রূপরেখা এবং এর আন্দোলনী গতিধারার স্বার্থক রূপায়নে তিনি এক যুগান্তকারী নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' শীর্ষক ডক্টরেট থিসিস সহ ২৩টি ইসলামী বই ও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় তাঁর লিখিত সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলি উপরোক্ত আলোচনার যথার্থতা অত্যন্ত স্বার্থকভাবে প্রমাণ করে। তাঁর লিখিত বইগুলিতে কিংবা বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেও সরকার ও মিডিয়াসন্ত্রাসীদের আরোপিত কথিত জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসের মত জঘন্য অভিযোগের বিন্দুমাত্র সত্যতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি এদেশের একজন কীর্তিমান সন্তান। এদেশেই তাঁর শিক্ষা জীবন এবং এদেশেরই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হচ্ছে। এদেশের মানুষের নিকটে তিনি সাংগঠনিকভাবে দাওয়াত পেশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীসহ যাদেরকে তিনি অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্র অহি-র দিকে দাওয়াত প্রদান করেন তাদের কেউ কি জানেন তিনি এই নরাধমদের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার মত মানুষ? সেরকম কোন কল্পনাও কি তাঁরা কোনদিন করেছেন? যদি এমনটিই হয়, তাহ'লে কেন একের পর এক বোমাবাজি, ডাকাতি ও হত্যার মত জঘন্য মামলায় জড়িয়ে তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদেরকে হয়রানি, লাঞ্ছিত ও বিব্রত করা হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসরের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কি এভাবে তদন্তহীনভাবে গ্রেফতার করা যায়? এভাবে যথেচ্ছাচার করে তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার অপচেষ্টা একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির জন্য কি চরম কলংকজনক নয়?

ক্ষমতাসীন জোট সরকার ডঃ গালিব ও সংগঠনের তিন নেতৃবৃন্দের উপর বিগত কয়েকমাস যাবৎ যে মর্মান্তিক যুলুম-নির্যাতন করেছে, ইতিহাসের পাতায় এটি একটি কালো অধ্যায় হিসাবেই লিপিবদ্ধ থাকবে। মর্যাদাসম্পন্ন আলেম সমাজের উপর এই যুলুমের প্রতিফল, যুলুমকারীর পরিণাম কি হবে, তা সকলেরই জানা। একজন মযলূম ব্যক্তি আল্লাহ্র বারগাহে ফরিয়াদী হয়ে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার ফরিয়াদ অতি স্বাভাবিকভাবেই কবুল করে থাকেন। আর যালেম যতই শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর হউক না কেন, তার শেষ পরিণতি কিন্তু দুর্গতির অন্তহীন অন্ধকারে নিপতিত হওয়া। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদেরও পরিণতিতে কিন্তু নিজের ষড়যন্ত্রের ফাঁদেই নিজেকেই আটকে যেতে হয়। এটাই পৃথিবীর চিরন্তন শাশ্বত ইতিহাস। আফসোস! মানুষ তবুও শিক্ষাগ্রহণ করেনা।

মিডিয়া এবং কুচক্রীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকার অপরাধীদের পরিবর্তে জাতীয় কল্যাণের দিক-নির্দেশক আলেম সমাজের উপর অন্যায়ভাবে জঘন্য দোষারোপে লিপ্ত হয়েছে। এই চিরাচরিত পদ্ধতিতে একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার কৌশল যদি সরকার চালিয়ে যায় তাহ'লে একদিকে দেশবিরোধী যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে, তা যেমন উদঘাটন হবে না, তেমনি দেশবিরোধী প্রচারণাও বন্ধ হবার পরিবর্তে আরও জোরদার হবে।

দেশবাসী ইতিপূর্বে কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এত হীন ধরনের অভিযোগের কথা শুনেনি। সরকারের যদি চেতনা ফিরে তাহলে দায়িত্বশীলতার সাথে দ্রুত এ বিষয়ে ন্যায়ানুগ রিপোর্ট পেশ করা দরকার। আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তা অচিরেই জাতির সামনে প্রকাশ করা আজ সময়ের দাবী। এক্ষেত্রে কালক্ষেপন ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্য চরম ক্ষতি বয়ে আনবে বলে দেশের সচেতন মহল মনে করেন। অতএব অনতিবিলম্বে নির্দোষ আহলেহাদীছ নের্তৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণই হবে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।

দশ যেখানে আল্লাহ কি সেখানে?

*যহুর বিন ওসমান**

আমাদের দেশে মুসলিম সমাজে একটি প্রবাদ প্রতিনিয়তই শুনতে পাওয়া যায়- 'দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে' (নাঊযুবিল্লাহ)। এই দাবী যে ডাহা মিথ্যা পবিত্র কুরআনও তার সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা ইউসুফকে নিয়ে গেল এবং তাঁকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করল... তারপর তারা (দশ ভাই) পিতার নিকটে কেঁদে কেঁদে বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা যখন দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকটে রেখে গিয়েছিলাম, তখন তাঁকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনিতো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী' *(ইউসুফ ১৫-১৭)*।

পিতার চক্ষুর আড়াল হওয়া মাত্রই ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁকে নানা কষ্ট দিতে শুরু করে তারপর একটি অন্ধকার কূপের নিকটে এসে দশ ভাই মিলে তাঁকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেয়। ঐ বিপদের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটে অহি পাঠালেন যে, তিনি যেন মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিন্তার কোনই কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, ঐ বিপদ্ কখনও দূর হবে না। কারণ কষ্টের স্বস্তি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাইদের উপর আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। আর তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে। তারা আজ তাঁর সাথে যে ব্যবহার করল এমন সময় আসবে যে, তাদের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনতমস্তকে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবে যে, তিনিই সেই ইউসুফ (আঃ)।[১]

সম্মানিত পাঠক! একই পিতার সন্তান হয়ে যদি নিজের ভ্রাতার ক্ষতি সাধন করে পিতার নিকটে এসে দশ ভাই নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রমাণের জন্য কান্নাকাটি করতে পারে, তাহ'লে এদেশের বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থবাদী মহল ও মিথ্যাবাদী সাংবাদিকরা একজন হক্বপন্থী, দ্বীনের খাঁটি সৈনিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাবে না এটাতো বিশ্বাসযোগ্য নয়। যে কলম সৈনিকের লেখনি ও নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের কারণে দেশের শত সহস্র অন্ধ পথহারা মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসছে, ভবিষ্যতে কথিত ইসলামী দলের সামনে যখন অন্ধকারের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে, তখনই শত্রুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এটা দেশের অধিক সংখ্যক লোক বুঝতে না পারলেও অল্প সংখ্যক লোক ও জ্ঞানী মহল ঠিকই বুঝতে পেরেছেন।

* *শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুজীবুর রহমান, ১২/১৫২ পৃঃ।*

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, ইউসুফ (আঃ)-এর দশ ভাই, তাদের মিথ্যা কথাগুলিকে পিতার নিকটে সত্য প্রমাণ করার জন্য কিভাবে বলল, আব্বাজান! এটা এমন একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধা দিবে। কারণ পূর্বেই আপনার মনে খটকা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেও গেল। তবুও আপনি আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে নিতে পারছেন না। অথচ আমরা যে সত্যবাদী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। মূলতঃ তাদের এই কথাগুলি ছিল ডাহা মিথ্যা। তারা মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার জন্য একটা ছাগলের বাচ্চাকে যবেহ করে তার রক্ত দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর জামা রঞ্জিত করেছিল এবং সেই জামা পিতার নিকটে হাযির করে বলেছিল, আব্বা দেখুন! ইউসুফের দেহের রক্ত তাঁর জামায় লেগে আছে।[২]

উপরের বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর দশ ভাই একজন নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের ভাইকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এ ঘটনা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তাহ'লে আমাদের এই ফিৎনার যুগে দেশের শাসক ও সাংবাদিকরা, যা-ই প্রচার করবে, তাই সত্য বলে মেনে নিতে হবে এটা খাঁটি ঈমানের লক্ষণ হ'তে পারে না। এদেশের প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ পরিবেশকরা কোন্ খাঁটি ঈমানদারের সন্তান যে, তারা নবীর সন্তানদের চাইতেও সত্যবাদী? তাদের কলমে সত্য ছাড়া মিথ্যা প্রবাহিত হয় না? ইয়াকূব (আঃ)-এর দশ সন্তান ইউসুফ (আঃ)-কে যোগ্য সন্তান হ'তে দিবে না মর্মে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী আহলেহাদীছ জামা'আতের উপরও মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করে একটি চক্র 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দুর্বার অগ্রগতিকে নস্যাৎ করতে ময়দানে নেমেছে। জেল-যুলুম তো সামান্য ব্যাপার। মনে হয় তাদেরকে দেশ ছাড়া করতে পারলে এরা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। কারণ তাদের শক্তির মূলে রয়েছে দশ জন যেখানে রায় সেখানে। তখন এ কুফরী রায় পূরণ করার জন্য কুরআন-হাদীছের ফায়ছালাকে পদদলিত করতেও তাদের বিবেকে বাধা দিবে না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাদের ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে বড় দল আর বড় জামা'আত।

হক্ব তালাশী পাঠক! মিথ্যা প্রচারকারী এবং যালেম শাসকদের হাত থেকে মযলূম ঈমানদারগণের বেঁচে থাকার সান্ত্বনার বাণী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর রক্তরঞ্জিত জামাটি দেখে তাঁর পিতা ইয়াকূব (আঃ) বলেছিলেন, এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, নেকড়ে বাঘে ইউসুফকে খেয়ে ফেলল এবং তাঁর জামাটি রক্তে রঞ্জিত হ'ল অথচ তা একটুও ছিঁড়ল না বা ফাটল না! যা-হোক আমি ধৈর্যধারণ করব, যাতে না থাকবে কোন অভিযোগ এবং না থাকবে কোন চিন্তা ও

২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১২/১৫৪ পৃঃ।*

উদ্বেগ। এখানে ইমাম বুখারী (রহঃ)ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্নী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ সংক্রান্ত মিথ্যা ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার মতই। তিনি বলেছিলেন, এখন পূর্ণ ধৈর্যই আমার জন্য শ্রেয়, তোমরা যা বলেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, উপরের ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে বিশ্বনবী (ছাঃ)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলছেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনার জাতি যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে আপনাকে বিপদমুক্ত করি। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ। কারণ এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অচিরেই আপনি তাদের উপর বিজয় লাভ করবেন। ধীরস্থিরভাবে আমি তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব। যেমন আমি ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মাঝে হিকমত প্রদর্শন করেছি। অবশেষে ইউসুফের সামনে তাঁর দশ ভাইকে মাথা নত করতে হয়েছে এবং তারা তাঁর মর্যাদার কথা অকপটে স্বীকার করেছে।[৪]

সুধী পাঠক! এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সামনে যরূরী বিষয় কোন্টি? অনেকের সামনে বর্তমান অপ্রত্যাশিত বিপদটি যদিও মনে প্রবোধ মানতে চাইছে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ সুদূরপ্রসারী সুফলের আশা থেকে বিমুখ হওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। মিথ্যাবাদী অপপ্রচারকারীদের নিকট 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতৃবৃন্দ অপরাধী হ'তে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ্র কোর্টে কি তিনি অপরাধী, নাকি সফলকাম?

এখানে একটি বাস্তব সত্য তুলে না ধরলেই নয়। বর্তমানে দেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যতম কলম সৈনিক ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের আপোষহীন সিপাহসালার **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** গবেষণালব্ধ লেখা অনেক লোকের দৃষ্টির আড়ালেই ছিল। অনেকেই অবহেলা, অবজ্ঞা হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ তাঁর রচনাবলীতে চোখ বুলিয়ে দেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু আজ চরম মুহূর্তে একজন শত্রুও মনে মনে ভাবছে যে, কোন্ কোন্ লেখার দায়ে কিংবা কোন্ জিহাদী কার্যকলাপের জন্য এমন ব্যক্তিকে আটক করা হ'ল তা একটু দেখা দরকার। যে পাঠককে শত অনুরোধেও একটি বাক্য পড়ানো সম্ভব হ'ত না, মহান আল্লাহ্র রহমতে সে আজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই পড়ছে। এতে করে চির সত্যকে জানার একটি অনুপম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটা কি সামান্য বিজয়?

বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, পরিণামদর্শী ও বুদ্ধি বলে বুঝে নিতে এবং অনুধাবন করতে পারে তিন ব্যক্তি ও খাঁটি ঈমানদারগণ। তাঁদের মধ্যে অতীত হয়েছে তিনজন। মিসরের বাদশাহ আযীয, যিনি ইউসুফ (আঃ)-কে এক নযর দেখার পর বুঝে ফেলেন এবং তাঁকে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। (দুই) শু'আইব (আঃ)-এর ঐ মেয়ে, যিনি মূসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, হে পিতা! আপনি তাঁকে মজুর নিযুক্ত করুন। (তিন) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ), যিনি দুনিয়া হ'তে বিদায় নেওয়ার আগেই ওমর (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের অসংখ্য ইসলামী দলের নেতা অনৈসলামী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে হর-হামেশা শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও জাহেলী কাজে জড়িত। ফলে তারা জঙ্গী হিসাবে অভিযুক্ত হন না, বন্দীও হন না। কিন্তু যে নেতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আন্দোলনের ডাক দেন, দেশ বিরোধী যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করেন তিনি আজ বন্দী হয়ে প্রায় দেড় হাযার বছরের ফেলে আসা রক্তরাঙ্গা সোনালী পথেরই স্বাক্ষর রাখছেন। এ পথ যারা চিনেন না, এ পথের আহ্বান যাদেরকে ব্যাকুল করে না তারা মুসলিম হিসাবে আজও নিজেদের চেহারাকে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত।

আল্লাহ ভালবাসার পরিণামে যেদিন ইউসুফ (আঃ) কারাগারে যান, সেদিন থেকে কারাগারের লোকেরা তাঁর সত্যবাদিতা, চরিত্র-মাধুর্য, ইলম-আমল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও আল্লাহভীতির কারণে তাঁকে ভালবাসতে থাকে। হঠাৎ একদিন কারাগারের দু'জন ব্যক্তি বলল, আপনার কার্যকলাপে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ। জবাবে ইউসুফ (আঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দান করুন! মূলতঃ ভালবাসার পরিণাম এই যে, আমাকে যারা ভালবেসেছে তাদের কারণে আমি বিপদগ্রস্ত। আমার পিতা আমাকে ভালবেসেছিলেন তাই আমাকে অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়ে মারতে চেয়েছিল আমার ভাইয়েরা। আজকে মিসরের শাসকের স্ত্রী জুলেখা আমার প্রতি আসক্ত হয়েছিল বলে আমার পরিণাম আজ এই কারাগার।

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে পৃথিবীর যে সকল মনীষী ভালবেসেছেন, তাঁদের ভাগ্যেই জুটেছে অমানুসিক নির্যাতন ও বছরের পর বছর কারাবাস। কাজেই দেশ ও দশের মিথ্যা অপপ্রচারে কান না দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া খাঁটি ঈমানদারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ যেখানে সত্য নেই, সেই দেশ ও দশের সাথে কখনো আল্লাহ থাকতে পারেন না। বরং ইবরাহীম (আঃ) যখন একাই অন্যায়ের মোকাবেলা করছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এককভাবেই তাঁকে হক্ব জামা'আত এবং বড় জামা'আত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। হক্বপন্থীরা যদি পৃথিবীতে অতি অল্পসংখ্যকও হয় আর তারা যদি হক্বের উপর আজীবন টিকে থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহ'লে দুনিয়া এবং আখেরাতের সার্বিক সফলতা লাভের যোগ্য তারাই বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোষণা হচ্ছে, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিরুদ্ধবাদীরা শত চেষ্টা করেও তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(মুসলিম)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দিন। সত্যের সৈনিকের জন্য মহান আল্লাহ্ই যথেষ্ট হৌন- আমীন!

৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১২/১৫৫ পৃঃ।*
৪. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১২/১৫৭ পৃঃ।*

মনীষী চরিত

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

'আওনুল মা'বূদ' প্রণয়নে সহায়তাঃ

আবূদাঊদ শরীফের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ' রচনার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদীর (১২৭৩-১৩২৯ হিঃ/ ১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ) নির্দেশে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যে বোর্ড গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। উক্ত বোর্ডের অন্য সদস্যগণ ছিলেন- আল্লামা আযীমাবাদীর ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৭৫-১৩২৬ হিঃ), আযীমাবাদীর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৯৬০ খৃঃ), মাওলানা আব্দুল জব্বার বিন নূর আহমাদ ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৯৭-১৩১৯ হিঃ), কাযী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (১২৮৫-১৩৫২ হিঃ), তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ক অনন্য গবেষণা গ্রন্থ 'আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ' (উর্দূ)-এর রচয়িতা হাফেয মুহাম্মাদ বিন কিফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খৃঃ) ও মুহাম্মাদ পিশাওয়ারী।[২৬] ১৩২০-১৩২৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর[২৭] মতান্তরে ১৩১৭-২৩ হিজরী পর্যন্ত ৭ বছর মুবারকপুরী ছাহেব 'আওনুল মা'বূদ' প্রণয়নে আল্লামা আযীমাবাদীকে সহায়তা করেন।[২৮] আযীমাবাদী ছাহেব অন্যান্য সদস্যবৃন্দের তুলনায় আল্লামা মুবারকপুরীর উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন।[২৯] উক্ত কাজে সহায়তার জন্য তিনি আল্লামা মুবারকপুরীর জন্য বড় মাপের বেতনও নির্ধারণ করেছিলেন।[৩০]

'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' গঠনে অংশগ্রহণঃ

জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৪ হিজরীর ৬ই যুলক্বা'দা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৯), হাফেয আব্দুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮), শামসুল হক আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আয়নুল হক ফলওয়ারী (১২৮৭-১৩৩৩ হিঃ), ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর সেরা ছাত্রবৃন্দ বিহারের 'আরাহ' যেলার খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ও রাজনীতিক আল্লামা ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১) প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ'-র (প্রতিষ্ঠাকাল ১২৯৭/১৮৭৯ খৃঃ) বার্ষিক ইলমী সেমিনারে (مذاكره علميه) একত্রিত হন এবং সেখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' নামে একটি সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩১]

কলম সৈনিক মুবারকপুরীঃ

আল্লামা মুবারকপুরী যেমন ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, তেমনি ছিলেন কলমী জিহাদের এক অনন্য সৈনিক। কুরআন-সুন্নাহ্র অভ্রান্ত পথে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল সদা তৎপর। তিনি মোট ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৩টি আরবী ভাষায় এবং ১৬টি উর্দূ ভাষায়। প্রকাশিত হয়েছে ১১টি। অপ্রকাশিত রয়েছে ৮টি। নিম্নে তাঁর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

ক. প্রকাশিত রচনাবলীঃ

১. তুহফাতুল আহওয়াযী (تحفة الأحوذى) ঃ

তিরমিযী শরীফকে হানাফী ফিক্বহের অনুগামী করার মানসে মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী দেওবন্দী হানাফী 'আল-উরফুশ শাযী আলা জামে' আত-তিরমিযী' (العرف الشذى على جامع الترمذى) নামে তিরমিযী শরীফের একটি সংক্ষিপ্ত এবং মাওলানা ইশফাকুর রহমান 'আত-ত্বাইয়িবুশ শাযী ফী শারহিত তিরমিযী' (الطيب الشذى فى شرح الترمذى) নামে তিরমিযীর একটি বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। পক্ষান্তরে তাক্বলীদী বেড়াজাল মুক্ত হয়ে খোলা মন নিয়ে আমল বিল হাদীছ (হাদীছ অনুযায়ী আমল)-এর সাহায্যার্থে আল্লামা মুবারকপুরী তিরমিযী শরীফের জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' রচনা করেন।[৩২] ইলমে হাদীছে আল্লামা

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬. ডঃ মোঃ আব্দুস সালাম, মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ১৯৯, ২০১; হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ১৪৯-১৫০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; জুহুদ মুখলিছাহ ফী ঘিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ, পৃঃ ১২৮।

২৭. তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৮-৪৯; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮।

২৮. হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৭।

২৯. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫।

৩০. তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯।

৩১. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ৩৬৭-৬৮।

৩২. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫-২৬।

মুবারকপুরীর অপরিসীম দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের এক অনন্য স্মারক উক্ত ভাষ্যগ্রন্থটি। মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী বলেন, وهو أعز شرح ظهر على وجه الأرض، ما رأت العيون مثله، قد طار إلى الآفاق في أيام قليلة، وأكب عليه العلماء في بلاد الهند والشام والحجاز واليمن والعراق ومصر وغير ذلك من البلاد الإسلامية-

'উহা ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত (তিরমিযী শরীফের) সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষ্য। এর মত ভাষ্যগ্রন্থ চক্ষু দেখেনি। অত্যল্পকালের মধ্যেই উহা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারত, সিরিয়া, হিজায, ইয়ামান, ইরাক, মিসর প্রভৃতি ইসলামী দেশসমূহে ওলামায়ে কেরাম উহার উপর ঝুঁকে পড়েন'।[৩৩]

আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী হানাফী (রহঃ) বলেন, ولعلماء الهند في هذا العصر مؤلفات جليلة في فنون الحديث وشروح لأمهات كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" ... و"تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي" للعلامة عبد الرحمن المباركفوري، ... و"مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح" لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المباركفوري-

'এ যুগে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে এবং হাদীছের উৎসগ্রন্থগুলির ভাষ্য প্রণয়নে ভারতের ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে, যেগুলিকে ওলামায়ে কেরাম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ', আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রচিত সুনানে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' অন্যতম'।[৩৪]

তিরমিযী শরীফের এ ভাষ্যটি বহু বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

(১) ভাষ্যকার জামে' তিরমিযীর প্রত্যেক রাবীর জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে এবং কোন কোন জায়গায় তাঁদের জীবনী বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।

(২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) জামে' তিরমিযীতে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আল্লামা মুবারকপুরী সে হাদীছগুলির তাখরীজ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী কর্তৃক তাখরীজকৃত হাদীছগুলির সাথে যে সমস্ত মুহাদ্দিছ ঐকমত্য পোষণ করেছেন তাঁদের নাম এবং তাঁরা তাঁদের কোন্ কিতাবে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন তা উল্লেখ করেছেন।

(৩) সনদ ও মতনগত জটিলতা ব্যাখ্যাকরণ ও উহার সমাধান পেশে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

(৪) হাদীছের ব্যাখ্যায় ফক্বীহ মুহাদ্দিছীন ও সালাফে ছালেহীনের গ্রহণযোগ্য মতামত এবং নির্ভরযোগ্য আলোচনা উল্লেখ করেছেন।

(৫) ইমাম তিরমিযী প্রত্যেকটি বাবে وفي الباب عن فلان وفلان (এ অধ্যায়ে অমুক অমুক থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে) বলে যে সমস্ত হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করেছেন আল্লামা মুবারকপুরী সেগুলির তাখরীজ করেছেন, সাধ্যানুযায়ী উহার শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির কোন কোনটির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে সমালোচক মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য পেশ করেছেন।

(৬) অনেক অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী অধ্যায় সংশ্লিষ্ট মূল হাদীছের সাথে সাদৃশ্য অন্য হাদীছগুলির দিকে ইঙ্গিত করেননি। ভাষ্যকার وفي الباب عن فلان وفلان বলে সেদিকেও ইঙ্গিত করেছেন এবং সেগুলির তাখরীজ করেছেন।

(৭) ইমাম তিরমিযী وفي الباب عن فلان وفلان বলে যে সমস্ত হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, ভাষ্যকার وفي الباب أيضا عن فلان وفلان বলে ইমাম তিরমিযীর ইশারাকৃত হাদীছের সাথে অন্য হাদীছগুলি বৃদ্ধি করেছেন এবং সেগুলি হাদীছের কোন্ কোন্ গ্রন্থের কোন স্থানে আছে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন- তিরমিযী শরীফের ১ম হাদীছে ইমাম তিরমিযী وفي الباب عن فلان وفلان বলে যে সমস্ত হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, ভাষ্যকার সেগুলি তাখরীজ করার পর বলেছেন, قلت: وفي الباب أيضا عن عمران بن حصين وأبي سبرة وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود ورباح بن حويطب عن جدته وسعد بن عمارة، ذكر حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في باب فرض الوضوء مع الكلام عليها-[৩৫]

(৮) ইমাম তিরমিযী ওলামায়ে কেরামের মাযহাব বর্ণনায় কতিপয় ফক্বীহ-এর মতামত উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যকার

৩৩. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।*

৩৪. *আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আল-মুসলিমূনা ফিল হিন্দ (লক্ষ্ণৌঃ আল-মুজাম্মাউল ইসলামী আল-ইলমী, নাদওয়াতুল ওলামা, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭ হিঃ/ ১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৪১।*

৩৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২২ পৃঃ।*

সেক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেননি এমন একাধিক ওলামায়ে কেরামের মত উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

(৯) হাসান ও ছহীহ হাদীছ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনে ইমাম তিরমিযী প্রসিদ্ধ। এজন্য ভাষ্যকার ইমাম তিরমিযীকৃত হাসান অথবা ছহীহ এরপর একাধিক মুহাদ্দিছের তাছহীহ ও তাহসীন উল্লেখ করেছেন, যাতে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং প্রফুল্ল হয়। যেমন 'সমুদ্রের পানি পবিত্র আর তার মৃত জন্তু হালাল' (هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ) হাদীছটি সংকলনের পর ইমাম তিরমিযী বলেন, هذا حديث حسن صحيح 'হাদীছটি হাসান ছহীহ'। আল্লামা মুবারকপুরী এ সম্পর্কে অন্যান্য মুহাদ্দিছের মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, وقد صحح هذا الحديث غير الترمذى ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده وأبومحمد البغوى– 'ইমাম তিরমিযী ব্যতীত ইবনুল মুনযির, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, হাকেম, ইবনু মান্দাহ, আবূ মুহাম্মাদ আল-বাগাবীও এই হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন'।[৩৭]

(১০) হাদীছ ছহীহ ও হাসান নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জায়গায় ইমাম তিরমিযীর শিথিলতা ও উদারতা প্রকাশ পেয়েছে, সেসব জায়গায় ভাষ্যকার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

(১১) অধিকাংশ জায়গায় ইমাম তিরমিযী ওলামায়ে কেরামের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনটি راجح (প্রাধান্যযোগ্য) তা উল্লেখ করেননি। এসব জায়গায় ভাষ্যকার প্রাধান্যযোগ্য মত ব্যক্ত করেছেন।

(১২) ইমাম তিরমিযী ফক্বীহগণের মাযহাব ও তাঁদের মতামত উদ্ধৃত করে তাঁদের দলীল উল্লেখ না করে চুপ থেকেছেন। ভাষ্যকার সেই মাযহাবগুলির দলীলাদি উল্লেখ করেছেন যেগুলি বর্ণনা করাতে ইমাম তিরমিযী নীরব থেকেছেন। অতঃপর যে সমস্ত মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলির দলীলের অসারতা বর্ণনা করে তার নিকট প্রাধান্যযোগ্য মতকে হাদীছ ও আছার দ্বারা শক্তিশালী করে উল্লেখ করেছেন। কোন মতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

(১৩) ওলামায়ে কেরামের মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী কখনো কখনো وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى كذا বলে القوم শব্দটি অস্পষ্ট রেখেছেন। ভাষ্যকার উহার দ্বারা কারা উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করেছেন।

(১৪) কতিপয় জায়গায় ওলামায়ে কেরামের মাযহাব উল্লেখের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। ভাষ্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর শিথিলতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।[৩৮]

(১৫) সর্বোপরি এ ভাষ্যগ্রন্থে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোন ফিক্বহী মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ না করে দলীলের আলোকে যে মতটি প্রাধান্য পাবার যোগ্য সে মতটিকেই গ্রন্থকার প্রাধান্য দিয়েছেন (قد سلك المؤلف فى هذا الشرح مذهب المحققين يرجح ما رجحه الدليل بدون تعصب لمذهب فقهى خاص)[৩৯]

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে উক্ত ভাষ্যগ্রন্থটি তিরমিযী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যগ্রন্থ রূপে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ভারত, মিসর, লেবানন প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থাসমূহ থেকে ভাষ্যগ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বৈরুতের 'দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া' থেকে সম্প্রতি ১০ খণ্ডে (সূচীপত্র খণ্ড ব্যতীত) এর একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

(২) মুক্বাদ্দিমা তুহফাতুল আহওয়াযী (مقدمة تحفة الأحوذى) ঃ আল্লামা মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র মুক্বাদ্দিমা (ভূমিকা) খণ্ডের মাঝে মাঝে ফাঁকা রেখে দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল 'তুহফাতুল আহওয়াযী' লেখা শেষ করে উহার ভূমিকা খণ্ডের শূন্য স্থানগুলি পূরণ করবেন। কিন্তু তিনি এ কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। এভাবেই কেটে যায় কয়েক বছর। অবশেষে আল্লামা মুবারকপুরীর স্বনামধন্য ছাত্র মাওলানা আব্দুছ ছামাদ মুবারকপুরী ও মিশকাত শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে এক ঐতিহাসিক খিদমত আঞ্জাম দেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখে। ১৩৫৯ হিজরীতে দিল্লীর 'জাইয়িদ বারকী' প্রেস থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায়। অতঃপর পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে উহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪০] গ্রন্থটি একটি বৃহৎ খণ্ডে ২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ৪১টি এবং ২য় অধ্যায়ে ১৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

---

৩৬. *দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৭ পৃঃ।*
৩৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১৯২ পৃঃ।*
৩৮. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩-৪৪; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪৮-৪৯; তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫২-৫৩।*
৩৯. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪৯।*
৪০. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫২-৫৩; তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৩; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬; আল-ই'তেছাম, ৩০ এপ্রিল-৬ মে ২০০৪, ১৭তম সংখ্যা, পৃঃ ১৯।*

প্রথম অধ্যায়ে হাদীছ সংকলন, হাদীছের গ্রন্থাবলীর প্রকারভেদ এবং হাদীছের মূল ও ভাষ্যগ্রন্থগুলির নাম-পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযীর জীবনী, তিরমিযী শরীফের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য, ইমাম তিরমিযীর শর্ত, তিরমিযী শরীফের অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থ ও ভাষ্যকারদের জীবনী, ইমাম তিরমিযীর পরিভাষা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন এবং তিরমিযী শরীফের রাবীদের নাম আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করছেন। ১৭তম অনুচ্ছেদে 'তুহফাতুল আহওয়াযী' ও উহার ভূমিকা খণ্ডে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 'তুহফাতুল আহওয়াযী' অধ্যয়ন করার পূর্বে যা জানা অতীব যরূরী। এ পরিভাষাগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল-

(১) ভাষ্যকার যেখানে قال الحافظ (হাফেয বলেছেন), صرح الحافظ (হাফেয বিবৃত করেছেন), عند الحافظ (হাফেযের নিকটে) বলেছেন, সেখানে হাফেয দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)।

(২) الفتح দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রচিত বুখারী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' (فتح الباری)।

(৩) التقريب দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর 'তাক্বরীবুত তাহযীব' (تقريب التهذيب)।

(৪) الخلاصة দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ছফিউদ্দীন বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযরাজী (রহঃ) রচিত 'খুলাছাতু তাযহীবে তাহযীবুল কামাল (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال)

(৫) العمدة দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহঃ) রচিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' (عمدة القاری)।

(৬) সাধারণভাবে القاری দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)।

(৭) المرقاة দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মোল্লা আলী ক্বারী প্রণীত 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্যগ্রন্থ 'মিরক্বাতুল মাফাতীহ' (مرقاة المفاتيح)।

(৮) المجمع দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ ত্বাহের পট্টনীর (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) 'মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার' (مجمع بحار الأنوار)

(৯) الجزری শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য মাজদুদ্দীন আবুস সা'আদাত মুবারক বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-জাযারী ওরফে ইবনুল আছীর আল-জাযারী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ)।

(১০) النهاية শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনুল আছীরের 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার' (النهاية فی غريب الحديث والأثر) গ্রন্থ।

(১১) المغنی দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাহের পট্টনী রচিত 'আল-মুগনী ফী যাবতি আসমাইর রুওয়াত' (المغنی فی ضبط أسماء الرواة)

(১২) الكشف শব্দ দ্বারা হাজী খলীফা রচিত 'কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন' (كشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون) উদ্দেশ্য।

(১৩) التذكرة শব্দ দ্বারা হাফেয যাহাবী (রহঃ)-এর 'তাযকিরাতুল হুফফায' (تذكرة الحفاظ) উদ্দেশ্য।

(১৪) রাবীদের জীবনীতে الثانية (দ্বিতীয়) থেকে الثانية عشر (১২তম স্তর) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী তাঁর 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থের প্রথম দিকে রাবীদের যে স্তর বর্ণনা করেছেন সেগুলি। উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থের শুরুতে ইবনু হাজার আসক্বালানী রাবীদেরকে ১২টি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

(১৫) ইমাম তিরমিযীর উক্তি هذا حديث حسن (এই হাদীছটি হাসান), অথবা هذا حديث حسن صحيح (এই হাদীছটি হাসান ছহীহ), অথবা هذاحديث حسن غريب (এই হাদীছটি হাসান গারীব)-এর পর আল্লামা মুবারকপুরীর উক্তি أخرجه البخاری ومسلم مثلا (উদাহরণস্বরূপঃ হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল- উক্ত দু'জন ইমাম মূল হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। চাই ইমাম তিরমিযীর বর্ণিত সনদে হৌক বা অন্য সনদে, ইমাম তিরমিযীর বর্ণিত শব্দে হৌক বা অন্য শব্দে। ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হুবহু শব্দ ও সনদ উদ্দেশ্য নয়।

(১৬) التدريب শব্দ দ্বারা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী প্রণীত 'তাদরীবুর রাবী' (تدريب الراوی) উদ্দেশ্য।

(১৭) التلخيص শব্দ দ্বারা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রচিত 'তালখীছুল হাবীর ফী তাখরীজে

আহাদীছির রাফেঈ আল-কাবীর' فى (تلخيص الحبير تخريج أحاديث الرافعى الكبير) উদ্দেশ্য।[৪১]

৩. আবকারুল মিনান ফী তানকীদে আছারিস সুনান (أبكار المنن فى تنقيد آثار السنن)ঃ মাওলানা যাহীর আহসান শাওক নিমবী বিহারী (মৃঃ ১৩২২ হিঃ) নামক একজন হানাফী আলেম হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী সংকলিত 'বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' গ্রন্থের অনুকরণে 'আছারুস সুনান' নামে একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থে তিনি বেছে বেছে হানাফী মাযহাবের সমর্থনপুষ্ট হাদীছগুলি যাচাই-বাছাইহীনভাবে সংকলন করেন এবং হানাফী মাযহাবের বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলিকে যঈফ ও জাল প্রমাণ করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালান। এমনকি হানাফী মাযহাব সমর্থিত দুর্বল হাদীছগুলিকে শক্তিশালী প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো হয় এবং এক্ষেত্রে উহার বিপরীত ছহীহ হাদীছগুলির জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী হানাফী দেওবন্দীর সহায়তা লাভ করেন এবং গ্রন্থটির প্রত্যেকটি অংশ তাঁকে দেখান। নিমবীর ছহীহ হাদীছ বর্জনের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের জন্য আল্লামা মুবারকপুরী 'আবকারুল মিনান' গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি নিমবী সংকলিত হাদীছগুলির প্রত্যেকটির বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতা প্রভৃতি সনদের আলোচনা সহ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৪২]

এ গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা মুবারকপুরী বলেন,

هذه فوائد علقتها على آثار السنن، وعلى تعليقه المسمى بالتعليق الحسن، وعلى تعليق تعليقه المسمى بتعليق التعليق، كلها للمولوى ظهير أحسن النيموى أكثرها اعتراضات عليه، ومناقشات له أو مباحث معه-

'মৌলবী যাহীর আহসান নিমবীর 'আছারুস সুনান', উহার টীকা 'আত-তা'লীকুল হাসান' এবং উহার টীকা 'তা'লীকুত তা'লীকে'র উপর আমি এই উপকারিতাগুলি পর্যালোচনা করেছি। যার অধিকাংশই তার বিরোধিতা, তার সাথে বাদানুবাদ অথবা আলোচনা'।[৪৩]

মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

يضطر من طالعه إلى الاعتراف بأن شيخنا بحر فى علوم الحديث ليس له من ساحل، كأنه ذهبى زمانه فى نقد الرجال، وبخارى أوانه فى معرفة علل الحديث، وابن تيمية عصره فى الاستبحار وشدة المعارضة والبحث-

'গ্রন্থটি যে পড়বে সেই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আমাদের শায়খ (মুবারকপুরী) ইলমে হাদীছের এমন সমুদ্র যার কোন কিনারা নেই। যেন তিনি বর্ণনাকারীদের সমালোচনায় সমকালীন ইমাম যাহাবী, হাদীছের দোষ-ত্রুটি জ্ঞাতির ব্যাপারে সমকালীন ইমাম বুখারী এবং গভীর পাণ্ডিত্য, কঠিন বিরোধিতা ও বিতর্কের ব্যাপারে সমকালীন ইমাম ইবনে তাইমিয়া'।[৪৪]

আরবী ভাষায় প্রণীত ২৬৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৯৬৮ সনে 'জমঈয়তে ত্বালাবায়ে জামে'আ সালাফিয়া' প্রকাশ করে।[৪৫]

৪. তাহকীকুল কালাম ফী উজূবিল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম (تحقيق الكلام فى وجوب القراءة خلف الإمام)ঃ উর্দূ ভাষায় রচিত উক্ত গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত।

১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮ এবং ২য় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮। ১৩২০ হিজরীতে ১ম খণ্ড এবং ১৩৩৫ ও ১৩৫৫ হিজরীতে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডে মারফূ হাদীছ, ছাহাবী ও তাবেঈগণের আছার উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করে আল্লামা মুবারকপুরী প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। ২য় খণ্ডে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব নয় মর্মের হাদীছগুলির ছয়টি ধারায় পরিষ্কার জবাব প্রদান করেছেন। অতঃপর হানাফীদের দলীল 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক' *(আ'রাফ ২০৪)* আয়াতের ১১টি ধারায় এবং 'যখন ইমাম ক্বিরাআত পাঠ করেন, তখন তোমরা চুপ থাক' হাদীছের পাঁচটি ধারায় উত্তর দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য ক্বিরাআত হবে' এর ১০টি ধারায় উত্তর দিয়েছেন। এভাবে হানাফীদের রচনাবলী, বাহাছ-মুনাযারা ও পুস্তিকায় উল্লেখিত সকল দলীলের জবাব প্রদান করেছেন। অতঃপর হানাফীরা তাদের মতের সমর্থনে ছাহাবী ও তাবেঈগণের যে সকল আছার উল্লেখ করেছেন সেগুলির সমালোচনা করেছেন এবং উত্তর প্রদান করেছেন। সাথে সাথে 'হেদায়া'র লেখকের

৪১. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭-১৯।*
৪২. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪; আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ১৯৬৪), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯।*
৪৩. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪-৪৫।*
৪৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫।*
৪৫. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫ পাদটীকা-১ দ্রঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫।*

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করার ইজমার দাবী বাতিল প্রমাণ করেছেন এবং হানাফীদের আক্বলী ও ক্বিয়াসী দলীলগুলির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।[৪৬]

৫. খায়রুল মাঊন ফী মানইল ফিরার মিনাত ত্বাঊন (خير الماعون فى منع الفرار من الطاعون) ঃ

১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালে মুবারকপুর গ্রামে প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল এবং যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা সেখান থেকে অন্য এলাকায় প্রস্থান করতে শুরু করেছিল। ঠিক সেই সময় আল্লামা মুবারকপুরী উর্দূ ভাষায় দুই খণ্ডে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। এর ১ম খণ্ডে প্লেগ আক্রান্ত স্থান থেকে প্রস্থান নাজায়েয মর্মের হাদীছ ও আছারগুলি উল্লেখ করেছেন এবং ২য় খণ্ডে প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করা জায়েয মতের যারা সমর্থক তাদের দলীলগুলির জবাব দান করতঃ তাদের সংশয় নিরসন করেছেন। মোদ্দাকথা কুরআন, হাদীছ ও ছাহাবীগণের (রাঃ) আছার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে পালানো উচিত নয়।[৪৭]

৬. কিতাবুল জানায়িয (উর্দূ) (كتاب الجنائز)ঃ এ গ্রন্থে মানুষের মৃত্যু থেকে দাফন পর্যন্ত যরূরী মাসআলাগুলি কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. আল-কাওলুস সাদীদ ফীমা ইয়াতা'আল্লাকু বিতাকবীরাতিল ঈদ (উর্দূ) (القول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد) ঃ এ গ্রন্থে ঈদায়নের তাকবীর সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এবং ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঈদায়নের ছালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর মোট ১২ তাকবীর বলতে হবে।

৮. নূরুল আবছার (উর্দূ) (نور الأبصار)ঃ এ গ্রন্থে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শহরে এবং গ্রামে সব জায়গায় জুম'আ পড়া ওয়াজিব। গ্রন্থটির শুরুতে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর جمعوا فيما كنتم 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, জুম'আর ছালাত আদায় কর' উক্তিটি লিখিত রয়েছে।

৯. তানবীরুল আবছার ফী তায়ীদে নূরিল আবছার (উর্দূ) (تنوير الأبصار فى تأييد نور الأبصار)ঃ এ গ্রন্থটি পূর্বোক্ত গ্রন্থের সমর্থনে লেখা।

৪৬. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫।*

৪৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫-৪৬; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪-৫৫।*

১০. যিয়াউল আবছার ফী রাদ্দে তাবছিরাতিল আনযার (উর্দূ) (ضياء الأبصار فى رد تبصرة الأنظار)ঃ মাওলানা যাহীর আহসান শাওক নিমবী হানাফী আল্লামা মুবারকপুরীর 'তানবীরুল আবছার' গ্রন্থের জবাবে 'তাবছিরাতুল আনযার' লিখেন। আল্লামা মুবারকপুরী তার জবাবে 'যিয়াউল আবছার' গ্রন্থটি লিখেন।

১১. আল-মাকালাতুল হুসনা ফী সুন্নিইয়াতিল মুছাফাহা বিল ইয়াদিল ইউমনা (উর্দূ) (المقالة الحسنى فى سنية المصافحة باليد اليمنى) ঃ এ গ্রন্থে আল্লামা মুবারকপুরী প্রমাণ করেছেন যে, মুছাফাহা ডান হাতে করতে হবে। ডান হাতের সাথে বাম হাত লাগানো যাবে না অর্থাৎ এক হাত দিয়ে মুছাফাহা করতে হবে। ছহীহ হাদীছসমূহ এবং ছাহাবীগণের (রাঃ) আছার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। দুই হাত দ্বারা মুছাফাহা করা কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এমনকি এ মর্মে ছাহাবীগণের কোন আছার, কোন তাবেঈ এবং ইমাম চতুষ্টয়ের কোন কথা ও কাজও বর্ণিত হয়নি।[৪৮]

[চলবে]

৪৮. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪-৫৫; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫-৪৬; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৫০; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৬-৯৭; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।*

আত-তাহরীক সম্পাদকের পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ

মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকার সম্পাদক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি-এইচ.ডি গবেষক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন গত ২৫ মে ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল **'হাফিয মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির আল-মাকদেসীঃ হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান'**। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ এবং পরীক্ষক ছিলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রফেসর, তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর খ্যাতনামা অনুবাদক, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডঃ ফারূক আহমাদ। কুমিল্লা যেলার দেবীদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জনাব শামসুদ্দীন আহমাদ ও জোবেদা খাতুনের ৩য় পুত্র এবং একই যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক, সঊদী মাবঊছ হাফেয আবদুল মতীন সালাফীর দ্বিতীয় জামাতা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ইতিপূর্বে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড' থেকেও কামিল (হাদীছ) পাস করেন। তিনি সকলের দো'আ প্রার্থী।

অর্থনীতির পাতা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামগণের ভূমিকাঃ সমস্যা ও সমাধান

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

বাংলাদেশের বড় বড় শহর হ'তে শুরু করে একেবারে গ্রাম-গঞ্জে তো বটেই এমনকি ছোট-খাট রাস্তার মোড়, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চটার্মিনালেও মসজিদ গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। এসব মসজিদে যারা ইমামতি করেন তারা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিই শুধু নন, তারা এক অর্থে সমাজনেতাও। ইবাদত-বন্দেগীতে নেতৃত্ব তো তারা দিয়েই থাকেন, সামাজিক ক্রিয়া-কর্মেও তাদের অনেকেই পুরোভাগে থাকেন। তারা সমাজের সবচেয়ে সৎ লোকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আপামর জনসাধারণ তাদেরকে ভক্তি করে, সম্মান করে, নিজেদের কাছের লোক বলে জানে। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের পরামর্শ সাধারণত নেয় না। গ্রামীণ জনগণ বরং এজন্য সরকারী কর্মকর্তাদের চাইতেও এনজিও কর্মীদের উপর বেশী নির্ভরশীল। তার কারণও রয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে না গিয়ে এক্ষেত্রে ইমামগণের ভূমিকা রাখা কেন যরূরী এবং সেক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হ'তে পারে, সেসবের সম্ভাব্য সমাধান কি সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হ'ল।

সাধারণত ইমামগণ ইমামতির দায়িত্ব শেষে মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে সকাল-বিকাল শিশু-কিশোরদের কুরআন শিক্ষাসহ দ্বীনের কিছু তা'লীম দিয়ে থাকেন। এরপর নিজেদের জায়গা-জমি বা ব্যবসা-বাণিজ্য থাকলে সেখানে কিছু সময় দিয়ে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশেরই থাকে অখণ্ড অবসর। এই সময়টা তারা জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাতে পারেন। তারা যেহেতু এলাকারই বাসিন্দা সেহেতু জনগণের মুখের ভাষা, মনের কথা অন্য যেকোন উন্নয়ন কর্মীর চাইতে তারাই বেশী ভাল বুঝবেন। তারাই মুছল্লীদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দিতে পারেন।

এদেশের আশি ভাগ লোকই বাস করে গ্রামাঞ্চলে। তাদের উন্নতি বা সমস্যার সমাধান হ'লে দেশেরই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমস্যার সুরাহা হবে। এই লক্ষ্যেই সকল ইমাম, বিশেষত গ্রামীণ এলাকার ইমামদের তৈরী হ'তে হবে। তবে এক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও রয়েছে, যেগুলির সমাধান না হ'লে ইমামগণের পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে না।

প্রথমতঃ গ্রামীণ জীবনের সমস্যাগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে হ'লে ইমামগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এজন্য গত দুই দশকের বেশী সময় ধরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কাজ করে চলেছে। ইমাম ট্রেনিং একাডেমীর সাতটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী বাছাই করা ইমামগণের যেসব বিষয়ে দেড়মাস হ'তে দু'মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে, ইসলামিয়াত, গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, কৃষি ও বনায়ন এবং পশু-পাখী পালন, মৎস্য চাষ ও চিকিৎসা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে অধিকাংশ ইমামেরই লক্ষ্য থাকে সনদ হাছিল, ট্রেনিং আত্মস্থ করা নয়। তাই দুঃখজনক হ'লেও সত্য, গ্রামে ফিরে যেতে না যেতেই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বেশীর ভাগই তারা ভুলে যান।

দ্বিতীয়তঃ তাদের সম্পর্কে শুধু গ্রাম নয়, শহরেও অধিকাংশ লোকের মধ্যে যে ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে তাহ'ল শুধু ছালাত আদায় করানো ছাড়া তাদের আর কোন আর্থ-সামাজিক দায়-দায়িত্ব নেই। অথচ ইমামগণকে বলা হয়ে থাকে নায়েবে রাসূল (ছাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু ধর্মীয় দিকই প্রতিষ্ঠিত করেননি, তিনি একটা রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সমকালীন আরবের তিনি আমূল বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই কর্মকাণ্ড, তাঁর হাদীছ এবং তাঁর উপর নাযিল হওয়া কুরআনুল করীম আজও আমাদের কাছে রয়েছে। এসবের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করা এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব। কিন্তু সেভাবে আমরা অনুধাবন করি না বলেই ইমামগণ যখন ওযূ-গোসল, ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদির বাইরে কোন কথা বলতে চেষ্টা করেন, তখনই একদল লোক দাঁড়িয়ে যায় এই বলে যে, ইমাম ছাহেব দুনিয়াদারীর কথা বলছেন। তার পক্ষে এসব না বলাই ভাল। ফলে ইমামগণ ইচ্ছা থাকলেও আর কিছু বলেন না। অথচ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তাদের খুৎবার আলোচনায় এসবের প্রতিফলন থাকাটাই তো স্বাভাবিক, বরং সেটাই কাম্য।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদের ইমামকেই মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। জীবন-জীবিকার জন্য এটা দরকার। কিন্তু এর ফলে তাদের বাক-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। তারা যা বলতে চান তা পুরোপুরি কুরআন-হাদীছের আলোকে হ'লেও যদি মসজিদ কমিটির সদস্যদের কারো কাছে অপসন্দের হয় বা কিছুটা সামাজিক সমস্যা অথবা রাজনীতি ঘেঁষা হয়, তাহ'লে তাদের ইমামতি নিয়েই টানাটানি পড়ে যায়। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রচলিত এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে মুসলমানদের সামাজিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মসজিদের যে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকা রয়েছে তা প্রায় অজানা। বিরোধ বাধে এজন্যই।

চতুর্থতঃ পল্লী এলাকায় তো বটেই, শহরতলীর মসজিদগুলির বেশী সংখ্যক ইমাম সাধারণ শিক্ষা তো দূরের কথা, মাদরাসায় দাখিল পর্যন্তও পাড়াশোনা করেননি। তাদের শারঈ জ্ঞান একেবারেই নেই। এমনকি

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেকের কুরআন তেলাওয়াতও শুদ্ধ নয়। কারণ মাখরাজ, তাজবীদ ইত্যাদির জ্ঞান একেবারেই নেই। অনেকে আবার সারাজীবন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঠিকাদারী করে শেষ বয়সে হজ্জ করে এসে লম্বা পাগড়ী আর আলখেল্লা পরার সুবাদে ইমাম বনে যান। তাদের কাছ থেকে সমাজকল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা ইত্যাদির আশা করা দূরাশা মাত্র। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইমাম ট্রেনিং একাডেমীতে তাদের যদি প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় তবুও বিদ্যমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।

পঞ্চমতঃ ইমামতি বেশ কিছু লোকের পার্ট-টাইম রোজগারের উপায়। তারা মাদরাসা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পড়ে। এরই ফাঁকে স্থানীয় কোন মসজিদে ছালাত আদায়ের অথবা শুধুমাত্র জুম'আর ছালাতের খত্বীবের দায়িত্ব পালন করে। ঘড়ি-ঘন্টা ধরে ইমামতি করলেই তাদের দায়িত্ব শেষ। সুতরাং সমাজ, জনগণ অথবা দেশের প্রতি তারা কোন দায়বদ্ধতা বোধ করে না। মহল্লার মুছল্লীদের সঙ্গে তাদের কোন বাহ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ফলে অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা, ইসলামের মূল শিক্ষা সম্বন্ধে খুৎবার বাইরে বলার এদের কোন অবকাশ নেই।

ষষ্ঠতঃ ইমাম সম্পর্কে সরকারী মহলে পূর্ব হ'তেই চলে আসা ভ্রান্ত ধারণাও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত না হ'তে পারার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে গণ্য। বৃটিশের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় হুবহু বহাল থাকার কারণে স্বাধীন এই দেশে স্বনির্ভর কর্মজীবী মানুষ তৈরির বদলে চাকুরীজীবি তৈরি হচ্ছে। এসব চাকুরীজীবি মানসিক দিক দিয়ে ভোগবাদী দর্শনের পূজারী। ডারউইনকেই তারা মনে করে সৃষ্টি রহস্যের প্রকৃত ব্যাখ্যাদানকারী। ফলে এদের চিন্তা-চেতনায় খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ইত্যাদি ধর্মের মতই ইসলামও একটা ধর্ম মাত্র। তাদের বিবেচনায় পাদরী, রাব্বী, পুরোহিতরা যেমন গীর্জা, সিনেগসা ও মন্দিরে উপাসনা পরিচালনা করেন, তেমনি মসজিদেও একজন ইমাম থাকা দরকার। এর বেশী কিছু নয়। তাদের দৃষ্টিতে তাই ইমামগণের গণউন্নয়নমূলক বা সমাজকল্যাণমুখী কাজে সম্পৃক্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং থানা বা উপযেলা অথবা ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারী বা আধা সরকারী অথবা স্বায়ত্বশাসিত কোন ধরনের কার্যক্রমেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ভুলেও ইমামগণকে শরীক হ'তে সুযোগ দেন না। তাদের বড় জোর ডাক পড়ে এসব কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনে মুনাজাত করার জন্য। ফলে সাধারণ ইমাম তো দূরে থাক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণও নিজেদেরকে অপাংক্তেয় ভাবেন। এই অবস্থার অবসান হওয়া যরূরী দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই।

এ পর্যন্ত যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হ'ল সেসবের সমাধানের জন্য যুগপৎ সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। একটু সচেতন ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি এবং একই সঙ্গে উদারমনা হ'লে দুই লক্ষাধিক ইমামের অধিকাংশকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। বরং এদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে গোটা দেশে, বিশেষত পল্লী বাংলার জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে।

প্রথম পর্যায়ে সকল ইমামকেই আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা হবে ভুল। সঠিক বা যথার্থ কৌশল হবে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ইমাম ট্রেনিং একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদেরকে এই পর্যায়ে দায়িত্ব প্রদান। বিশেষত ইসলামিয়াত ব্যতীত আর যে পাঁচটি বিষয়ে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন বাস্তবে সেসবের বিকাশ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাই হবে উপযুক্ত পদক্ষেপ। এসব কাজে জনগণকে অংশগ্রহণ করাতে হ'লে প্রয়োজন উপযুক্ত মোটিভেশন বা প্রেরণা এবং একাজে ইমামগণের ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে সাফল্যজনক হবে। যদি তারা প্রকৃতই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দ্বিতীয়তঃ ইমামদের বাস্তব যোগ্যতা আরও বৃদ্ধির জন্য উপযেলা পর্যায়ে যেসব বিষয়ে প্রায়শই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেসবের অন্তত ১০% আসন ইমামদের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। ঐ এলাকার সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম পালাক্রমে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির এই ট্রেনিং পেয়ে যেন যথার্থ দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদে রূপান্তরিত হ'তে পারেন সে সুযোগ অবারিত ও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

পরিবারকল্যাণ কর্মসূচীতে ইমামগণের সম্পৃক্ত করার জন্য তাদেরকে কমপক্ষে জন্ম রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এই রেজিষ্ট্রেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময়েই তিনি পরিবার প্রধানকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার কল্যাণের জন্য কি কি করণীয় সেসব বিষয়েও পরামর্শ দিতে পারেন। উপরন্তু প্রসূতি মাতার যত্ন, শালদুধ খাওয়ানোর অপরিহার্যতা, ছয়টি প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক টিকা দানের গুরুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গেও তিনি যরূরী কথা বলতে পারেন।

বনায়ন কর্মসূচীতে ইমামদের সংযুক্ত করা যেতে পারে তিনটি উপায়ে। **প্রথমতঃ** তারা যেসব মসজিদে ইমামতি করেন সেখানে প্রতি বছর কমপক্ষে পাঁচটি করে গাছ লাগাবার কথা বলা যেতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ** মুছল্লীদের বাড়ীতেও গাছ লাগাবার জন্য কোথায় চারা বা কলম পাওয়া যাবে, কখন কিভাবে প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে এসব বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। **তৃতীয়তঃ** পুকুরপাড়, রাস্তার দু'পাশ, রেল লাইনের পাশের পতিত জমি প্রভৃতি স্থানে ফলজ, বনজ ও ভেষজ বৃক্ষ লাগানোর জন্য তিনি পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণে নেতৃত্ব দিতে পারেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তত ত্রিশজন মুছল্লীও যদি এসব জায়গায় অন্তত দু'টো করে গাছও লাগায় তাহ'লে বছরে ৬০টি গাছ লাগানো হবে। দশ বছরে এই সংখ্যা দাঁড়াবে

৬০০। এভাবে প্রতি গ্রামের রাস্তা-ঘাট, পুকুরপাড় প্রভৃতি স্থানে ধীরে ধীরে বনায়ন হ'তে পারে। ফলবান বৃক্ষ লাগানোতে যে দীর্ঘকালীন কল্যাণ বা *ছাদাক্বায়ে জারিয়ার* সুযোগ রয়েছে একথা দেশবাসীকে ভাল করে বুঝাতে হবে।

তৃতীয়তঃ স্বাবলম্বী ব্যক্তি হিসাবেও নিজেদের গড়ে তোলার দায়িত্ব ইমামগণেরই। নিজেদের পরমুখাপেক্ষিতা দূর না হওয়া পর্যন্ত সমাজে তাদের আচরণের প্রভাব নেতিবাচক হ'তে বাধ্য। এই আলোচনার গোঁড়ার দিকেই বলা হয়েছে স্বাবলম্বী না হ'তে পারলে স্বাধীনভাবে কথা বলারও সুযোগ নেই। সুতরাং যে কোন হাতের কাজ শিখে নিজেদেরকে উপার্জনক্ষম তথা স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা প্রয়োজন নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই। ইমামগণের নিজেদের হাতেই যদি কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরিত না হ'ল তাহ'লে কিভাবে তাদের মুছল্লীদের কাছ থেকে এই উদ্যোগ আশা করা যেতে পারে? 'নবীর শিক্ষা, করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে'- এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন হওয়া এখন সময়ের দাবী।

আশার কথা, গত কুড়ি বছরে অবস্থার বেশ কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ইমাম এখন স্বনির্ভর হয়েছেন। তাদের মধ্যে কারো কারো সাফল্য রীতিমতো ঈর্ষণীয়। কিন্তু অন্যান্যরা তাদের দেখাদেখি এগিয়ে আসেননি। সমস্যাটা এখানেই। দেশের বিপুল সংখ্যক ইমাম এখনও স্বনির্ভর হওয়ার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হননি।

ইমামগণের প্রতি জাতি ও দেশবাসীরও কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে। অধিকাংশ মসজিদের ইমামের সম্মানী সরকারী বা আধাসরকারী অফিসের সর্বকণিষ্ঠ পিয়নের চাইতেও কম। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। এটা কোনক্রমেই কাম্য হ'তে পারে না। এর প্রতিবিধানের জন্যে সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটিকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনি সরকারেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কমপক্ষে ইউনিয়ন পর্যায়ের মানসম্পন্ন মসজিদের ইমামগণের অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল ইমামকে মাসিক ন্যূনতম পাঁচশ' টাকা ভাতা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। নানা কাজে, বিশেষত অনুৎপাদনমূলক কাজে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। সরকারী আমলাদের পিছনে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তা অবিশ্বাস্য। এসব ক্ষেত্রে একটু শৃংখলা ও মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করতে পারলে বিপুল অর্থের সাশ্রয় সম্ভব। অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে বিদেশ ভ্রমণে প্রতি বছর যে অর্থের অপচয় হয় তাতে চোখ কপালে উঠে যাবে। এই অর্থের খানিকটাও যদি সাশ্রয় করে ইমামগণের পিছনে ব্যয় করা যায় তাহ'লে দেশেরই কল্যাণ হবে।

ইমামগণকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার আরও একটা উত্তম উপায় রয়েছে। সেই উপায়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার হ'লে সরকারেরও মোটা অংকের অর্থ আদায় হবে। দেশের *ছাহেবে নিছাব* মুসলমানদের যাকাতের অর্থ আদায়ের জন্য সরকারের কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। যদি তা করাও হয় সেজন্য ব্যয়িত হবে কোটি কোটি টাকা। তারপরও জনগণ সেখানে তাদের যাকাতের টাকা জমা দেবে কিনা সন্দেহ। এর বিপরীতে যদি সরকারের পক্ষ হ'তে ইমামগণকে তাদের স্ব স্ব এলাকা হ'তে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই এসব যাকাত আদায়কারীকে আদায়কৃত ঐ অর্থের একটা অংশ দেওয়া হয়, তাহ'লে খুব সহজেই একদিকে যেমন যাকাত সূত্রে কোটি কোটি টাকা সরকারী তহবিলে জমা পড়বে অন্যদিকে ইমামগণেরও বার্ষিক একটা উপার্জনের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে। ইমামগণের আদায়কৃত অর্থ নিকটস্থ কোন পূর্ব নির্ধারিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট একটা এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে এবং মোট আদায়কৃত অর্থের হিসাব সরকারের যাকাত বোর্ডকে পাঠাতে হবে এমন একটা বিধি প্রণয়ন করা মোটেই কঠিন নয়। এজন্য দরকার শুধু প্রকৃত সদিচ্ছা ও যথার্থ আন্তরিকতার। এই উদ্যোগের ফলে সমাজকল্যাণ ও দারিদ্র্যবিমোচন- এ দু'টি কাজের জন্য দেশী উৎস হ'তেই পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যাবে। যদি অস্থায়ী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দেশের দরিদ্র এলাকার মসজিদগুলিকে বাদ দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ হাযার মসজিদকেও এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয় এবং মসজিদ পিছু গড়ে বার্ষিক দশ হাযার টাকাও আদায় হয় তাহ'লে বার্ষিক মোট আদায় দাঁড়াবে পাঁচশ' কোটি টাকা।

গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার ভয়ংকর চিত্র মাঝে মধ্যে পত্র-পত্রিকাতে উঠে আসে। এমনকি উপযেলা পর্যায়ের হেলথ কমপ্লেক্সে পাঁচজন ডাক্তারের চারজনই থাকেন উধাও হয়ে। এ সত্য কোনভাবেই গোপন করা যাচ্ছে না। তাই গ্রামবাসীর চিকিৎসার একমাত্র উপায় হাতুড়ে ডাক্তার অথবা পল্লী চিকিৎসক। কিন্তু এদের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই সংকটময় অবস্থার কিছুটা নিরসন করা যায় যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মধ্য হ'তেই বাছাই করে আগ্রহী ইমামদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিষয়ে আরও একটু উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ও রেজিস্টার্ড পল্লী চিকিৎসক হিসাবে কাজে লাগানো যায়। তাহ'লে গ্রাম বাংলার অযুত বনী আদমদের যে উপকার হবে তা বলে শেষ করা যাবে না। এই একই সুপারিশ করা যেতে পারে পশুপাখী পালন ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও।

জনজীবনে ইমামগণের গুরুত্ব বৃদ্ধির এবং একই সঙ্গে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার অন্যতম উপায় হ'ল টেলিভিশনের পর্দায় তাদের হাযির করা। বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গণশিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের চিত্র ধারণ ছাড়াও তাদের দিয়েই এসব কাজ করিয়ে তার ডকুমেন্টারী

যদি টেলিভিশনে প্রদর্শন করা যায় তাহ'লে গ্রাম বাংলার জনজীবনে ইতিবাচক সাড়া পড়বে। একই সঙ্গে ইমামও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। এর মূল্য অপরিসীম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নাহী আনিল মুনকার' বা অসৎ কাজ হ'তে নিবৃত্ত করতেও ইমামগণ গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারেন। মাদকাসক্তির নীল দংশনে যুবসমাজ আজ বিপর্যস্ত। এদের পরিবার বিধ্বস্ত, মাতা-পিতা অসহনীয় মানসিক যাতনা ও আর্থিক ক্ষতির শিকার। এসব পরিবারকে বাঁচাতে হ'লে, বিশেষত যুবকদের মরণ নেশা হ'তে ফিরিয়ে আনতে সমাজ সচেতন ইমামগণ হিতৈষীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। ইহকালীন অকল্যাণ ও অপরিমেয় ক্ষতি ছাড়াও পরকালীন জীবনেও যে ভয়াবহ ও অনন্ত শাস্তি রয়েছে তার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি যুবকদের মানসিক সাহস ও আত্মিক শক্তি যোগাতে তারা এগিয়ে আসতে পারেন। তাদের দরদী তৎপরতা সকল মহলেই সমাদৃত হবে।

এই আলোচনার সমাপ্তি টানার পূর্বে একটা কথা সবিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইমামগণকে যদি প্রকৃতই সামাজিক ও ধর্মীয় নেতার আসনে আমরা দেখতে চাই তাহ'লে নাগরিক হিসাবে আমাদের সকলের কর্তব্য হবে এলাকার ইমামগণের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ রাখা। তার সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রতি নযর রাখা। এমন বহু মুছল্লী রয়েছেন যারা ইমামগণের ব্যাপারে বে-খেয়াল। আবার এমন অনেকে রয়েছেন যারা শুধু জুম'আর দিনেই মসজিদে যান। তাদের সাথে সালাম বিনিময়ের সুযোগও হয় না। এর উল্টোপিঠে ভক্ত মুছল্লী বাড়ীর লাউ, পেঁপে, টমেটো, আম, কলা, ডিম ইত্যাদি নিয়ে আসেন সুখ-দুঃখের বন্ধু ইমামগণের জন্য। অতি আনন্দের বিষয় এটি। কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের হবে যদি আমরা প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ইমাম বানাই এবং তাকেই ধর্মীয় ও সামাজিক ইমামতির আসনে বসাই। আল্লাহ আমাদের এই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

বর্তমান যুগের একটি হারানো চিত্র

নারী ও পুরুষ দু'টি সত্তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য তখনই দীপ্তিময় ও প্রকাশমান হবে, যখন দু'জনের কাছ থেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ আদায় করে নেয়া যাবে। যদি দু'জনের মধ্যে পার্থক্য না করা হয় এবং একটি সত্তা অপর সত্তার যাবতীয় বা অধিকাংশ কাজ নিজে করতে থাকে, তাহ'লে অপর সত্তার বৈশিষ্ট্যই কেবল নিজের মধ্যে সৃষ্টি হ'তে থাকবে না, বরং তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে যেতে থাকবে। ফলে পুরুষ হৌক বা মহিলা হৌক, তার জীবন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মহিলা তার নিজস্ব চলন থেকে সরে গিয়ে পুরুষের চলন গ্রহণ করে নিজে না পুরুষ বনে যেতে পারে, না সে প্রকৃত মহিলা হিসাবে বাকী থাকে। সে তখন একটি পরিবর্তিত আকৃতির ছবি এবং পারস্পরিক সংঘর্ষশীল বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি জগাখিচুড়ী সত্তায় পরিণত হয়। মেয়েদের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কমতি এবং গর্ভধারণ, দুগ্ধদান ও সন্তান পালনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে দূরে অবস্থান, অবশেষে সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে'। -*আব্দুল হালীম আবূ শুক্কাহ, অনুবাদঃ স.স. ॥সৌজন্যেঃ ছিরাতে মুস্তাক্বীম (উর্দু), বার্মিংহাম, জানু-ফেব্রু'০৫ সংখ্যা, কভার পেজ॥*

[বাংলাদেশের পুলিশ, সেনাবাহিনী, গার্মেন্টিসে বা এমনিতরো অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত মেয়েদের স্বাস্থ্য ও চেহারার দিকে তাকালেই একথার সত্যতা ফুটে ওঠে। সেই সাথে রাজনীতিতে সক্রিয় মেয়েদের চেহারা ও মন-মানসিকতা যাচাই করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতএব জাতি! এখুনি সাবধান হও (স.স)]

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

আপনি কি দাখিল বা আলিম পরীক্ষার্থী? আপনি কি A+ বা A গ্রেড প্রত্যাশী? তবে আজই সংগ্রহ করুন- উত্তরবঙ্গের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত 'দিশারী' দাখিল ও আলিম প্রশ্নপত্র সাজেশান্স।

যোগাযোগঃ

'দিশারী' সাজেশান্স প্রস্তুত কমিটি (দাখিল/আলিম)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১, মোবাইলঃ ০১৭৬-১৫০৯৫২, ০১৯১-১১৮৪২১, ০১৭৭-০১৩২৬০।

কবিতা

কখন ফুরাবে পথ

- মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

এখনও অনেক পথ রয়েছে বাকি
ক্লান্তির ছোঁয়া পেয়ে মুক্ত বিহঙ্গেরাও
ঘুমোয় নিঝুম,
নিশ্চিত মরণ রোধে নেই বাধকতা
অকাতরে সারাক্ষণ ঘুম আর ঘুম।
বিষণ্নের ছায়া ফেলে রক্তিম রং ধরে
অনেক আকাশ
চলায় বিরাম টেনে মাঝ পথে থেমে যায়
কন্‌কনে এক ঝাঁক চপল বাতাস;
পাড় ভেঙ্গে জেগে ওঠে থুবড়ে থাকা
বিকৃত লাশ আর লাশ।
তবুও এ পথ চলার নেই যেন শেষ,
ক্লান্ত বিহঙ্গ মনে দীপ্ত প্রত্যয়ে
নবরূপে এ চলার উদ্যম অশেষ।
জানে না কোন অভিসারে তমসার আবরণে
প্রতীক্ষিত সময়ের এই পথ চলা
দুরাশার ক্ষীপ্ততায় মানবীয় বেদনায় তীব্রতর
অব্যক্ত কথাগুলি সংগোপনে বলা।
কখন ফুরাবে পথ?
কখন ফুরাবে পথ লক্ষ্যচ্যুত কাফেলার দৃষ্টিতে
এসে যাবে, একান্ত নিভৃতে মাকছুদে মঞ্জিল
আর কোন স্বপ্ন নয় স্বপ্নিল এ চোখ নয়
বাস্তবতার ছোঁয়া পেয়ে সংগ্রামী চেতনায়
প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলুক সুপ্ত নিখিল।

***

ভয় নেই ডঃ গালিব

- সাইমুম ইসলাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

তোমার হক্বপন্থী পূর্বসূরীগণ
এ পথেই দিয়েছেন জীবন
তোমাকেও না হয় থাকতে হবে
মাত্র ক'টা দিন।
যার বিরুদ্ধে তোমার মসি চলেছে
নীরবে, নিভৃতে। সেই তুমি আজ
ঐ দোষেই নাকি অভিযুক্ত
যুলুমবাজ সরকারের দরবারে।
জাতি কি এসব বিশ্বাস করছে?
না ডঃ গালিব, না।
বিবেকবান মানুষ মাত্রই
বুঝতে পেরেছে, সত্যাগ্রহী তুমি
ঠিকই ষড়যন্ত্রের শিকার।
ওদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে
একদিন সত্য তার আসল চেহারা নিয়ে
উপস্থিত হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্যের সেই আলো দিয়ে
জগতকে করবে তুমি আলোকময়।
মুমিনের জীবনের স্বপ্নসাধ
আজ পূরণ হবে বলে,
তুমি আজ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি।
আহলেহাদীছ আন্দোলনকে
আল্লাহ পাক কবুল করেছেন
তারই আলামত আজ দিব্যি দেখছি।
ভয় নেই ডঃ গালিব, বিজয়ী তুমিই, ভয় নেই।
সত্যের মৃত্যু নেই।
ইবরাহীম (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুহাম্মাদ (ছাঃ)
বিপদগ্রস্থ হয়েই অভিজ্ঞাত হয়েছেন জগদ্ব্যাপী।
তুমি আর তোমার আন্দোলন যে
সত্যসেবীদের আকর্ষণ করবে,
তার তো একটা সুযোগ থাকতে হবে!
তাইতো আল্লাহ পাক তোমাকে
পরীক্ষা করছেন।
ভয় পেয়ো না ডঃ গালিব, সত্য তো তোমার সাথে
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ,
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কি দোষ ছিল?
কি দোষ ছিল ইমাম মালেকের, আর ইবনে তাইমিয়ার।
তাঁরা কেন শাস্তি ভোগ করলেন?
কোন্ অপরাধে?
তাঁদের উত্তরসূরী হয়ে তুমি কেন ভাবছ
তোমাকে ছাড় দেয়া হবে?
না, কোন ছাড় নেই।
নিখাদ তাওহীদের বীজ উপ্ত হ'ল
তোমার করস্পর্শে সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদ
ধুলায় ধুসরিত হ'ল।
জিহাদ তো সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে
নির্মূল করার জন্যই এসেছে।
সাবাস ডঃ গালিব, সাবাস!
তোমার অপরাজেয় লেখনীর জন্য সাবাস!
তুমি জাতীয় বীরের মর্যাদায় অভিসিক্ত হও
জাতিকে জাগিয়ে তোলার দায়ভার কাঁধে নাও।
চিন্তার কোন কারণ নেই ডঃ গালিব
সত্যের ঝাণ্ডা একদিন পত পত করে উড়বে,
তোমার বিরুদ্ধবাদীরা হবে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত
হারিয়ে যাবে ইতিহাস থেকে অনেক দূরে।
হে মযলূম জননেতা!
তোমার কারণে পলায়ন করেছে
মোদের কাপুরুষতা।
ভীরুরা ভীড়েছে সুবিধার দলে
তোমার দলে নেই,
থাকেনি সাথে, তার আলামত
চেয়ে দেখো বদরে-ই।
রাসূলকে যারা মানেনি

তারা তোমায় মানবে কেন?
আত্মবাদী, স্বার্থবাদীরা
সব যুগেই থাকে জেন।
মনোবল রাখো, ভয় নাই কোন।
বজ্রদৃপ্ত তুমি নির্ভীক,
নেতার নীতি নয়, নীতির নেতা
তুমি আলোর পথের দিশারী, দুঃসাহসিক।
বাকী তিন ভাইয়েরও কুশল জানিনা
শুনেছি তারা ভাল।
ভালোয় ভালোয় কাটলে বিপদ
দূর হবে সব কাল।
'মযলূমের দো'আ শোনেন আল্লাহ
এই দৃঢ় বিশ্বাসে,
কাউকে কিছুই বলিনি
শুধু দেখেছি সারা দেশে।
আসছে তোমার তিন কোটি লোকের
খবর নেয়ার দিন
সময় মত সত্যের অপরিমেয় শক্তি
জেনে নেবে জনগণ।
মিডিয়ার কাজ মিডিয়া করেছে
তোমার কাজ কর তুমি
জাতি বলবে, কার কাছে বেশী
প্রিয় এই জন্মভূমি?
ক্রোধে-আক্রোশে, খেয়ালের বশে
খেলতে চেয়েছে যারা।
বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের নিকটে
পড়ে গেছে তারা ধরা।
ক্ষমার গুণে গুণান্বিত
হে নেতা শুনে রাখ
যাচাই-বাছাই ব্যতীত কুচক্রিদের
আর কাছে টেনে নিও নাকো।
আহলেহাদীছ আন্দোলনের শান্তিবাদী পথ
যে পথ ছিল নবী-রাসূলের রেখে যাওয়া দৌলত।
জীবন গেলেও এপথ ছেড়ে
যাবে না তোমার ভাই
সমৃদ্ধ সেই জান্নাতী পথেই
জীবন বিলাতে চাই।
মামলা হামলার এই পরীক্ষা শেষে
আসবে তুমি আমাদের মাঝে
বিজয়ী বীরের বেশে পুনরায়।
আল্লাহ আমাদের সর্বোত্তম সহায়।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। দিয়াশলাইয়ের কাঠির প্রান্তের বারুদ তৈরী হয় আঠার সাথে পটাশিয়াম ক্লোরেট ও কিছুটা গন্ধক মিশিয়ে। দিয়াশলাই বাক্সের পাশে লাল ফসফরাস ও এন্টিমনি সালফাইড মাখানো থাকে।

২। হীরক প্রকৃতি হ'তে প্রাপ্ত স্বচ্ছ বর্ণহীন কঠিনতম পদার্থ। এটি তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

৩। তেঁতুলে থাকে টারটারিক এ্যাসিড এবং লেবুতে থাকে সাইট্রিক এ্যাসিড।

৪। স্মেলিং সল্ট গন্ধযুক্ত লবণজাতীয় দ্রব্য। মাথা ধরলে বা অজ্ঞান হ'লে স্মেলিং সল্ট শুকতে দেয়া হয়।

৫। শীতকালে দিনের সময় কম বলে সালোক সংশ্লেষণ ভালভাবে সংঘটিত হয় না। ফলে গাছের খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাই রঙ বদলের সাথে সাথে গাছের পাতাও ঝরে পড়ে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিশ্বের ইতিহাস)-এর সঠিক উত্তর

১। ইরাক ২। ১৯১৮
৩। গডফ্রে ৪। চীনে

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)

১। বাংলাদেশের প্রধান প্রাণীজ সম্পদ কি?
২। মাকড়সার পা কয়টি?
৩। সুনিপুণ কারিগর বলা হয় কোন্ পাখিকে?
৪। কোন প্রাণীর নাকের উপর পুরু লোমের তৈরী ১/২টি শিং থাকে, যার চামড়া অত্যন্ত মোটা?
৫। এমন কোন্ আজব প্রাণী আছে, যার আজীবন দাঁত গজায়? ৬০০ গজ দূর থেকেও যার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এবং অন্ধকার সমুদ্রে এরা দেখতে পায়?

❐ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শ্রেষ্ঠ)

১। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কে??
২। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কে?
৩। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে?
৪। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী কে?
৫। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট কে?

❐ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

বাগমারা, রাজশাহী ১১ মে বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় সমসপুর হাফিযিয়া ও ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাগমারা থানার 'সোনামণি' পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয ওয়ায়েযুল্লাহ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুলতান মাহমূদ ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হাকিম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৫ ও ৬ জুনঃ অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাজবীদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওদাপাড়া মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান ও 'সোনামণি' মারকায শাখার উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম ও আব্দুর রশীদ। বৈঠক পরিচালনা করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক দেলওয়ার হোসাইন। প্রশিক্ষণ শেষে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে আল-আমীন (৮ম), ২য় স্থান অধিকার করে আবদুল্লাহ আল-মামূন (৫ম) এবং ৩য় স্থান অধিকার করে আবু রায়হান (৬ষ্ঠ)। দ্বিতীয় গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে আহমাদ মূসা (৩য়), ২য় স্থান অধিকার করে ইলইয়াস (হেফয) এবং ৩য় স্থান অধিকার করে নাহিদ (১ম-খ)। উক্ত প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাপেয ছাদিকুর রহমান, হাদীছ পাঠ করে মুফাযযল হোসাইন এবং জাগরণী পরিবেশন করে রবীউল আউয়াল।

কালাই, জয়পুরহাট, ১৯ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য দুপুর ২-টা হ'তে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন জয়পুরহাট যেলার 'সোনামণি' পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। শেষে তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। সমাবেশে সমাপণী বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনাণি মজিবুদ্দীন ও জাগরণী পরিবেশন করে সোলাইমান আলী।

নেতার মুক্তি চাই

আবু রায়হান ইবনু আব্দুর রহমান
৬ষ্ঠ শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
একজন মহান জ্ঞানী
বাংলার সকল মানুষ মোরা
খুবই তাঁকে চিনি॥
দুঃখীদের পাশে তিনি
থাকেন সর্বদা
দিবানিশি যিনি ব্যস্ত থাকেন
করেন জনসেবা।
শিশুদের প্রতি তাঁর
রয়েছে ভালবাসা
'সোনামণি' সংগঠন তাই
করেছেন প্রতিষ্ঠা।
'যুবসংঘ' তাঁরই গড়া
যুবসংগঠন
অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায়
যারা লড়ে সারাক্ষণ।
আব্দুছ ছামাদ সালাফী
তাঁকেও মোরা চিনি
শিক্ষকতার জগতে
এক মহান শিক্ষক যিনি।
সহজ-সরল মানুষ তিনি
গভীর জ্ঞানের অধিকারী
মনটা তাঁর বড়ই সাদা
নন তিনি অহংকারী।
এ.এস.এম আযীযুল্লাহ
মোদের প্রিয় ভাই
অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
তিনিও যে তাই।
তাঁরা সবাই মহান ব্যক্তি
দেশকে ভালবাসেন
দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে
তাঁরা সার্বিকভাবে লড়েন।
দেশকে যাঁরা ভালবাসে
জনসেবা করে
এদেশের সরকার কেন
তাঁদের গ্রেফতার করে?
হে বিশ্ববাসী জেনে রাখ!
আজকে যাঁরা নির্যাতিত,
আগামীর ইতিহাসে
তাঁরাই হবেন আলোকিত।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিনা খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী

ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩০ বছর যাবৎ মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারী কুষ্টিয়ার আযীযুর রহমান উদ্ভাবন করেছেন এমন এক প্রযুক্তি, যা দিয়ে বিনা খরচায় পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। তার এ যুগান্তকারী উদ্ভাবনের নামকরণ করা হয়েছে 'সেলফ লোডিং মেশিন'। এই প্রযুক্তি নির্ভর একটি মিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চত্বরে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক আযীযুর রহমান জানান, একটি টারবাইনে প্রথমে উপরে পানি তুলে নিয়ে সেই পানি ছেড়ে দেয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'তে থাকবে এবং উৎপন্ন বিদ্যুতের একাংশ ব্যবহার করে আবার সেই পানি উপরে তোলা হবে। এভাবে চক্রাকারে পানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। প্রক্রিয়াটি যতদিন ইচ্ছা অব্যাহত রাখা যাবে এবং বিদ্যুৎও পাওয়া যাবে। আযীযুর রহমানের মতে, এই প্রযুক্তি-প্রক্রিয়া কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্পেও ব্যবহার করা সম্ভব এবং তা করা গেলে প্রকল্পে পানি সংকট কখনই দেখা দেবে না। তিনি আরো জানিয়েছেন, তার উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের পানি সেচ কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

জানা গেছে, 'পিডিবি'র সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মঈদের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহে আযীযুর রহমান খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমিতে এই মিনি বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ শুরু করেন ২০০২ সালে। এজন্য 'পিডিবি'র তরফ থেকে ২ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বলা হয়, আরো ৩ লাখ টাকা দেওয়া হবে। প্রাথমিক ২ লাখ টাকার সঙ্গে আযীযুর রহমান তার পেনশনের টাকাও যোগ করেন। এ পর্যন্ত পিডিবি বাকী ৩ লাখ টাকা দেয়নি। ফলে প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজ শেষ হওয়ার পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেমে গেছে। কিছুদিন আগে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমূদ খুলনায় গিয়ে প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন এবং অবশিষ্ট ৩ লাখ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

আরো জানা গেছে, একটি চক্র প্রকল্পটি যাতে বাস্তবায়িত না হয় সেজন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্রের একটি হ'ল ঐ চক্রটি নাকি প্রকল্পের প্রযুক্তি ও স্বত্ব মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য আযীযুর রহমানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

মাদরাসা শিক্ষার প্রসার মানে জাতিকে অন্ধকারে নেওয়া!

'শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট ও করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নারী নেত্রী, এনজিও কর্মীগণ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেছেন, এই শিক্ষা জাতিকে পশ্চাৎপদ করে তুলছে। মাদরাসা শিক্ষা প্রসারের অর্থই হ'ল জাতিকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া। মাদরাসা শিক্ষাকে কিছুতেই ইসলামী শিক্ষা বলা যায় না। এটি 'প্রগতি বিরোধী' শিক্ষা। সমাজে বিভিন্নভাবে ধর্ম নিয়ে যে ব্যবসা চলছে- শিক্ষার মধ্যে ধর্মব্যবসার নামই মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

বক্তাগণ বলেন, মাদরাসা শিক্ষা উৎপাদনশীল কোন শিক্ষা নয়। মুখে প্রগতির কথা বলা আর মাদরাসা শিক্ষার পেছনে ব্যয় বৃদ্ধি করা দ্বিমুখী নীতি। আওয়ামী লীগকে এই নীতি পরিহার করতে হবে। গত ১ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন উপ-কমিটির উদ্যোগে এই গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এ.কে. আযাদ চৌধুরী। সভায় বক্তব্য রাখেন- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলীল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফীন ছিদ্দীকী, ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম, মিসেস হেনা দাস, ডঃ কাযী খালীকুযযামান, প্রফেসর অজয় কুমার রায়, প্রফেসর আব্দুল খালেক, নারী নেত্রী রোকেয়া কবীর, প্রফেসর আযীযুল হক, প্রফেসর সাঈদুল হক, প্রকৌশলী সাইফুর রহমান, হাফিয আহমাদ মজুমদার, সুলতান আহমাদ, শেফালী দাস, খোরশেদ আহমাদ প্রমুখ।

মাদরাসা শিক্ষা সন্ত্রাসীদের উৎস নয়

যুক্তরাষ্ট্রের সাড়া জাগানো গবেষক ও 'হলি ওয়ার' বইয়ের লেখক পিটার বার্গেইন মাদরাসা শিক্ষা বিষয়ে নতুন এক গবেষণা সমীক্ষায় বলেছেন, সন্ত্রাসের উৎসভূমি মাদরাসা নয়; বরং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ডিগ্রীধারীরাই এ পর্যন্ত সংঘটিত প্রতিটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হোতা বা নেপথ্য নায়ক হিসাবে ধরা পড়েছে। বিশ্ববিখ্যাত 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা তার এই গবেষণা প্রতিবেদনটি গত ১৪ জুন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটি পশ্চিমা বিশ্বসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী সন্ত্রাসের উৎপাদনস্থল হিসাবে চিহ্নিত মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

'দ্যা মাদরাসা মিথ' শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত গবেষণা রিপোর্টে পিটার বার্গেইন ও তার গবেষণা সহযোগী সাওয়াতী পান্ডে ১১ সেপ্টেম্বরসহ যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, ৭৫ জন সন্ত্রাসীর জীবন বৃত্তান্ত গবেষণা করে দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারী। অনেকেই উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ও পিএইচডি ডিগ্রীধারী পর্যন্ত রয়েছেন।

গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ, ১৯৯৮ সালে তাঞ্জানিয়া ও কেনিয়াতে আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলা, ২০০২ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বোমা বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল হোতাদের ৫৩% হয়ত কলেজ পর্যন্ত পড়তে গিয়েছে, নতুবা ডিগ্রী নিয়েছে। গড়ে ৫২% আমেরিকান কলেজ ডিগ্রী নিয়ে থাকে। শিক্ষার দিক দিয়ে সন্ত্রাসীদের ৫২% কলেজ ডিগ্রীপ্রাপ্ত, যা আমেরিকানদের গড় শিক্ষা ডিগ্রীর প্রায় সমান।

বোমা হামলার আসামী ২ বছরের শিশু!

খুলনা মহানগরীর একটি বোমা হামলা মামলায় ২ বছরের শিশুকে আসামী করায় নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ২০০৪ সালের ৭ মার্চ রাতে নগরীর শিল্প ব্যাংকের পেছনে এরশাদ শিকদারের সাম্রাজ্য এলাকায় পুলিশ-সন্ত্রাসী

সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীরা বোমা হামলা চালায়। এ ব্যাপারে সদর থানার দারোগা শফীকুল আলম মনা বাদি হয়ে ১৪ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ১৩নং আসামী করা হয় বস্তির জনৈক শিশু রসূলকে। প্রথমে জনৈক দারোগা শামীম ও পরে দারোগা নাছিরুদ্দীন মামলার তদন্তের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মামলার মূল আসামী জসিম, খলীল ও নাসীম পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হ'লে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দেন। এদিকে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের এবং সে মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট প্রদানের বিষয়টি আদালত গ্রহণ না করে বিচারের জন্য সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে পাঠান। বিজ্ঞ বিচারক মামলার শুনানি শুরু করলে ২ বছরের শিশু রসূলকে আসামী করার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

দিল্লীতে বৈধ পাসপোর্টধারী ১৫ বাংলাদেশীকে ৩ মাস অমানবিক নির্যাতন

দিল্লী পুলিশ বাংলাদেশী ১৫ জন বৈধ পাসপোর্টধারী যাত্রীকে সেখানকার কারাগারে ৩ মাস আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। গত ১০ জুন সন্ধ্যার দিকে বেনাপোল সীমান্ত পথে ভারতীয় পুলিশ বিএসএফ-এর মাধ্যমে নির্যাতিত ঐ ১৫ জন পাসপোর্টধারী যাত্রীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে আরীফ হোসাইন (৪০), রাশেদুল ইসলাম (৩৫), নিযামুদ্দীন (৪৬), আবুল খায়ের (৩৭), সামরুল ইসলাম (৪২), মশিয়ার (৪০), শফীকুল ইসলাম (৫০), দেলোয়ার (৩৬), মোলাম হোসেন (৩০), শহীদুল ইসলাম (৩২), মেহেদী হাসান (২৫), আব্দুল লতীফ (২২), রেযাউল ইসলাম (২৩), ইসভাসান মাতব্বর (২৬) ও এমদাদুল হক (২৪)। উল্লেখ্য, গত তিন মাস পূর্বে বেনাপোল চেকপোষ্ট হয়ে ভারতের আজমীর শরীফ যাওয়ার পরে দিল্লী পুলিশ তাদের সন্দেহজনকভাবে আটক করে। সন্ত্রাসী ভেবে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে তাদের উপর চালানো হয় শারীরিক নির্যাতন। এক পর্যায়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে কোন তথ্য না মেলায় তাদেরকে পাঠানো হয় জেল-হাজতে। দীর্ঘ ৩ মাস দিল্লী কারাগারে কারাভোগের পর গত ১০ জুন সেখানকার পুলিশ বিএসএফ-এর মাধ্যমে তাদেরকে বাংলাদেশ বিডিআরের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

১০ বছরে ঢাকার সব মানুষ টাক হয়ে যাবে!

আগামী ১০ বছরের মধ্যেই ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী সকল মানুষই টাক হয়ে যাবে। ওয়াসার সরবরাহ করা পানিতে নিয়মিত গোসল করেন এমন কারো মাথায়ই আর চুল খুঁজে পাওয়া যাবে না। গত ১৮ মে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত 'ঢাকা মহানগরীর তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ উন্নয়ন' শীর্ষক এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সভায় পানি বিশেষজ্ঞরা জানান, ওয়াসা বর্তমানে ঢাকায় এতটাই দূষিত পানি সরবরাহ করছে যে, তা শোধনের জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্লোরিন ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর পানিতে এই মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরিনের কারণে ঐ পানি ব্যবহারকারীদের দ্রুত চুল পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এই ঝাঁঝালো পানি কোনভাবে চোখে গেলেও চোখ জ্বালাপোড়া করে এবং পানিতে অতিরিক্ত ক্লোরিনের কারণে খুব গন্ধ পাওয়া যায়। এই পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণও খুব কম বলে তা একুরিয়ামে ব্যবহার করলে মাছও মরে যায়। এই পানি ব্যবহারে চুলকানি-খোসপাঁচড়াও বাড়ছে। এ অবস্থায় ওয়াসার পানি ফুটিয়ে পান করাও নিরাপদ নয়। বিশেষ করে সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে সরবরাহ করা পানি সবচেয়ে বেশী নিম্নমানের। যথাযথভাবে পরিশোধন না হওয়ায় সায়েদাবাদ শোধনাগারের পানি পরীক্ষার জন্য ফ্রান্সে পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। আগে ওয়াসার পানি ব্লিচিং দিয়ে শোধন করা গেলেও এখন আর ব্লিচিংয়ে কাজ হচ্ছে না। তাই উচ্চমাত্রায় ক্লোরিন দিতে হচ্ছে এবং প্রতিবছরই এর পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কারো মাথায় আর চুল থাকবে না।

লক্ষাধিক ভারতীয় অবৈধভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে

ভারতের বিশেষ কিছু অঞ্চলে শ্রমবাজার সংকুচিত হওয়ায় এবং শ্রমের মূল্য কমে যাওয়ায় সেদেশের নাগরিকরা বৈধ ও অবৈধ দু'ভাবেই জীবিকার সন্ধানে বাংলাদেশে আসছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে বৈধভাবে কাজ করছে এমন ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ৫ হাযারের কিছু বেশী। অপরদিকে অবৈধভাবে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা লক্ষাধিক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাস করা ভারতীয়দের অধিকাংশই বিভিন্ন বাইয়িং হাউজ, ট্রেডিং কোম্পানী, ট্রেইড এণ্ড ফরওয়ার্ডিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেলসম্যান ও এনজিওতে কাজ করছে। অনেক ভারতীয় নাগরিক এদেশে রিকশা, ভ্যান, ইটভাটা ও নির্মাণ শ্রমিকের কাজেও লিপ্ত রয়েছে। বৈধভাবে যেসব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে, এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানেও ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া অনেক ভারতীয় নাগরিক কর্মরত রয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী হওয়ার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের শনাক্ত করাও সম্ভব হচ্ছে না।

৬৪৩৮৩ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়ন সহায়ক সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে ৬৪ হাযার ৩শ' ৮৩ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত এ বাজেটে ঘাটতি ১৮ হাযার ৬শ' ৬১ কোটি টাকা, যা প্রবৃদ্ধির ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে বিদেশী অনুদানের ৩ হাযার ৩শ' ৫ কোটি টাকাকে রাজস্ব আয়ের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে নীট ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৫ হাযার ৩শ' ৫৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের ব্যর্থতার পরও প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা আরো বাড়ানো হয়েছে, টাকার অংকে যা ৪৫ হাযার ৭শ' ২২ কোটি টাকা। রাজস্ব ব্যয় ৩৫ হাযার ৫শ' ২৩ কোটি টাকা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ধরা হয়েছে ২৪ হাযার ৫শ' কোটি টাকা। সম্প্রসারণ করা হয়েছে করের ক্ষেত্র। প্রস্তাবিত বাজেটে গৃহীত কর কার্যক্রমে মোবাইল ফোনের সিম, ১৫শ' সিসির উপরে গাড়ী, আমদানীকৃত মিনারেল পানি, ফলের জুস, ডিটারজেন্ট, বৈদ্যুতিক ভাস্ব, ফার্নিচার, স্ক্র্যাপ জাহাজ, লোহা ও স্টিলের বিভিন্ন অ্যাংগেল ও এপার্টমেন্টের দাম বাড়ার আশংকা রয়েছে। পক্ষান্তরে মোবাইল সেটসহ সার,

কীটনাশক, ট্রান্সফরমার, সাইকেল, চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত কেমিক্যাল, ডেইরী ও পোল্ট্রির খাদ্য ও ওষুধের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যাংক হ'তে ঋণের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ হাযার ৬শ' ৪০ কোটি টাকা, যা আগের অর্থ বছরে ছিল ৩ হাযার ৬শ' ১ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ, কর অবকাশ বহালের পাশাপাশি এইচএস কোডভুক্ত ২৪টি পণ্যের মূল্য সম্পূরক শুল্ক সুবিধা বাতিল করে সর্বনিম্ন ২০ হ'তে সর্বোচ্চ ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

নতুন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট ৯ হাযার ৬৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান তার বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষাখাত সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাবে বলে উল্লেখ করলেও এ খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে সর্বমোট বাজেটের ১৫ শতাংশ। হিসাব অনুযায়ী নতুন বছরের জন্য শিক্ষা খাতের বরাদ্দ চলমান অর্থবছরের মূল বাজেট অপেক্ষা ১ হাযার ৮২৭ কোটি টাকা বেশী।

পুলিশ বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে মোবাইল এভিডেন্স কালেকশন ভ্যান

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগ হ'তে যাচ্ছে 'মোবাইল এভিডেন্স কালেকশন ভ্যান'। গ্রেনেড বা বোমা বিস্ফোরণ, হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদির মত বড় ধরনের অপরাধের ঘটনা তদন্তের সহায়ক হিসাবে এই ভ্যান কাজ করবে। ভ্যানের ভিতরে থাকা অত্যাধুনিক সুবিধা সংবলিত সরঞ্জামাদির মাধ্যমে ঘটনার আলামত, সাক্ষ্য-প্রমাণ তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে এই প্রথম 'মোবাইল এভিডেন্স কালেকশন ভ্যান' বা 'অত্যাধুনিক ভ্রাম্যমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ ভ্যান' পুলিশ বাহিনীতে সংযোজিত হ'তে যাচ্ছে। দেশের যে কোন স্থানে আলোচিত বড় ধরনের ঘটনা ঘটলে উল্লিখিত এভিডেন্স কালেকশন ভ্যান সেখানে চলে যাবে এবং ঘটনার আলামত, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করবে। এতদিন কোন ঘটনার আলামত সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হ'ত। এতে সময় লাগত অনেক। উপরন্তু কোন কোন সময় আলামতও নষ্ট হয়ে যেত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধর্ষণের মত ঘটনার আলামতও এ ভ্যানে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে আলামত পরীক্ষা করে ঘটনার ফলাফলও দেওয়া সম্ভব হবে।

জানা গেছে, চালক ছাড়া ঐ ভ্যানের ভিতরে ৬ জন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোক থাকবেন। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করবেন। ভ্যানের ভিতরে থাকবে ওয়্যারলেস সংযোগ, ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল স্টীল ক্যামেরা, সার্চ লাইট, আলামত সংরক্ষণের ফ্রীজ, ওয়ার্ক স্টেশন, ল্যাপটপ, ফিক্সড জেনারেটর, পোর্টেবল জেনারেটর, ক্যাম্পকর্ডার, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) এবং আলামত যেমন ফুটপ্রিন্ট, ফিংগার প্রিন্ট সংগ্রহের উপদান, টেপ, এভিডেন্স কালেকশন ব্যাগ ঘটনাস্থলে প্রয়োজনীয় জনবলসহ ভ্যানটি চলে যাওয়ার যাবতীয় তথ্য ও আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং ওয়্যারলেস ও ল্যাপটপের সাহায্যে কন্ট্রোল রুমের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করবে। উল্লেখ্য, জাপানের নিশান কোম্পানীর (গ-৪১ ঈ) এনভি ৪১ বি মডেলের বিস্ফোরক প্রুফ এ গাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে মালয়েশিয়ায়।

বিদেশ

পাঁচ মার্কিন সৈন্যের বিরুদ্ধে কুরআন অবমাননার অভিযোগ প্রমাণিত

গুয়ানতানামো-বে বন্দী শিবিরে পবিত্র কুরআন অবমাননার ব্যাপারে মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে গত ৩ জুন প্রথমবারের মত তদন্ত রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। এই রিপোর্টের বিবরণে একজন কারারক্ষীর প্রস্রাব পবিত্র কুরআন শরীফের উপর নিক্ষেপ করা, কুরআনে লাথি মারা, কুরআনের উপর দাঁড়ানো এবং পানিতে নিক্ষেপ করার অভিযোগে মামলা দায়েরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে অভিযুক্ত পাঁচজন মার্কিন সৈন্যের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গঠিত এই তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, টয়লেটে কুরআন নিক্ষেপের অভিযোগের স্বপক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তারা এখনও পায়নি।

যুদ্ধে সর্বমোট ৬,২১,২৬৬ মার্কিন সৈন্য নিহত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাক এবং আফগানিস্তান যুদ্ধে গত ৩০ মে পর্যন্ত মোট ৬ লাখ ২১ হাযার ২৬৬ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১১ লাখ ৪৬ হাযার ৬২ জন এবং নিখোঁজ হয়েছে ৮৩ হাযার ৯৫০ জন। 'মেমোরিয়াল ডে' উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

পেন্টাগন সূত্রে বলা হয়েছে, ইরাক যুদ্ধে ৩০ মে পর্যন্ত ১ হাযার ৬৪৭ এবং আফগানিস্তানে ১৮৭ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। এর আগে ২৯৯ জন নিহত হয়েছে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত হয়েছে ৫৮ হাযার ১৯৩ জন। কোরিয়া যুদ্ধে নিহত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা হচ্ছে ৩৬ হাযার ৯১৬ জন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১ লাখ ১৬ হাযার ৭০৮ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৪ লাখ ৭ হাযার ৩১৬ জন নিহত হয়েছে।

বিশ্বে অস্ত্রখাতে ব্যয় ১ ট্রিলিয়ন ডলার

ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে বিশ্বে সামরিক ব্যয় বেড়ে গিয়ে এই প্রথবারের মত এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। স্টকহোমভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা কেন্দ্র (আইপিআরআই) এই তথ্য দিয়ে বলেছে যে, গত বছর বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয় ছিল ১.০৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার সিংহভাগ অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী যুক্তরাষ্ট্র করেছিল। পৃথিবীর সাড়ে ৬শ' কোটি মানুষের মাথাপিছু হিসাবে ২০০৪ সালে প্রত্যেকের জন্য ১৬২ ডলার ব্যয় করা হয়। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালে বিশ্বের সামরিক ব্যয় ছিল ৯৪১ বিলিয়ন ডলার।

ইহুদীদের কুরআন অবমাননা

ফিলিস্তীনীরা ইসরাঈলী নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন অবমাননার অভিযোগ এনেছে। ইসরাঈলী বন্দী শিবিরে আটক ফিলিস্তীনীরা অভিযোগ করেন, গত ৭ জুন কারাগারে তল্লাশী চালানোর সময় ইসরাঈলী নিরাপত্তা

কর্মকর্তারা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি কপি পায়ে মাড়ায় এবং ছিঁড়ে ফেলে। ইসরাঈলী কারা কর্তৃপক্ষের একজন মুখপাত্র পবিত্র কুরআন অবমাননার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

পূর্ব জেরুজালেম দখল ভুল হয়েছে

-শিমন পেরেজ

ইসরাঈলের ভাইস প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ তাদের ভুল স্বীকার করে বলেছেন যে, ইসরাঈল সরকারের তরফ থেকে ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধে পূর্ব জেরুজালেমের সবটুকু দখল করে নেয়া ভীষণ ভুল হয়েছে। ৫ জুন জেরুজালেমে লেবার পার্টির 'জেরুজালেম দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিমন পেরেজ একথা বলেন। তিনি বলেন, ঐ সময় পূর্ব জেরুজালেম থেকে ২ লাখ ৪০ হাযার আরববাসীকে জোরপূর্বক উৎখাত করা হয়। তাদের জায়গা, বাড়ীঘর সব দখল করে নেয়া হয়। জেরুজালেমকে করা হয় ইসরাঈলের রাজধানী। অনেকে বলে যে, এটা বড় ভুল হয়েছে। তারা এটাও বলে যে, এই নগরী কাঁটাতার ও প্রাচীর দিয়ে ভাগাভাগি করা হৌক। শিমন পেরেজ বলেন, যদি জেরুজালেমে শান্তি না থাকে, তাহলে এই দেশেও শান্তি থাকবে না। আরও সত্যি কথা যে, আমরা যদি গাযা উপত্যকা থেকে সরে না আসি, তাহ'লে জেরুজালেমে কখনও শান্তি ফিরে আসবে না।

ত্বালিবান সদস্যদের কিনতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে সিআইএ

মার্কিন বোমাবর্ষণ থেকে বেঁচে আফগান পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণকারী আরব ও চীনা মুসলমানদেরকে উপজাতীয় লোকেরা প্রত্যেককে তিন হাযার থেকে ২৫ হাযার ডলারের (ইউরো ২৪৩৩ থেকে ২০২৭৪) বিনিময়ে মার্কিনীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। মার্কিন সামরিক ট্রাইব্যুনালের সামনে জবানবন্দী প্রদানকালে গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দী মুজাহিদরা এসব তথ্য প্রকাশ করেন। ওসামা বিন লাদেনের অনুসন্ধানে নিয়োজিত টিমের নেতৃত্ব দানকারী একটি টীমের প্রধান ছিলেন সাবেক 'সিআইএ' গোয়েন্দা কর্মকর্তা গ্যারি স্ক্রোয়েন। তিনি জানান, ত্বালিবান ও আল-ক্বায়েদা সদস্যদের ধরে দেয়ার জন্য আফগান ও পাকিস্তানী চরদেরকে মার্কিনীরা প্রচুর অর্থ ঘুষ দিত। তিনি বলেন, আফগানিস্তানে ত্বালিবান বিরোধী যুদ্ধবাজ বিশিষ্ট লোকদের ঘুষ দেয়ার জন্য তিনি নিজে সুটকেস ভর্তি করে ৩০ লাখ ডলার নিয়ে যেতেন প্রতিবার। আফগান যুদ্ধবাজরা এসব ডলারের বিনিময়ে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত। ত্বালিবান ও আল-ক্বায়েদা সদস্যদের ধরে দেয়ার জন্য এসব যুদ্ধবাজ আফগানকে ঘুষ দিতে গিয়ে তারা মোটেই অবাক হ'তেন না বলে জানান স্ক্রোয়েন।

তিনি বলেন, ত্বালিবান বিরোধী আফগান যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল রশীদ দোস্তাম ঘুষ হিসাবে বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে ডলার নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, দোস্তামের মত লোককে আমরা কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ প্রদান করতাম এজন্যে যে, তার লোকেরা বহু ত্বালিবান ও আল-ক্বায়েদা সদস্যকে পাকড়াও করে এনে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছিল।

মুসলিম জাহান

কুয়েতী মন্ত্রীসভায় প্রথম মহিলা

কুয়েতী মন্ত্রীসভায় প্রথমবারের মত এক মহিলাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও নারী অধিকার কর্মী মাছুমা আল-মুবারককে পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক উন্নয়ন মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছে। গত মাসে দেশটির পার্লামেন্ট মহিলাদের ভোটদান ও সরকারী পদ পাওয়ার অধিকার দিয়ে একটি আইন পাস করেছিল। যার ফলে মন্ত্রীসভায় মহিলা অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড মার্কিন বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে

ইরাক যুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে মার্কিন বিরোধী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। 'মার্কিন কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন' বা বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিলের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে চরম অনাস্থা তৈরী হয়েছে। মুসলমানরা এখন যুক্তরাষ্ট্র যেতেও অনীহা প্রকাশ করছেন। ইরাক যুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের এই মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হ'লেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, মার্কিন বিদ্বেষের ব্যাখ্যা এত সোজা ব্যাপার নয়। ইরাক যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি এবং ইরাকে ও আফগানিস্তানে বন্দী নির্যাতন এ সব কিছুই মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে একের পর এক খাটো করছে।

৪০৫ জন ফিলিস্তীনীর মুক্তি লাভ

দক্ষিণ ইসরাঈলের একটি জেলখানা থেকে ৪০৫ জন ফিলিস্তীনীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ইসরাঈল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, ফিলিস্তীনের সাথে সম্পাদিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সর্বশেষ ৯শ' ফিলিস্তীনী বন্দীর মধ্যে থেকে এদের ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ১ জুনের পরপরই ফিলিস্তীনের এই বন্দীরা সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছে।

সাদ্দামের বিরুদ্ধে ৫শ' অভিযোগ!

তাঁবেদার ইরাকী সরকার বিদেশী আগ্রাসী প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে ইরাকের অবিসংবাদিত নেতা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে ৫শ' অভিযোগ উত্থাপন করছে বলে খবরে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁবেদার সরকার বলছে, সাদ্দামকে ৫শ' অভিযোগের মুখোমুখি হ'তে হবে। তবে তাতে সময়ের অপচয় হবে বলে মাত্র ১২টি অভিযোগে তার বিচার হবে। তাঁবেদার ইরাকী প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র একথা বলেছেন।

এদিকে ইরাকের তাঁবেদার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেনের বিচারে ১৪টি অভিযোগের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। অভিযোগগুলি হ'ল- (১) ১৯৮৭ সালে ইরাকের

কুর্দী অঞ্চলে আনফাল অভিযান (২) কিরকুকে বোমাবর্ষণ (৩) ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দক্ষিণাঞ্চলীয় ইরাকে শী'আ বিদ্রোহ দমন (৪) ১৯৮২ সালে বাগদাদের ৫০ মাইল উত্তরে শী'আ শহর দুজাইলে কমপক্ষে ৮২ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান (৫) ফাইলি কুর্দী নামে পরিচিত শী'আ কুর্দীদের বলপূর্বক ইরানে ঠেলে দেওয়া (৬) ১৯৮৮ সালে ইরাকী কুর্দীস্তানের হালাবজায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার (৭) শক্তিশালী কুর্দী বারজানি উপজাতির ৮ হাযার লোককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান (৮) ১৯৯০ সালে কুয়েত অভিযান (৯) প্রবীণ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যা (১০) প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা (১১) ধর্মীয় দলগুলির বিরুদ্ধে অপরাধ (১২) রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে অপরাধ (১৩) ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির বিরুদ্ধে অপরাধ (১৪) ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দক্ষিণাঞ্চলে শী'আ বিদ্রোহকালে দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী এলাকায় পানি প্রত্যাহার।

সিরিয়ার স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ৭শ' কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানতে সক্ষম

ইসরাঈলের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বলেছেন, সিরিয়া গত ২৭ মে তিনটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা করেছে। এর মধ্যে একটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের স্ফুলিঙ্গের অংশবিশেষ তুরস্কের উপর গিয়ে পড়েছে। ইসরাঈল উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, সিরিয়ার এই স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ৭শ' কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম। ইসরাঈলী গোয়েন্দা বিভাগের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ কর্মকর্তারা বলেন, সিরিয়ার এই ক্ষেপণাস্ত্রে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র রাসায়নিক সমরাস্ত্র বহন করতে সক্ষম। এই তিনটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক নিক্ষেপ গত ৩ জুন সম্পন্ন হয়। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে নিক্ষেপ করা ঐ ক্ষেপণাস্ত্র সিরিয়ায় এই প্রথমবারের মত পরীক্ষা করা হ'ল। সিরিয়া তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী দেশ ইসরাঈলের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ২০০১ সাল থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আসছিল।

প্রবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় চীনকে ধরতে যাচ্ছে পাকিস্তান

চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ এখন আর ভারত নয়। এটা এখন পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আযীয সপ্তাহান্তে তার দেশের অর্থনীতির যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, তার দেশের ১১ হাযার কোটি ডলারের অর্থনীতিতে ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ৮.৪ ভাগ। বিশ্বের ১০টি অতি জনবহুল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র চীনের প্রবৃদ্ধিই পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে। চীনের জিডিপি হচ্ছে ৯.৫ ভাগ। আর ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত বছরে ভারতের জিডিপি হচ্ছে ৬.৫ ভাগ। বর্তমানে পাকিস্তানের লক্ষ্য হচ্ছে চীনের জিডিপির পর্যায়ে চলে আসা। কেননা দেশটি চীনকে ধরার মত দূরত্বে অবস্থান করছে। গত ১৩ জুন পাকিস্তানের বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আগামী অর্থবছরের জন্য জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ ভাগ। আর চীন ও আগামী অর্থবছরে ৮ ভাগ জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ডায়াবেটিস রোগীর পেটের শিশুরা হয় স্বাস্থ্যবান

মহিলা ডায়াবেটিস রোগী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঐ রোগের ব্যাপক চিকিৎসা করলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিশু জন্ম দেন। অষ্ট্রেলীয় ডাক্তার ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গত ১৩ জুন এ তথ্য দিয়েছেন। ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত ৪৯০ জন অন্তঃসত্ত্বা ও তাদের গর্ভের শিশুদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। জরিপে বলা হয়, ৪৯০ জনই অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ডায়াবেটিসের র‍্যান্ডম বা ব্যাপক চিকিৎসা করানোর পরও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিশু জন্ম দিয়েছেন। একই সময় ডায়াবেটিস রোগের নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণকারী ৫০০ জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার উপর অপর একটি জরিপ চালানো হয়। এই জরিপে ৩টি মৃত শিশু জন্মদানের ঘটনা এবং জন্মগ্রহণের পর অপর দু'টি শিশু মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়। র‍্যান্ডম চিকিৎসা গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা অধিক সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট শিশু জন্মদান করেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঐসব মায়ের শিশুরা জন্মগ্রহণের পর যেমন ঠিক গর্ভাবস্থায়ও তেমনি সুস্থ থাকে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

কৃত্রিম লোহিত কণিকা!

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমাটোলজি বা রক্তবিদ্যার প্রফেসর লুক ডুমে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর আম্বিলিকার্ল বা নাড়ী থেকে স্টেম সেল (কোষ) নিয়ে তা থেকে রক্তের অক্সিজেন বহনকারী লোহিত কণিকা তৈরী করেছেন। এই আবিষ্কার করার (Invention) কাজে তাদের প্রধান ২টি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয় বলে লুক ডুমে বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ বা কঠিন কাজ ছিল প্রচুর সংখ্যক লোহিত কণিকা তৈরী করা। আমাদের প্রথম কাজ ছিল একটা স্টেম সেল থেকে ২০ লাখ স্টেম সেল তৈরী করা। আমাদের সামনে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ আসে লোহিত কণিকার কোষ থেকে। রক্তের মধ্যে এটাই একমাত্র কণিকা বা কোষ, যাকে নিউক্লিয়াস বাইরে রেখে তারপর রক্তের সাথে মেশাতে হয়। আমরা কৃত্রিম অস্থি-মজ্জা তৈরী করে এই সমস্যার সমাধান করি। এভাবেই আমরা রক্তের লোহিত রক্ত তৈরী করতে সমর্থ হই।

প্রফেসর ডুমে ১ ব্যাগ রক্তের যে সংখ্যক লোহিত কণিকার কোষ থাকে সেই সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় ২ লাখ কোটি কণিকা বা কোষ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারের বাইরে ব্যাপক (বাণিজ্যিক) ভিত্তিতে কৃত্রিম রক্ত তৈরীতেও খুব বেশী দিন লাগবে না বলে প্রফেসর লুক ডুমের ধারণা। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, লোহিত রক্ত কণিকার কোষ প্রচুর সংখ্যায় তৈরী করা যায়। এর পরের ধাপে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে এই কোষ কারখানায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরী করা যায়। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পর্যাপ্ত তহবিল নিয়ে নামলে আমরা আগামী ২ থেকে ৪ বছরের মধ্যে এটা তৈরী করতে পারব। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, কৃত্রিম পদ্ধতিতে যে রক্ত তৈরী হবে তাতে সংক্রমক কোন রোগের জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। তবে এই পদ্ধতিতে তার চাইতেও একটা বড় সুবিধার কথা ব্যাখ্যা করেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুক

ডুমে। তিনি বলেন, রক্তদাতাদের কাছে থেকে যখন রক্ত সংগ্রহ করা হয়, তখন সেই রক্তে নতুন সৃষ্টি হওয়া লোহিত কণিকার পাশাপাশি থাকে এমন সব লোহিত রক্ত কণিকার কোষ যেগুলির মরে যাবার সময় হয়েছে। একটা লোহিত কণিকার কোষ বেঁচে থাকে ১২০ দিন। সুতরাং রক্তদাতাদের রক্ত রোগীর শরীরে গড়ে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ কার্যক্ষম থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তৈরী কৃত্রিম রক্ত বা লোহিত কণিকা পুরো ১২০ দিন বা ৪ মাস কার্যক্ষম থাকবে রোগীর শরীরে। তার মানে হচ্ছে রোগীর শরীরে আর ঘন ঘন রক্ত দেয়ার দরকার হবে না। তার পরিবর্তে অনেক বেশী দিনের ব্যবধানে রক্ত দিলেই চলবে। এই রক্তের আবার একটা বিশেষ সুবিধাও রয়েছে। কোন রোগীর দেহে রক্ত দেওয়া হ'লে, এই রক্তের লোহিত কণিকা যখন মরে যায়, তখন তা থেকে আয়রন বের হয়ে রক্ত প্রবাহের সাথে মিশে যায়। এই অবাঞ্ছিত আয়রন হৃদযন্ত্র, লিভার ইত্যাদি অঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। প্রফেসর ডুমে বলছেন, তাদের তৈরী রক্ত এই জটিলতা থেকে রোগীদের রক্ষা করবে।

মোটকথা, যরূরী ভিত্তিতে যত ব্যাগই রক্তের দরকার হোক না কেন এই পদ্ধতি সফল হ'লে রক্তের আর কোন অভাব হবে না।

ভেড়ার মূত্রে বায়ু শোধন!

গাড়ীর ইঞ্জিনের ধোঁয়া নির্গমন পথে ভেড়ার মূত্র ছিটিয়ে বায়ু দূষণ রোধ করার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছে একটি ব্রিটিশ পরিবহন কোম্পানী। স্টেইজ কোচ নামের শীর্ষ ঐ ব্যক্তি মালিকানাধীন পরিবহন কোম্পানীটি সম্প্রতি উইঞ্চেষ্টারের প্রতিটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ভেড়ার মূত্র ধারণের জন্য একটি করে ট্যাংকি সংযোজন করে দিয়েছে। বাসগুলি যখন রাস্তায় চলবে তখন একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এর ধোঁয়া নির্গমন পথের মধ্যে ঐ ট্যাংকি থেকে ভেড়ার মূত্র ছিটতে থাকবে। ভেড়ার মূত্র বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসকে বিশুদ্ধ করতে পারে বলে কোম্পানীটি বায়ু দূষণ রোধে এই অদ্ভূত উপায় বেছে নিয়েছে বলে এর পরিচালক স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিকে জানান।

সাড়ে ৬ হাযার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লাভ

ইউরোপে এক বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীনতার দিক থেকে যা কেবল মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। জানা গেছে, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও শ্লোভাকিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে ১৫০টির বেশী বিশালায়তনের উপাসনালয়। যেগুলি নির্মাণে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মাটি, কাঠ এবং জীব-জন্তুর হাড়গোড়। ধারণা করা যায়, উপাসনালয়গুলি নির্মাণ করা হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ৪৬০০-৪৮০০ সালের মধ্যে। ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে কোন জনগোষ্ঠী উপাসনালয়গুলি নির্মাণ করে থাকবেন, যাদের পেশা ছিল পশু পালন। উপসনালয় সমূহের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। খনন এলাকা থেকে পাথর, হাড়, কাঠের যন্ত্রপাতি, মানুষ এবং প্রাণীর সিরামিকের আঙ্গুলও পাওয়া গেছে। পূর্ব জার্মানীর লেইপনিং এলাকার অথাইথরা গ্রামে আবিষ্কৃত উপাসনালয়ের চারপাশে অন্তত ২০টি ভবন পাওয়া গেছে। এসব ভবনে ৩শ' লোক বাস করত বলে ধারণা করা হয়। সদ্য আবিষ্কৃত এ জনপদের এখনও কোন নামকরণ করা হয়নি। টানা ৩ বছর খননকার্য চালিয়ে সম্প্রতি প্রাচীন এ সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে।

সংগঠন সংবাদ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে উত্তাল সারাদেশ

রাজশাহী, ৩রা জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে এক ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে জোট সরকার যে অপরাধ করেছে তার কোন মাশুল হ'তে পারে না। তিনি আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, বিগত কোন সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর তাবলীগী ইজতেমা বন্ধ করেনি। অথচ ইসলামী মূল্যবোধের এ সরকার আমাদের তাবলীগী ইজতেমা অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে এবং পল্টনে আমাদের সমাবেশ করার অনুমতি দিয়ে মাত্র ১ দিন পূর্বে তা বাতিল করে দিয়েছে। অন্য কোন সরকার যে অন্যায় করেনি এ সরকার তা-ই করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। অপরদিকে প্রকৃত জঙ্গীদের আটক করে দু'একদিন জামাই আদরে রেখে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার আজ ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। ডঃ গালিবকে সন্ত্রাসী, ডাকাত, জঙ্গী বানানোর ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা দেখিয়ে তারা সারাদেশের বিবেকসম্পন্ন মানুষকে অপমান করেছে। তাদের হাতে জনগণের জান-মাল-সম্ভ্রম ও দেশের স্বাধীনতা আদৌ নিরাপদ নয়। তিনি বলেন, আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাতে চাই, আহলেহাদীছ

আন্দোলন ইসলামের নামে কোনরূপ চরমপন্থাকে সমর্থন করে না। জঙ্গীবাদের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কোন সম্পর্ক নেই। 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' ও 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ'-এর সাথেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কোনরূপ সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে গাড়ী রিজার্ভ করে আগত কর্মীরা শহরে প্রবেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রেলগেইট, তালাইমারী ও সিএণ্ডবি থেকে ব্যানার সহ পায়ে হেঁটে মিছিল করতে করতে সমাবেশে যোগদান করেন। এসময় মিছিলকারীদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে রাজশাহী মহানগরীর আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছিল। প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে উপস্থিত বিশাল জনতা মনিচত্বর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে। সমাবেশে প্রায় দশ সহস্র কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

দৌলতখালী, কুষ্টিয়া ৫ জুন রবিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় দৌলতখালী মাদরাসা মাঠে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে এক ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আব্দুর রাযযাক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা ইউনুস আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাজীদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আলী।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৮ জুন বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় ভগলুর বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার অন্যায় গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আউনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা' সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের ও স্থানীয় মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ প্রমুখ।

ইসলামপুর, জামালপুর ৯ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় ঢেঙ্গারগড় আলিম মাদরাসা প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা' সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস'উদ আহমাদ, মাওলানা শামসুল হক প্রমুখ।

ধর্মদহ, কুষ্টিয়া ৯ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ধর্মদহ বাজার প্রাঙ্গণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, সহ-সভাপতি নাযীরুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ আমীরে জামা'আত সহ চার নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দাবী করেন।

নরসিংদী ১০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা' সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুন, খিদীরপুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুল কুদ্দূস, সর্পনৈগড় জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

সিলেট, ১০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সারাদিন ব্যাপী সিলেট শহর ও প্রত্যন্ত 'আহলেহাদীছ' এলাকাগুলিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচী পালিত হয়। এ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে যেলার কানাইঘাট থানার তিনসতি, নওয়াগ্রাম ও গাছবাড়ি, গোয়াইন ঘাটের কাপাউড়ায় পৃথক পৃথক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, বাঁশবাড়ী মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শামসুল ইসলাম, মাওলানা তাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আনোয়ারুযযামান, মাওলানা ফায়যুল ইসলাম প্রমুখ।

বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে এক সুধী ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাচোল রেলষ্টেশন ইসলামিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আব্দুল্লাহ মোস্তফা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ তাছাদ্দুক হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ তাফাযযুল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ নেফাউর রহমান, মাষ্টার মাওলানা মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (পারদিলালপুর), মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ ও আব্দুল মান্নান (চৌডালা) প্রমুখ।

মাওলানা মুহাম্মাদ তাফাযযুল হকের পরিচালনা ও মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ ইসরাফীল হক এবং জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ সা'দ ওয়াক্কাস।

সিলেট ১৩ জুন সোমবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে হাজী কুদরতুল্লাহ মার্কেটস্থ যেলা কার্যালয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে ব্যবসায়ী শেখ মুহাম্মাদ ফীরোযের সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে বন্দী করে ৩ কোটি আহলেহাদীছকে সন্ত্রস্ত করে সরকার প্রমাণ করেছে, সরকারই মূল সন্ত্রাসী। তারা বলেন, আমীরে জামা'আত ও তাঁর সহযোগীরা জঙ্গী নন, সন্ত্রাসীও নন। তথাপি প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার জন্য তাঁদের মত বরেণ্য ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করে মঞ্চস্থ করা হয়েছে এই প্রহসনের নাটক। বক্তাগণ অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে এই নাটকের অবসান ঘটানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

চণ্ডীপুর বাজার, ঝিনাইদহ, ৩০ মে সোমবারঃ অদ্য পশ্চিম লক্ষ্মীপুর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার মুহাম্মাদ ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহবায়ক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন মাষ্টার নূরুল হুদা ও হাফেয আব্দুল আলীম। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান ও অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

আটরশি, ফরিদপুর ১৩ জুন সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিশ্বজাকের মঞ্জিল সাড়ে সাতরশি শাখার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বানীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

অত্র শাখার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আইনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব আব্দুছ ছামাদ।

যশোর, ২৪ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা কার্যালয় ষষ্টিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে ১টি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে যশোর দড়াটানা ভৈরব চত্বরে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম আবদুল লতীফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও সমাবেশের আহ্বায়ক কাযী আতাউল হক, আল-আমীন জামে মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকার খত্বীব মাওলানা মুনীরুদ্দীন ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর মুবাল্লিগ আবদুল গণী মাহমূদ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি শান্তিপ্রিয় সংগঠন। জঙ্গীবাদের সাথে এ সংগঠনের কোনরূপ সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই। আহলেহাদীছ আন্দোলন সহ দেশের তাওহীদী জনতা নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার মেনে নেয়নি এবং নিবেও না। তারা সরকারের নিকট তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানিয়ে বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করলে দেশের ৩ কোটি আহলেহাদীছ জনতা কঠিন আন্দোলন গড়ে তুলবে। সমাবেশে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

জীবনের সকল স্তরে অহি-র বিধান অনুসরণের আহ্বানের মধ্য দিয়ে
জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঢাকা ১৭ জুন ২০০৫ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯ টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'মদীনা'র সম্পাদক ও 'জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলাম'-এর সভাপতি মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'-এর আমীর হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান, 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, 'ইসলামী ঐক্যজোট'-এর মহাসচিব জনাব আবদুল লতীফ নিযামী, 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন'-এর মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, 'জাতীয় গণমুক্তি আন্দোলন'-এর মহাসচিব জনাব গোলাম মোস্তফা, সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট ডঃ রফীকুল ইসলাম মেহেদী প্রমুখ। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হ'তে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় দয়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির বাবু, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস, এম, আবদুল লতীফ, **'মাসিক আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

যেলা প্রতিনিধিগণের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সিলেট যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুছ ছবূর চৌধুরী, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান, গাযীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, রাজশাহী যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মা'ছূম প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী), মাওলানা আমানুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (পাবনা) প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন, ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে আলেমদের সমর্থন নিয়ে বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আলেমদেরকেই হয়রানি করছে। এটি নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত, দুঃখজনক ও লজ্জাকর। তিনি বলেন, জোট সরকার আহলেহাদীছদের প্রকৃত ইতিহাস জানে না বলেই তাদের উপর জঙ্গীবাদের মত মিথ্যা ও ন্যক্কারজনক অপবাদ দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, আহলেহাদীছ অর্থ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। হাদীছ বলে দু'টাকেই বুঝানো হয়েছে। যুগে যুগে আহলেহাদীছগণ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। সালাফে ছালেহীনগণ তাদের লেখনী ও বক্তব্যে এ জামা'আতের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে এদেশের প্রথম ইসলামী আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলনের পূর্বে কোন সংগঠিত ইসলামী আন্দোলন এদেশে ছিল না। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ দু'জনের মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদের পরেও জিহাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন আহলেহাদীছগণই। তাঁরা হ'লেন মাওলানা বেলায়েত আলী ১৮৫২ সাল পর্যন্ত ও এনায়েত আলী ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এবং দীর্ঘ ৪০ বছর জিহাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার ছেলে আব্দুল্লাহ। যে যুগকে জিহাদ আন্দোলনের 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে মুক্তি আন্দোলন ছিল এটাই ছিল জিহাদ আন্দোলন। আহলেহাদীছরাই ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সীমান্ত প্রদেশে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপট উল্লেখ পূর্বক বলেন, বিশাল ঐতিহ্যবাহী এই আন্দোলনের বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নের্তৃত্ব **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার উপর জঘন্য অপবাদ এনে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা বিগত ইতিহাসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের তীব্র বাধাসংকুল এবং সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী ও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক চরম নিপীড়নের চিরন্তন অধ্যায়কে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, ইসলামী গবেষক, সুসাহিত্যিক, দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবক প্রফেসর ডঃ গালিব আজ 'বোমাবাজ' অভিহিত হয়েছেন। ৭০ বছরের প্রবীণ আলেম আব্দুছ ছামাদ সালাফী 'ডাকাত' লকব পেয়েছেন। এগুলি বহু পুরোনো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি।

তিনি জিহাদের অপব্যাখ্যাকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সমাজ চরিত্র বিধ্বংসকারী সিনেমা হল আর ঐ সূদখোর এনজিও অফিসগুলিতে বোমা হামলা ও মানুষ হত্যার নাম জিহাদ নয়। এটা মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী ঘাতকদের

নীলনকশা বাস্তবায়ন করা এবং তাদেরকে এদেশ দখলের সুযোগ করে দেওয়া মাত্র। এর সাথে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমলের কোন সম্পর্ক নেই। সিনেমা দেখা, মেলায় যাওয়া অবশ্যই কুরুচিপূর্ণ এবং জঘন্য কাজ। কিন্তু এটা হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়। আর এই অপরাধের জন্য বিচারের দায়িত্ব দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের।

তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কোন পুলিশী সরকার নয়। গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের অধিকার থাকবে, মত প্রকাশের অধিকার থাকবে, মিটিং মিছিল, সভা-সমাবেশ করার অধিকার থাকবে, আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার থাকবে। থাকবে ধর্মীয় স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক দেশের নেতারা প্রজাদের প্রভু নয়। তারা জনগণের খাদেম। পুলিশ বাহিনীকে রাস্তায় রাস্তায় লেলিয়ে দিয়ে নিরীহ জনগণকে নির্বিচারে গ্রেফতার করে হয়রানি করা গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ নয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন নেতৃত্বকে সংশোধন করতে চায়। তিনি গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন ডঃ গালিব ও প্রবীণ আলেম শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর বিরুদ্ধে যদি সত্যিই বোমা হামলা ও খুন-ডাকাতির মত ন্যক্কারজনক কাজের রিপোর্ট দিয়ে থাকেন তাহ'লে এ ধরনের গোয়েন্দাদের হাতে জনগণের জান-মাল, ইযযত-সম্ভ্রম, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আদৌ নিরাপদ নয়। তিনি বলেন, আমরা এ ধরনের গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার চাই।

তিনি বলেন, কুরআনের ধারক-বাহক দেশের আলেম-ওলামা। গোয়ান্তানামো-বে বন্দী শিবিরে কুরআন অবমাননা করে যদি আমেরিকা অন্যায় করে থাকে, তাহ'লে ডঃ গালিব সহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের চার শীর্ষ আলেমকে বন্দী করে জোট সরকার বুশের মতই অন্যায় করেছে। তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, জোট সরকারের ইসলামী দলটি আলেমদের নির্যাতন এবং ইসলামের অবমাননার বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে 'মডারেট' দলের সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে তারা মিছিল, প্রতিবাদ করলেন অথচ সেই কুরআনের যাঁরা ধারক-বাহক তাঁদের প্রতি এই অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামান্য একটা বিবৃতি দেওয়ারও সৌজন্য দেখাতে পারেননি।

সমাবেশে 'জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলামে'র সভাপতি ও 'মাসিক মদীনা'র সম্পাদক **মাওলানা মুহিউদ্দীন খান** বলেন, এই সমাবেশ শুধু আহলেহাদীছ আন্দোলনের নয় বরং এটা এদেশের প্রকৃত তাওহীদী জনতার সমাবেশ। ডঃ গালিব সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতারে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এদেশে দুই বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী হয়ে বাপের কাঁধে চড়ে আদালতে হাযিরা দিতে আসে, তিন বছরের শিশু খুনের মামলার আসামী হয়ে মায়ের কোলে চড়ে আদালতে হাযির হয়, যার নযীর অন্য কোন দেশে নেই। আজকে ডঃ গালিব ও তাঁর সহযোগীদের নিকৃষ্ট অপবাদ দিয়ে গ্রেফতার করে সেরূপ নযীরবিহীন দৃশ্যই দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন, এদেশের কলমসৈনিকদের মধ্যে সৈয়দ আহমাদ শহীদের প্রকৃত উত্তরসূরী হিসাবেই ভূমিকা পালন করছেন ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। জোটের রূপকারদের মধ্যকার একজন হিসাবে আমি বলতে চাই, এদেশের আলেম-ওলামার রক্তের উপর পা রেখে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এদেশের আলেম-ওলামার ত্যাগের বিনিময়ে স্বৈরাচার উৎখাত হয়েছে। আর এই চারদলীয় জোট সরকারের আমলেই ডঃ গালিবের মত এ দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞ আলেম এবং শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মত প্রবীণ আলেমকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জেলে ঢোকানো হবে-এটা চরম ধিক্কারজনক। ডঃ গালিবের প্রতি এ নির্মম অত্যাচারে এদেশের আপামর মুসলমানদের কলিজায় আঘাত লেগেছে। তিনি অনতিবিলম্বে ডঃ গালিবের মুক্তি ও তাঁর বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া লজ্জাকর সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় আমি ক্র্যাচে ভর করে হ'লেও রাস্তায় নামব। তিনি আলেম-ওলামার উপর এই নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশের সকল ওলামায়ে কেরামের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ইসলামের দোহাই দিয়ে জোট সরকারকে আবার ক্ষমতায় আসতে হ'লে ডঃ গালিবকে চিনতে হবে। ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করে সরকার পৃথিবীর সকল আলেমের হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে। কারণ ডঃ গালিব ইসলামী বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ইসলামেরই দাবীদার কেউ কেউ তাঁকে জেলখানায় নিতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে। তিনি তাদেরকে তওবা এবং ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, এদেশের জনগণ ক্ষেপে গেলে তারা বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়েও রেহাই পাবে না। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, হানাফী-আহলেহাদীছ বিভেদ সৃষ্টি করে এদেশের আলেম-ওলামাকে জব্দ করার হীন ষড়যন্ত্র সফল হবে না। এদেশের জনগণ ঐসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবেই। তিনি ডঃ গালিব ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের জন্য উপস্থিত সকলকে দো'আ করার আহবান জানান এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিজে দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ! উপমহাদেশের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে তুমি ধ্বংস কর না'। তাঁর অত্যন্ত আবেগঘন এই বক্তৃতাকে উপস্থিত বিশাল তাওহীদী জনতা সমস্বরে মুহুর্মুহু স্লোগান দিয়ে সমর্থন জানায়।

'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'-এর আমীর হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান বলেন, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ডঃ গালিবের মত একজন অত্যন্ত উঁচুমানের জ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, একজন প্রকৃত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সরকার চরম অন্যায় করেছে। তাঁকে গ্রেফতার করে সরকার যে অন্যায় করেছে তার কোন তুলনা নেই, তার কোন প্রতিকারও হ'তে পারে না। সরকারের উচিত এই মুহূর্তে তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি বলেন, যে সরকার দেশের একজন সম্মানিত নাগরিককে মর্যাদা দিতে পারেনি সেই ভীরু, কাপুরুষ সরকারের কাছে জনগণের জান-মাল, সম্ভ্রমের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ সমস্ত কার্যকলাপে সরকারের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তিনি জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ডঃ গালিবের মত সম্মানিত ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের গোনাহের বোঝাকে আর ভারী করবেন না, আল্লাহর গযবকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবেন না।

তিনি অনতিবিলম্বে তাঁদের মুক্তি কামনা করেন।

'ইসলামী ঐক্যজোটে'র মহাসচিব **মাওলানা আবদুল লতীফ নিযামী** বলেন, আজকে ইসলাম ও মুসলমানদের উপরে যে অত্যাচার-নির্যাতন চলছে তা একমাত্র মুসলমানদের অনৈক্যের কারণেই। মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হ'লে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই। মুসলমানরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষার দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা তাদের এই দুর্গতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। মুসলমানদের কাছে যে সম্পদ আছে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করলে সারা বিশ্বকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। কিন্তু তারা তাদের এ সম্পদ পাশ্চাত্যের প্রভুদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে। এ অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। তিনি আলেম-ওলামাদের উপর নেমে আসা নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য সকল ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলার আহ্বান জানান।

'জাতীয় গণমুক্তি আন্দোলনে'র মহাসচিব **জনাব গোলাম মোস্তফা** বলেন, শেরে বাংলা একে ফযলুল হকের কাছে তাঁর রাজনৈতিক শিষ্যরা গিয়ে বলেছিল, আপনার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় লেখা হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন শুরু করব। তিনি বলেছিলেন, আনন্দ বাজার পত্রিকা যতদিন শেরে বাংলার বিরুদ্ধে লিখবে, ততদিন মনে করবে আমি শেরে বাংলা মুসলমানদের পক্ষে আছি, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে আছি। যেদিন 'আনন্দ বাজার' পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করে দিবে সেদিন তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

তিনি বলেন, এদেশের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা ইহুদীবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের টাকায়, ভারতীয় আধিপত্যবাদের টাকায় যখন বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ডঃ গালিবের মত শ্রেষ্ঠ আলেমদের বিরুদ্ধে কুচক্রী মিশন শুরু করেছে, তখনই প্রমাণিত হয়েছে যে, ডঃ গালিব প্রকৃতপক্ষেই মুসলমানদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি বলেন, সম্রাট আকবর মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ)-কে বন্দী করে তার পতন ঠেকাতে পারেনি, আওয়ামী লীগ সরকার শায়খুল হাদীছ আল্লামা আযীযুল হক ও মুফতী আমীনী সহ আলেম-ওলামাকে বন্দী করে পতন ঠেকাতে পারেনি। ইসলামী মূল্যবোধের এ সরকারও ডঃ গালিব সহ আলেম-ওলামাকে অবিলম্বে মুক্তি না দিলে তাদেরও পতন ঠেকাতে পারবে না, ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদেরও বিচার করা হবে। আমি জাতীয় গণমুক্তি আন্দোলনের পক্ষ থেকে ডঃ গালিবের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করছি।

'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সেক্রেটারী জেনারেল **মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী** বলেন, ডঃ গালিবের গবেষণাপূর্ণ লেখনী দেশে-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর লেখনী পড়লে একটা নতুন এবং স্বতন্ত্র চিন্তাধারা আসবেই। এ জাতিকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, কিভাবে পরকালে মুক্তি দেওয়া যায়, কিভাবে অহি ভিত্তিক বিধানের অনুকূলে এনে সকলকে একত্রিত করা যায় এটাই ডঃ গালিবের মিশন। অতএব তাঁকে বন্দী করে সরকার চরম অন্যায় করেছে। সরকার একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে তাঁর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে এ সরকারের উপর যে আল্লাহর গযব নেমে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ্যাডভোকেট ডঃ রফীকুল ইসলাম মেহেদী বলেন, আমরা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আহলেহাদীছদের ইতিহাস বলে, তারা ১৯৭১ সালে জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। স্বাধীন দেশে আজকে তাঁরা সুশৃংখলভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। আমাদের এই দেশে একটি সংবিধান রয়েছে। সেই সংবিধান অনুযায়ীই দেশ চলবে। এতে প্রতিটি নাগরিকের সংগঠন করার মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন ইসলামের মূল আদর্শধারী একটি সংগঠন। এ সংগঠনের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। কোন গণতান্ত্রিক সরকার সংবিধান লংঘন করতে পারে না। সরকার ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করে চরম অন্যায় করেছে। তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে মুক্তি না দিলে আমরা আইনী লড়াই করে অচিরেই তাঁদেরকে মুক্ত করে এই মঞ্চে হাযির করব ইনশাআল্লাহ।

সামাবেশে আমন্ত্রিত অতিথি কুষ্টিয়া রিয়িয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট **সা'দ আহমাদ** অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হ'তে না পেরে লিখিত বক্তব্য পাঠান। তাঁর লিখিত বক্তব্যটি পাঠ করে শুনান 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, তাওহীদের আওয়াজে সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশে চার দলীয় জোটের শাসনকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষাবিদ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অকুতোভয় গবেষক ও কলম সৈনিক ও আল্লাহ্র যমীনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এক নির্ভীক এবং অত্যন্ত উঁচুমানের সংগঠক লাখো মানুষের নিকট শ্রদ্ধাশীল অথচ বিরোধী শিবিরে জঙ্গী নেতা হিসাবে প্রচারিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র সম্মানিত আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বর্তমান সময় এদেশের সবচেয়ে নির্যাতিত ব্যক্তিত্ব।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর ডঃ গালিবের সুলিখিত ডক্টরেট থিসিস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লে এই বইটি (৫৩৭ পৃষ্ঠা) পাঠের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। প্রচলিত অর্থে তিনি রাজনৈতিক নেতা বা রাজনীতিবিদ নন। কোন দলের অন্ধ সমর্থকও নন। হরতাল, ঘেরাও, রেললাইন উপড়ানো, গাড়ীতে আগুন লাগানো, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী যেকোন মুনকার বা ঘৃণ্য কাজ থেকে লক্ষ যোজন দূরে তাঁর অবস্থান। তাঁর সংগঠনের প্রধান ও একমাত্র কাজ হচ্ছে যাবতীয় শিরক বিদ'আত পরিহার করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সনাতন ইসলামমুখী করে সমাজ সংস্কার করা।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এদেশে বা বিশ্বের অন্যান্য দেশে কোন নতুন সংগঠন নয়। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এই সংগঠন ধর্মীয়, শিক্ষামূলক, সমাজকল্যাণমূলক ও সমাজ সংস্কার মূল

কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে আলেম-ওলামাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক কিন্তু এদেশের ইতিহাসে এ উদাহরণও রয়েছে যে, পঞ্চাশের দশকে খুঁটিনাটি বিষয় পরিহার করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে একমত হয়ে ২৩ দফা মূলনীতি রচনা করেছিল, যা স্বৈরাচারী আয়ুবের স্বৈরশাসনে বাতিল হয়ে যায়।

তিনি বলেন, এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি বেশ কিছু দিন থেকে দেশের শাসন ব্যবস্থার কিছুটা বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে প্রখ্যাত আলেম-ওলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল এবং বামপন্থী খবরের কাগজের সাহায্যে ঢালাওভাবে তাঁদেরকে সশস্ত্র জঙ্গী নেতা ও তালেবান হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন জনগণের মধ্য থেকে প্রতিবাদমুখর আওয়াজ উত্থিত হওয়া ছাড়াও, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক জোট সরকার বলিষ্ঠভাবে এসব মিথ্যা প্রচারণা বারবার অস্বীকার করে আসছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ডঃ গালিব সহ অনেককে ইসলামী জঙ্গী নেতা হিসাবে চিত্রিত করে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে, একই সঙ্গে বহু জেলায় কিছু তদন্তাধীন মামলার সঙ্গে জড়িত করে যেভাবে আদালতে আসামী হাযির করার প্রয়োজনে বাংলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত যেলাগুলিতে তাঁদেরকে নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু হ'ল তার একটা উদাহরণ পাই শেখ মুজীবর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলনের সময়। তখন আমরা অনেক দলই শেখ ছাহেবের মুক্তির প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছিলাম। শেখ ছাহেব যত যেলায় রাজনৈতিক জনসভা করেছিলেন- প্রায় সব যেলাতেই তাঁকে পুলিশের কড়া প্রহরায় নিতে হয়েছে এবং আমি একথা অবশ্যই বলব শিকলে বাঁধা এসব কষ্টকর সফর কোন আসামীর জন্য নিশ্চয়ই আরামদায়ক নয় এবং তৎকালীন সরকারের পক্ষে ভদ্রোচিত ছিল না। এর পরিণাম কি হয়েছে ইতিহাসের পাতায় কালো কালি দিয়ে তা লিখা রয়েছে। যা কাগজের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেললেও মানুষের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি।

আমি সরকারকে জানাতে চাই দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ গালিব ও অন্যান্য আলেম-ওলামাদের ৫৪ ধারায় আটকিয়ে এবং বিভিন্ন অসম্মানজনক মামলায় জড়ানোর যে চেষ্টায় রত আছেন, তা প্রত্যাহার করুন এবং জোট সরকারের জনপ্রিয়তার স্থায়ীত্বের জন্য তাওহীদী জনতার হৃদয় নিংড়ানো দো'আ ও সমর্থন লাভ করুন।

১ম অধিবেশন শেষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয় এবং বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সামনে শেষ হয়। বায়তুল মুকাররম মসজিদে জুম'আর ছালাত শেষে মিছিলকারীরা পুনরায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের জন্য মুক্তাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লে পুলিশ পল্টন মোড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে মিছিলের গতিরোধ করে। এ সময় মিছিলকারীদের গগণবিদারী শ্লোগানে প্রকম্পিত হচ্ছিল ঢাকার আকাশ-বাতাস। পুলিশের গতিরোধের স্থানেই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ডঃ গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতার এবং হয়রানির প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে ডঃ গালিবকে মুক্তি না দিলে ৩ কোটি আহলেহাদীছ জনতা নীরব থাকবে না। তারা সাংগঠনিকভাবেই এর জবাব দিবে। 'বাসস' ভবনের সামনে সমাবেশ শেষ হ'লে মিছিলকারীরা ব্যানার, ফেষ্টুন ও বিভিন্ন ধরনের প্লাকার্ড বহন করে পল্টন মোড় অতিক্রম করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে কদম ফোয়ারা ঘুরে মৎস্য ভবন মোড় হয়ে পুনরায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গিয়ে সমাবেশের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেয়। দুপুরের খাবারের পর বিকাল ৩-টা থেকে পুনরায় সমাবেশ শুরু হয়ে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত চলে। সভাপতির সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সমাবেশ শেষ হয়।

সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পাঠ করে শুনান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম-

১. আজকের এই সমাবেশ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম আযীযুল্লাহর নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানাচ্ছে।

২. দেশের তিন কোটি আহলেহাদীছের উপরে আরোপিত কথিত জঙ্গীবাদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা এবং দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৩. আহলেহাদীছ সহ দেশের সর্বস্তরের আলেম-ওলামা এবং ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উপর যাবতীয় হয়রানি বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪. এই সমাবেশ গুয়ান্তানামো-বে বন্দী শিবিরে পবিত্র কুরআন অবমাননার মত ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. ২০০৫-২০০৬ সালের ঘোষিত বাজেটে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কর মওকূফের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. দেশের আইন, শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৭. আজকের এ সমাবেশ যুবচরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বই-পত্র, সাহিত্য প্রকাশ ও ছবিসমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন চিরতরে বন্ধ ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৮. শুধু বই বাজেয়াপ্ত করা নয় বরং কাদিয়ানীদের অনতিবিলম্বে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৯. দেশের সকল কওমী মাদরাসা সমূহকে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান ও সরকারী উদ্যোগে পৃথক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে।

১০. এ সমাবেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত আগ্রাসন ও টিপাই মুখে বাঁধসহ সকল নদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে এবং এ জাতীয় আগ্রাসন বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।

১১. দেশী ও বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় দেশপ্রেমিক মুসলিম জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

১২. আল্লাহ্র অহি-র বিধানের কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসর্ম্পনের একটি মাত্র শর্তে আজকের সমাবেশ সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। কুরআন তেলাওয়াত করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য নেছার বিন আহমাদ এবং জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), শামসুল আলম (যশোর) ও মাওলানা খলীলুর রহমান (জয়পুরহাট)। সমাবেশের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ, সহ-সভাপতি হাফেয শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলম প্রমুখ। দেশের বিভিন্ন যেলা ও এলাকা থেকে প্রায় তিন সহস্র প্রতিনিধি ও সুধী উক্ত সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অডিটরিয়ামের ভিতরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার সাহায্যে বাহিরে থেকে অনুষ্ঠান উপভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন

ডঃ গালিব আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর, বোমা তৈরীর কারিগর নন

যশোর, ৯ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যশোর প্রেসক্লাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কাযী আতাউল হক, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল আযীয, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও খুলনার পাইকগাছা কলেজের অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, ঢাকার আল-আমীন জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুনীরুদ্দীন প্রমুখ। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কাযী আতাউল হক। নেতৃবৃন্দ বলেন, ডঃ গালিব আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর, গ্রেনেড ও বোমা তৈরীর কারিগর নন। তাঁরা আরো বলেন, তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াই দেশের উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে এবং দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণে মাদরাসা, মসজিদ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। এর মধ্যে রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কুমিল্লা যেলায় একটি করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে তিন শতাধিক অসহায় ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। কর্মসংস্থান হয়েছে অনেক শিক্ষিত বেকার জনগণের। এছাড়া বিদেশী দাতাদের সহযোগিতায় তিনি দেশে ছয় শতাধিক মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যার মধ্যে কেবল যশোরেই চল্লিশের অধিক মসজিদ রয়েছে। তাছাড়া নলকূপ স্থাপন, বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণসহ সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত। অথচ তাঁর মত একজন সমাজ সেবককে সরকার মিথ্যা অপবাদে অন্যায়ভাবে বন্দি করে দেশ ও জাতিকে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করছে। নেতৃবৃন্দ ডঃ গালিব সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

মারকায সংবাদ

৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৩ জন ছাত্র ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে- ১. শিহাবুদ্দীন (গাইবান্ধা) ২. মতীউর রহমান (রাজশাহী) ও ৩. ইউসুফ হোসাইন (রাজশাহী)।

দাখিল পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গের অন্যতম' শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৫ জন ছাত্র সাধারণ বৃত্তি লাভ করেছে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে- ১. দেলওয়ার হোসাইন (রাজশাহী) ২. মিছবাহুল ইসলাম (দিনাজপুর) ৩. মশীউর রহমান (লালমণিরহাট) ৪. আব্দুল হামীদ (রাজশাহী) ও ৫. আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

বাঁকাল সংবাদ

বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৪ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ আলিম মাদরাসার ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এবার এ মাদরাসা থেকে ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে মুহাম্মাদ রাসেল ইমরান ও মুহাম্মাদ আতাউর রহমান এবং ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে মুহাম্মাদ ইকরামুল কবীর।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সাবধান!

এই জগত বড়ই বৈচিত্র্যময়। কখনো কখনো বাস্তবতার সঙ্গে কাল্পনিক অনেক কিছুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কাল্পনিক এমন অনেক ঘটনা আছে, যা বাস্তবের সাথে বহুলাংশে মিলে যায়। তেমনি এক কাল্পনিক ঘটনার সাথে বাস্তবতার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগের কথা। এক রাজ্যে ছিল গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যে বাস করত এক বিশাল রাক্ষস। রাক্ষসটা প্রায়ই রাজ্যে হানা দিয়ে অনেক ক্ষতি সাধন করত এবং জীবন্ত মানুষ ধরে তার ক্ষুধা মেটাত। সেদেশের রাজা এ খবর শুনে এর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে রাক্ষসের সাথে চুক্তি করল যে, প্রতিদিন সকাল বেলা একজন করে মানুষ রাক্ষসের কাছে পাঠানো হবে। বিনিময়ে সে আর রাজ্যে প্রবেশ করবে না। রাজা ভাবল, এতে করে অন্তত নিজে বাঁচা যাবে। এভাবে মাস যায় বছর যায়, এক সময় রাজ্যের সকল মানুষ শেষ হয়ে গেল। রাজা এবার ভীষণ চিন্তায় পড়ল কাকে খাবার হিসাবে পাঠাবে। অবশেষে নিজে বাঁচার জন্য তার কর্মচারীদের পাঠানো শুরু করল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তাদের পালাও শেষ হয়ে গেল। রাজা এবার কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওদিকে রাক্ষসের খাবার নেই। সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়েছে তবুও খাবার পৌঁছেনি। সময় যত এগুচ্ছে রাজা ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। এক সময় সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাক্ষস ক্ষুধার জ্বালায় হানা দিল রাজ প্রাসাদে। দেখল রাজা ছাড়া আর কেউ নেই। আর স্বার্থপর রাজাও বেশ মোটাতাজা। তাই রাক্ষস দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজার উপর।

গল্পটি কাল্পনিক। কিন্তু ভেবে দেখছি এই কাল্পনিক গল্পটিই বর্তমান বিশ্বের সংবিধানের ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ এটাকে সামনে রেখে বিশ্বটা চলছে। একটু বুঝিয়ে বলছিঃ

বর্তমান বিশ্বে এক ভয়ানক রাক্ষসের জন্ম হয়েছে। তার দৃষ্টি এতটাই তীক্ষ্ণ যে, মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে কোথায় কি হচ্ছে, কি হবে সবই তার জানা। শুধু তাই নয় মাটির নীচের অমূল্য সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবও তার অজানা নয়। অতীতের সকল রাক্ষসকে হারিয়ে নতুন রেকর্ডও গড়েছে সে। তাই যখন যে দেশে ইচ্ছা বন্ধুর মুখোশ পরে হানা দিচ্ছে অকুতোভয়ে। আর কালো হাতে ছিনিয়ে নিচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ। যেমন নিচ্ছে ইরাকের তেল, ফিলিস্তীনীদের নিজস্ব ভূ-খণ্ড ইত্যাদি। সেই রাক্ষস এখন সুমধুর সুর তুলেছে যে, 'প্রতিটি মুসলিম দেশে নাকি জঙ্গীর আবির্ভাব হয়েছে। আর যে যত জঙ্গী ধরে তার সামনে বলি দিতে পারবে, সে তার কাছে তত প্রিয় হবে এবং বিনিময়ে পাবে নিরাপত্তা, গণতন্ত্রের সুবাতাস ও প্রাকৃতিক সম্পদের কিঞ্চিৎ ভাগ। আর যদি জঙ্গীদের ধরিয়ে না দেওয়া হয়, তাহ'লে ভোগ করতে হবে কঠিন পরিণতি।

সেই সুর শুনে আমরা অন্ধ ভীত-সন্ত্রস্ত তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাকে খুশি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি। সামান্য অর্থ আর লোভ-লালসার আশায় জঙ্গীবাদের দোহাই দিয়ে আল্লাহর নির্ভীক সৈনিকদের ধরিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছি। তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী সংগঠনগুলির উপর কালো হাতের ছোবল দিচ্ছি। পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের প্রজ্বলিত শিখা চিরতরে নিভিয়ে ফেলার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছি।

যার বিষাক্ত ছোবল এসে পড়ল নির্ভেজাল ও আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শে গড়া 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর। আর আমাদের সরকার সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেকে আড়াল করে জঙ্গীবাদের দোহাই দিয়ে বলি দিল **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মত আল্লাহর নির্ভীক সৈনিকদের। কিন্তু সাবধান! তোমরা যারা তাদের জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছ সেই জালে তোমরাও একদিন আটকা পড়বে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর সেই বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ 'তোমরা আল্লাহর রশ্মিকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা' *(আলে ইমরান ১০৩)*। সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! সকল দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে তোমরা একটি দেহে পরিণত হও। জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ডঃ গালিবসহ সকল মুসলিম কাণ্ডারীদের উপর যে নির্যাতন চলছে তা যেন নিজে উপলব্ধি করতে পার এবং যথাযথ প্রতিবাদ করতে পার। আল্লাহই প্রকৃত হেফাযতকারী।

মীযানুর রহমান
সন্তোষপুর, পবা, রাজশাহী।

নাইন ওয়ান ওয়ান

এক সময় মানুষ পুলিশকে দেখলে খুব ভয় পেত এবং শ্রদ্ধা করত। পুলিশ ও বিভিন্ন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী মানুষের বন্ধু, সেবক, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি। বাংলাদেশে অনেক কিছুরই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু ৫৪ ও ১৬৭ ধারার বয়স ১০৭ বছর হ'লেও (১৮৯৮ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের জারী করা) এর কোন পবির্তন ঘটেনি, ঘটানো হয়নি। বর্তমানে পুলিশের প্রতি মানুষের ভীতি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। এখন দেশে পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে যতটা আলোচনা হয় আর কোন বিষয় নিয়ে ততটা আলোচনা হয় না। পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের মূল অস্ত্রই হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির (সিআরপিসি) ৫৪ ও ১৬৭ ধারা।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে যে কাউকে যেকোন সময় গ্রেফতার করে কমপক্ষে এক মাসের আটকাদেশ দেয়া যায়। আর ৫৪ ধারা ও ১৬৭ ধারায় সন্দেহ বশত যে কাউকে গ্রেফতার এবং রিমাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করার অবাধ সুযোগ রয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন সহ ৫৪ ধারা ও ১৬৭ ধারার অপপ্রয়োগ নিয়ে দেশে সমালোচনার শেষ নেই। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার এবং গ্রেফতার পরবর্তী ১৬৭ ধারায় স্বীকারোক্তি আদায়ে রিমাণ্ডের নামে যা ঘটে তা সবার জানা। এসব আইন প্রতিটি সরকারের আমলেই সরকার তাঁর সুবিধা ও ইচ্ছানুযায়ী যথেচ্ছভাবে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। আর এ সুযোগে পুলিশ সরকারকে খুশি ও ব্যক্তি সুবিধার জন্যও এগুলির প্রয়োগ করে। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ৫৪ ও ১৬৭ ধারা হচ্ছে বিরোধী দলকে দমন-পীড়ন মূলক বিশেষ ব্যবস্থা। এখন দেশের মানুষ পুলিশকে আর বিশ্বাস করে না। কারণ দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে

কিশোরী তানিয়া ধর্ষণ, পুলিশ ছিনতাই, ট্রাফিকদের প্রকাশ্যে চাঁদাবাজী সহ বিভিন্ন কারণে পুলিশ এখন জনগণের বন্ধু নয়। এক কথায় পুলিশকে বেশীর ভাগ মানুষই এখন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। অনেক ভিকটিম ন্যায়বিচার না পাবার কারণে আর থানায় যেতে চায়না। তবে সব পুলিশই যে এমন তা কিন্তু নয়।

'নাইন ওয়ান ওয়ান' আমেরিকান পুলিশদের একটি অতি পরিচিত নম্বর। এই নম্বরের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী তুলে ধরা হ'ল। আমেরিকাতে বসবাসকারী একজন বাংলাদেশী তার গাড়ীর চাবি হারিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে। এ অবস্থা দেখে আরেকজন পাকিস্তানী 'নাইন ওয়ান ওয়ান' নম্বরে টেলিফোন করে তাদেরকে আসার অনুরোধ জানায়। তখনও বাংলাদেশী জানে না যে, 'নাইন ওয়ান ওয়ান' নম্বরটি পুলিশের। অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশের গাড়ী ঘটনাস্থলে এসে হাযির। এবার টেলিফোনকারীর নিকট থেকে সমস্যাটি জেনে তারা গাড়ীর দরজাটা খুলে দেয় এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেয়। পুলিশের এহেন আচরণ ও সেবা দেখে উক্ত বাংলাদেশী রীতিমত বিস্মিত হয় আর বাংলাদেশের কথা ভাবতে থাকে। আমাদের দেশে কোন কাজে পুলিশ আসলে তাদের উন্নত সেবা সহ যাতায়াত বাবদ সম্মানী প্রদান করতে হয়। সেটাও আবার মোটা অংকের, তা না হ'লে চার্জসিট হবে উল্টো। তাছাড়া বর্তমানে খোদ পুলিশরাই চাঁদাবাজি, ছিনতাই সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে।

কিছু পত্রিকার ভাষ্য মতে 'র‍্যাব' হচ্ছে হোমিওপ্যাথির শেষ ডোজ। সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব ব্যর্থ না হ'লেও তারা অনেকে নিজেরাই সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে দেশবাসীর র‍্যাব কর্তৃক কাংখিত প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, হচ্ছে না। এবার সন্ত্রাস দমনে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ কি এবং সেই বাহিনীর নাম কি হবে সেটাই প্রশ্ন? তারাও কি পারবে দেশের সন্ত্রাস নির্মূল করতে? সত্যি কথা বলতে কি জাতি হিসাবে আমাদের দেশপ্রেম খুবই নগণ্য। সন্ত্রাস দমনকারীরাই যদি সন্ত্রাস করে তাহ'লে সন্ত্রাস নির্মূল হবে কি ভাবে? সন্ত্রাস নির্মূল হোক, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হোক প্রকৃত দেশপ্রেমিক, আর 'নাইন ওয়ান ওয়ান' এর মত সৎ ও দায়িত্বশীল পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠুক এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা। সেই সাথে সংশোধন করা হোক বৃটিশ প্রচলিত ৫৪ ও ১৬৭ ধারা।

❐ মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান
প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

ঘরের শত্রু বিভীষণ

পৃথিবীর ইতিহাসে যত ধ্বংসলীলা ও বড় বড় ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে ঘরের শত্রু বিভীষণ। স্মরণ করুন বাগদাদের ধ্বংসলীলার কথা। সেদিন ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে মুসলমানরাই মুসলমানদের শায়েস্তা করার জন্য হালাকু খাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। উপমহাদেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পিছনে ঘরের শত্রু বিভীষণরূপী মীরজাফর, ঘষেটি বেগম, ইয়ার লতীফ খাঁন প্রমুখরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল। ঘরের শত্রু বিভীষণরাই চিরকাল ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ করেছে। ইতিহাসে এই ঘরের শত্রু বিভীষণদের অস্তিত্ব কোনদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এদের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। বরং নিত্য নতুনরূপে এদের আবির্ভাব ঘটছে।

আধুনিক বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা হ'ল গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখ দিবাগত রাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতার। উক্ত ঘটনার পিছনে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঘরের শত্রু বিভীষণদের কালো হাতের ইশারাও কোন অংশে কম নয়। এমনই একজন গত কয়েক বছর পূর্বে আর্থিক দুর্নীতির কারণে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হয়। তারপর 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' ব্যর্থ প্রচেষ্টার ন্যায় নিজ অর্থ আত্মসাতের কাহিনী ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আমীরে জামা'আত ও নায়েবে আমীরের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কল্পকাহিনী ফেঁদে বসে। ২০০১ সালের জুন মাস থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে সে 'কুমীরের একই বাচ্চা বারবার প্রদর্শনের মত' সেই মিথ্যা কাহিনীর প্রচার প্রপাগাণ্ডা করে চলেছে। আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করে নেতাদের জেল-যুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। এ পথে সফলতার মুখ দেখতে না পেয়ে এমন এক নোংরা কুটচালের নাটক মঞ্চস্থ করে, যার ফলশ্রুতিতে সরকার আহলেহাদীছ আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়।

'ঘরের মধ্যে কে রে? আমি কলা খাইনি'। উক্ত প্রবাদের মতই যেদিন **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদ সম্মেলন করে বললেন, 'আমি মনে করি আমার বিরুদ্ধে যাবতীয় অপপ্রচারের জন্য দায়ী সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত ঐ ব্যক্তিটি। সেদিন ডঃ গালিব কোন ব্যক্তির নাম মুখে না নিলেও আমরা দেখলাম ঐ ব্যক্তি পরের দিন ডঃ গালিবের ইঙ্গিত নিজের দিকে লুফে নিয়েছেন এবং সে কথার প্রতিবাদ না করে জঙ্গীদের সুরে সুর মিলিয়ে পত্রিকায় সুন্দরভাবে বিবৃতি দেন, 'ডঃ গালিবের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জঙ্গী গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল'। তার এহেন মিথ্যাচার ইবলীস শয়তানকেও অবাক করেছে। সেদিন থেকে পরপর কয়েকদিন বিভিন্ন পত্রিকায় ডঃ গালিবের নামে নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ অপপ্রচার চলতে থাকে এবং অর্থ আত্মসাতের মিথ্যা ভাঙ্গা রেকর্ড পুনঃপুনঃ বাজানো হয়। যার মূল উৎস ঐ ব্যক্তিটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর আরেকটি অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে, গাজীপুর এলাকায় উক্ত ব্যক্তির কিছু অনুসারী ছিল। তাবলীগী ইজতেমার এক মাস পূর্বেই তারা লোকদের নিকট প্রচার করেছে যে, এ বছর ইজতেমা হবে না। প্রশ্ন জাগে সরকার যে ইজতেমা বন্ধ করবে, একথা এক মাস পূর্বেই তারা কিভাবে জানতে পারে? এতেই প্রমাণিত হয় যে, জঙ্গী নাটক তাদেরই সাজানো ও পূর্ব পরিকল্পিত। যাতে সহজেই সরকারী হস্তক্ষেপ নেমে আসে।

ষড়যন্ত্রকারী এই মহলটির অভিপ্রায় হচ্ছে, ডঃ গালিবের নামে কুৎসা ও অপপ্রচার চালালে, তাঁকে মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে জেলে ঢুকাতে পারলে, আহলেহাদীছ জনসাধারণ তাঁর সংগঠন থেকে দূরে সরে যাবে। ফলে তিনি অসহায় হয়ে পড়বেন। সংগঠন অচল হয়ে যাবে।

কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন কোনদিন পূরণ হবে না। কেননা মীরজাফরদের স্বপ্ন কোন দিনই পূরণ হয় না। অপরদিকে ডঃ গালিব 'বাংলার ইমাম ইবনে তাইমিয়া' রূপে ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

❐ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ যারা বলে, কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা, এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তাই কুরআনের তাফসীর রচনা করার কিংবা হাদীছ মানার প্রয়োজন নেই। মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৩০০ বছর পর হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা সন্দেহযুক্ত বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমান আনতে হয় নেতৃত্বের কাছে শপথের মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থা না থাকায় কেউ ঈমানদার নয়। প্রশ্ন হ'ল, এরূপ ব্যক্তির ঈমান থাকবে কি? তাকে মুসলমান বলা যাবে কি?

-হাসান মাহমূদ
ঝিলটুলী, ফরিদপুর।

উত্তরঃ হাদীছ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলের মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে স্বীকৃত। এ দু'এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে ইসলাম কখনোই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে না। হাদীছ নিঃসন্দেহে কুরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে দেন। যেন তারা চিন্তা ও গবেষণা করে' *(নাহল ৪৪)*।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছকে অস্বীকার করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করা, আর রাসূলকে অস্বীকার করা মানেই আল্লাহকে অস্বীকার করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন লোকদের মধ্যে (মুমিন ও কাফের) পার্থক্যকারী' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪, 'কুরআন-সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

তৃতীয়তঃ হাদীছকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্র 'অহি'কে অস্বীকার করা। কেননা হাদীছও আল্লাহ্র 'অহি'। কুরআন অহিয়ে মাতলূ, অর্থাৎ যা তেলাওয়াত করা হয়, আর হাদীছ অহিয়ে গায়ের মাতলূ, যা তেলাওয়াত করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ তার ইচ্ছামত কিছুই বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকুই বলেন, যা তার নিকটে অহি হিসাবে প্রেরণ করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ)' *(নিসা ১১৩)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিনশ' বছর পর হাদীছ লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মের প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশা থেকেই ছাহাবীগণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সূচনা করেছেন এবং একে অপরকে শুনিয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই)*।

যে দেশে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে দেশের জন্য শপথের মাধ্যম প্রযোজ্য। কিন্তু উক্ত পন্থা ছাড়া মুসলমান থাকা যায় না এটা নিছক যুক্তি মাত্র। এর কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই। কারণ কোন অমুসলিম রাষ্ট্রেও ইসলামী বিধান পালন করে মুসলমান থাকা যায়।

মূলতঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্যগুলি শারঈ দৃষ্টিতে ঠিক নয়। এরূপ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তি মুসলমান থাকবে না। এরূপ ব্যক্তির খুব শীঘ্রই আল্লাহ্র নিকটে তওবা করতঃ হাদীছকে শরী'আতের অকাট্য দলীল হিসাবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কবর খনন করা এবং খাটলি বহন করার বিনিময়ে টাকা নেওয়া বৈধ কি?

-আশরাফ
ধকুরা, বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ উপরোক্ত কার্য সমূহের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অপসন্দনীয় (মাকরূহ)। তবে কেউ মুখাপেক্ষী হ'লে কিংবা প্রয়োজনবোধ করলে গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ (রহঃ) অনুরূপ বলেন *(আল-ইনসাফ ৬/১৯৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছিলেন?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত নির্ধারিত কোন ইমামের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। ছাহাবায়ে কেরাম দশজন করে পালাক্রমে তাঁর জানাযা পড়েছেন। ইমাম ছাড়াই প্রথমে তাঁর পরিবার, অতঃপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির, আনছার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭১ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ মসজিদ ফাণ্ডে ১০ হাযার টাকা আছে। মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার উক্ত টাকা লাভের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেছে যে, ১০ হাযার টাকার বিনিময়ে বছরে দুই হাযার টাকা লাভ দিবে। মসজিদের টাকা এরূপ শর্তে বিনিয়োগ করা যাবে কি? মসজিদের নগদ টাকা রাখার পদ্ধতি কি?

-জাহাঙ্গীর
প্রতিনিধি, দৈনিক আমার দেশ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উপরোক্ত পদ্ধতিতে টাকা বিনিয়োগ করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা লাভ-লোকসানের অংশীদার ছাড়া শুধু লাভ নির্ধারিত করে পুঁজি বিনিয়োগ করলে তা সূদে পরিণত হবে। অর্থাৎ এমন শর্ত, যা শুধু লাভেরই অংশীদার হয় লোকসানের অংশীদার হয় না। মসজিদের সঞ্চিত টাকা শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায় খাটানো যাবে অথবা সূদ মুক্ত পন্থায় ব্যাংকে জমা করে রাখা যাবে *(আশ-শারহুল কাবীর ১২/৩৪২ পৃঃ, মাসআলা নং ১৭৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ ঋতু অবস্থায় ছালাত ছুটে গেলে পরবর্তীতে আদায় করতে হবে কি?

-সখিনা বেগম
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঋতু অবস্থায় যে ছালাত ছুটে যায় তা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার ঈদের খুৎবা প্রদানের সময় মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমাদের দ্বীনের অসম্পূর্ণতা কি? তখন তিনি বললেন, মহিলারা ঋতু অবস্থায় ছালাত-ছিয়াম হ'তে বিরত থাকে *(বুখারী ১/৪৪ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানি ইসলাম পৃঃ ২৫৫, মাসআলা নং ১৭৪)*। তবে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ছিয়াম কাযা করতে এবং ছালাত মাফের কথা বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ 'আখেরী চাহারশম্বা' কাকে বলে। শরী'আতে এ দিবসে কোন আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

-হুমায়ুন কবীর
কদমডাঙ্গা আরাবিয়া সালাফিয়া মাদরাসা
গোয়ালা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'আখেরী চাহারশম্বা' কথাটি ফার্সী। ইরান, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে আরবী ছফর মাসের শেষ বা চতুর্থ বুধবারকে 'আখেরী চাহারশম্বা' বলা হয়ে থাকে এবং দিবস হিসাবে পালন করা হয়। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিনে তাঁর রোগযন্ত্রণা থেকে কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন এবং গোসল করেছিলেন *(ইসলামী বিশ্বকোষ ১/১১৩ পৃঃ)*। আরো কথিত আছে যে, সেদিন সুস্থতা লাভ করলে তিনি আনন্দবোধ করেন *(ফীরোযুল লুগাত, পৃঃ ১১)*। ইসলামী শরী'আতে এ দিবসের কোন ভিত্তি নেই। বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, 'আখেরী চাহারশম্বা উদযাপনের কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়া যায় না' *(ঐ, ১/১১৩)*। সুতরাং এ দিবসকে কেন্দ্র করে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা এবং কোন অনুষ্ঠান পালন করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এটা স্বর্ণযুগে প্রচলিত ছিল না। অতএব তা বর্জন করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭ পৃঃ 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় ১৭/৯৭ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়'। অর্থাৎ ইহা সূদ হবে না'। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার বর্তমানে পেনশন হোল্ডারদের জন্য ১১% লাভে একটি সঞ্চয়পত্র ছেড়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে, সর্বসাধারণের জন্য নয়। সরকার প্রদত্ত এরূপ মুনাফা গ্রহণ করা কি সূদ হিসাবে গণ্য হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
ডাক বাংলা পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সরকার তার কর্মচারীদের নামে প্রতিবছর যে বাড়তি টাকা বরাদ্দ করে, তা গ্রহণ করা সূদ হবে না। কারণ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কিছু দিলেন। আমি বললাম, আপনি আমার চাইতে অধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি এটা নাও এবং সম্পদ হিসাবে গ্রহণ কর অথবা ছাদাক্বা করে দাও। তোমার নিকটে যে মাল আসে, যদি তুমি তার প্রতি আগ্রহী না হও এবং সওয়ালকারীও না হও, তাহ'লে তুমি তা গ্রহণ কর। অন্যথা তুমি তার পিছু নিয়ো না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*। কর্মচারীরা সরকার কর্তৃক সঞ্চিত মূল অর্থই গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু সঞ্চিত অর্থের ১১% লাভে সরকার যে সঞ্চয়পত্র ছেড়েছে তা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ মোহরানা কি? বিয়ের সময় নাকি মোহরানা দিতে হয়। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মোহরানা দেননি এবং দেওয়ার ইচ্ছাও নেই। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ মোহরানাকে আল্লাহ তা'আলা স্বামীর উপর ফরয করেছেন *(নিসা ২৫)*। বিয়ের বৈঠকে প্রদান করুক বা পরে করুক স্বামীকে অবশ্যই স্বীয় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে হবে। অন্যথা স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলামিশা করা হালাল হবে না *(বুখারী 'নিকাহ' অধ্যায় 'মোহর' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। মোহর প্রদানে স্বামী অস্বীকৃতি জানালে স্ত্রীর উচিত হবে সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে আদায় করা। এরপরও সম্ভব না হ'লে স্বামী এর জন্য গোনাহগার হবে এবং আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ শুধু ডানে সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সহো করা এবং পুনরায় আত্তাহিইয়াতু, দরূদ শরীফ, দো'আ মাছুরা পড়ে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে শারঈ বিধান আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রুহুল আমীন
হোটেল রংধনু (আবাসিক)

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সিজদায়ে সহোর নিয়ম হ'ল, যদি ইমাম ছালাত রত অবস্থায় নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হন অথবা লোকমা দিয়ে মুক্তাদীগণ ভুল ধরিয়ে দেন, তবে তাশাহহুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পর পর দু'টি সিজদায়ে সহো দিবেন। অতঃপর সালাম ফিরাবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সহো সিজদাহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, কেবল ডাইনে একটি সালাম দিয়ে সিজদায়ে সহো করার প্রচলিত প্রথার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। অনুরূপ সিজদায়ে সহোর পরে পুনরায় তাশাহহুদ পড়ারও কোন ছহীহ হাদীছ নেই। উক্ত মর্মে ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি যঈফ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩ ২/১২৮-২৯ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ২/৭৯ পৃঃ)*। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত মুসলিমের ছহীহ হাদীছের বিরোধী। সেখানে তাশাহহুদের কথা নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১)*। উল্লেখ্য, ছালাত রত অবস্থায় ইমামের ভুল হ'লে মুক্তাদী 'আল্লাহু আকবার' না বলে 'সুবহা-নাল্লাহ' বলে লোকমা দিবে। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাত অবস্থায় নাজায়েয ও জায়েয আমল সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআত ছুটে গেলে কিংবা ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে কুরআন পড়ার সময় কোন আয়াত বা আয়াতাংশ ছুটে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে না। বরং রাক'আতে কম-বেশী হ'লে কিংবা তাশাহহুদ ছুটে গেলে সহো সিজদা করতে হবে। বলা যেতে পারে সহো সিজদা চারটি কারণে দেওয়া যায়। (১) ছালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাম ফিরালে (২) ছালাত কম-বেশী হ'লে (৩) তাশাহহুদ ছুটে গেলে ও (৪) ছালাতে সন্দেহ হ'লে *(বিস্তারিত দ্রঃ যাদুল মা'আদ ১/১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ জনৈক মহিলার তিনটি কন্যা। তার দ্বিতীয় কন্যার সাথে শিশুকালে অন্য এক ছেলেও দুধপান করেছে। প্রশ্ন হ'ল, ঐ ছেলে তার তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি? দুধমাতা ও দুধবোনের সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রেযওয়ান
প্রভাষক, জামদই বতিউল্লাহ্ আলিম মাদরাসা
বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন মহিলার দুধপান করলে উক্ত মহিলাকে দুধমাতা বলা হয়। ঐ মহিলার দুধপান করার কারণে তার মেয়েগুলি দুধবোন হিসাবে সাব্যস্ত হবে *(ইত্তেহাফুল কেরাম শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৩৩১ 'দুধপান' অনুচ্ছেদ)*। দুধমাতার সকল মেয়ে দুধপানকারীর উপর হারাম। এমনকি ঐ দুধমাতার বোন, দুধমাতার স্বামীর কন্যা, তাঁর স্বামীর বোন (ফুফু), তার স্বামীর মা (দাদী), দুধমাতার ছেলের ছেলে-মেয়েরা সবাই স্থায়ীভাবে হারাম *(তাফসীরে কুরতুবী ৫/৭২, সূরা নিসার ২৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ছেলের জন্য তার দুধমাতার কোন কন্যা বিবাহ করা বৈধ নয়।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ ১৮ বছর পূর্বে আমার মাতা মারা গেছেন। সম্প্রতি আমার নানী মারা গেলেন। নানীর নামে ৬৫ শতাংশ জমি আছে। তার জমি থেকে আমরা দু'ভাই-বোন শরী'আত মোতাবেক কোন অংশ পাব কি?

-সুলতান মাহমূদ
মুলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত নাতি, নাতনির মাতা তাদের নানীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করার কারণে তারা নানীর সম্পদ থেকে কোন অংশ পাবে না। কেননা ইসলামী শরী'আত তাদের জন্য কোন মীরাছ নির্ধারণ করেনি *(ফাতাওয়া ছানাইয়া ২/২৬৬ পৃঃ)*। তবে তার মামারা স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিলে দিতে পারে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ জনৈক মহিলা তার স্বামীর অসুখের মিথ্যা খবর শুনে মানত করেছিল যে, সে যতদিন বাঁচবে ততদিন বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছিয়াম পালন করবে। পরবর্তীতে এভাবে ছিয়াম পালন করায় ঐ মহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক্ষণে করণীয় কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম
জোড়পুকুরিয়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ সম্ভব হ'লে ছিয়াম পালন করাই তার জন্য উত্তম। তবে সম্ভব না হ'লে কাফফারা আদায় করে মানত থেকে মুক্ত হ'তে পারে *(আবুদাঊদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২১৫৭, মিশকাত হা/৩৪৩৬)*। এর কাফফারা হচ্ছে- ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম আযাদ করা কিংবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে যান মর্মে কথাটি কি সত্য?

-মুহাম্মাদ কবীর
ফুলবাড়িয়া, কাঁথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ লাশ বহনের সময় জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন। এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। এজন্য আমি এতক্ষণ বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তারা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ জিন-ইনসান আল্লাহ্র প্রশংসা করে। কিন্তু পশু-পাখি গাছ-পালা ইত্যাদি কি আল্লাহ্র প্রশংসা করে?

-আবুল কালাম

পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ মহাবিশ্বে জিন-ইনসান ছাড়াও অন্যান্য সকল জীব-জন্তু এমনকি জড় বস্তুও আল্লাহ্র অনুগত এবং সকলেই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ *(ইসরা ৪৪; হাদীদ ১; হাশর ১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ ক্বিয়ামতের দিন কাকে সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠানো হবে?

-ইবরাহীম
মহানন্দখালী, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কবর হ'তে উঠানো হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমিই ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সরদার (হব)। আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করব এবং প্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪১; 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ জনৈকা মহিলা বিবাহের কিছুদিন পর তার স্বামীর ভাত খেতে চায় না। কিন্তু তার অভিভাবক জোরপূর্বক স্বামীর ভাত খেতে বাধ্য করে। কিন্তু সে এখনও নারায। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

-আমানুল্লাহ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় দেখতে চান। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যে ভাঙ্গনের আশংকা করা হয়, তাহ'লে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের পরিবারের পক্ষ হ'তে একজন করে জ্ঞানী ও দূরদর্শী মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করতে হবে *(নিসা ৩৫)*। তাতে ফায়ছালা না হ'লে এবং সামঞ্জস্যতা অসম্ভব হ'লে স্ত্রী তার মোহরানা ফেরত দেয়ার মাধ্যমে 'খোলা' করে নিবে *(বাক্বারাহ ২২৯, বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ কাপড় না থাকায় ছালাতের সময় শুধু গামছা মাথায় দিয়ে খালি শরীরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মশিউর রহমান
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খালি শরীরে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন এমন একটি কাপড়ে ছালাত আদায় না করে, যার কিছু অংশ তার দু'কাঁধে থাকে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের সময় কাঁধে কাপড় থাকা যরূরী। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি একটি কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে যেন কাপড়টির দু'কিনারা দু'কাঁধের উপরে রাখে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৬)*।

উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। তবে কারো কাপড় না থাকলে নিরুপায় হয়ে খালি শরীরে ছালাত আদায় করে নিলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ চাশতের ছালাতের ফযীলত কি? এ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কত?

-সিরাজুল ইসলাম
চিনাটোলা, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ের একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার শক্তি আছে এই কাজ করার? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১৫; মুসলিম, মিশকাত ১৩১১ ও ১২)*। চাশতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ রাক'আত পড়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩০৯)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ রাগ হ'লে বসে কিংবা শুয়ে যেতে হয়, একথা কি ঠিক?

-আবুবকর
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ রাগান্বিত হবে তখন যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে যেন বসে যায়। তাতেও যদি রাগ থেকে না যায় তাহ'লে যেন শুয়ে পড়ে' *(আহমাদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫১১৪ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৪৮৮৭)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ ধনীরা আগে জান্নাতে যাবে, না গরীবেরা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদ আলম
কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তরঃ মুমিন গরীব-মিসকীনরা ধনীদের আগে জান্নাতে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, '(মি'রাজের রাতে) আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর বিত্তবান-সম্পদশালীরা আটকা পড়ে আছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩ 'গরীবদের ফযীলত ও নবী (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০০৪)*। অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ

করেন, 'আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই হ'ল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে দেখলাম যে, উহার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০০৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ কিছু সংখ্যক মুছল্লীকে বাদ মাগরিব ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। এর কোন ছহীহ দলীল আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ বাদ মাগরিব দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৫৯ ও ৬০; বাংলা মিশকাত হা/১০৯১ 'সুন্নাত ছালাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। এ প্রসঙ্গে তরমিযীতে বর্ণিত ২০ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ। মুহাদ্দিছগণ উক্ত হাদীছের রাবী ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদকে মিথ্যুক ও হাদীছ জালকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৩-৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ ছালাত নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে?

-আবুল হাসনাত
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে বসার পূর্বেই যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*। অত্র হাদীছ নিষিদ্ধ সময়কে পরিবেষ্টন করে আছে। এজন্য একদিন জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বাধ্য করেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। অথচ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ছালাত নিষিদ্ধ। যেকোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেই যে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়, সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা বন্ধ করে তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে ছালাত আদায় করতে বললেন।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ হজ্জ না করে ওমরাহ করা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ হজ্জ না করেও ওমরাহ করা যায়। ইকরামা ইবনু খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হজ্জের পূর্বে ওমরাহ করা যায় কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি হজ্জ না করে ওমরা করবে তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী করীম (ছাঃ) নিজেও হজ্জের পূর্বে ওমরাহ করেছিলেন *(বুখারী, যাদুল মা'আদ ১/৫৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধেছিলেন মর্মে কথাটি কি সঠিক?

-আরিফুল ইসলাম
হালসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। খন্দকের যুদ্ধে মাটি খনন করার সময় তিনি পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। জাবের (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা গর্ত খনন করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি বড় ধরণের পাথর গর্তে দেখা গেলে ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জানালেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) 'আমি গর্তে নামব' বলে দাঁড়ালেন, এমন সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। জাবের (রাঃ) বলেন, ঐ সময় আমরা তিন দিন যাবৎ কোনকিছুই খাইনি *(বুখারী ২/৫৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ অনেক সময় দেখা যায়, সামনে জায়গা না থাকলে ইমাম মুক্তাদী হ'তে অর্ধ হাত সামনে দাঁড়ান। এভাবেই দাঁড়াতে হবে, না কাতারের মধ্যে দাঁড়াতে হবে?

-আব্দুর রাযযাক
বাড়ই পাড়া, গাংনগর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ ইমাম সম্পূর্ণই সামনে দাঁড়াবেন যেন মুক্তাদীরা তাঁর পিছনে পৃথক কাতারে দাঁড়াতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭-৯)*। মুক্তাদী হ'তে অর্ধ হাত আগে দাঁড়ানোর কোন হাদীছ নেই। সুতরাং সামনে যাওয়া সম্ভব না হ'লে ইমাম কাতারের মাঝে দাঁড়িয়েই ছালাত আদায় করবেন।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ ফরয ছালাত আদায় করার পর সুন্নাতের জন্য জায়গা পরিবর্তন করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-কামাল
প্রতাপ জয়সেন
সাতদর্গা বাজার, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের পর সুন্নাত পড়ার সময় পূর্বের স্থান থেকে একটু সরে ছালাত আদায় করাই সুন্নাত। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এক ছালাতের সাথে অন্য ছালাত মিলাতে নিষেধ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলব অথবা সরে না যাব *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৮৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) জুম'আর দিন দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর একটু সামনে গিয়ে আরো চার রাক'আত পড়তেন *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ তায়াম্মুমকারী ইমামের পিছনে অযূকারী মুক্তাদীর ছালাত হবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুন্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমকে অযূর স্থলাভিষিক্ত করেছেন *(মায়েদাহ ৬)*। কাজেই তায়াম্মুম দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জিত হয় তাকে দুর্বল মনে করা ঠিক নয়। তায়াম্মুমের

মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা অযূর মতই পূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতার মাধ্যম করে দেওয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানের জন্য অযূর মাধ্যম, ১০ বছর পানি না পাওয়া গেলেও' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ জুম'আর খুৎবার মাঝখানে বসার ব্যাপারে কোন হাদীছ আছে কি?

-আব্দুল হামীদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবার মাঝেও বসা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। তবে দুই খুৎবার কোন্‌টি ছোট কোন্‌টি বড় এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। দুই খুৎবাতেই কুরআন পড়া, মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় উপদেশ দান করা, হামদ, নাত ও দো'আ পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ ঈদের দিনে পরস্পরের সাক্ষাতে 'ঈদ মোবারক' বলা, নববর্ষের প্রথম দিনে 'শুভ ইয়ার', 'হ্যাপী নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' বলে অভিনন্দন জানানো এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-বযলুর রশীদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কথাগুলি পরস্পরের সাক্ষাতে ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য দিবস পালনার্থে কোন অনুষ্ঠান করাও শরী'আত সম্মত নয়। ছাহাবী, তাবেঈগণের যুগ থেকে এগুলির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূলতঃ এগুলি কুসংস্কার। যা ইহুদী-খ্রীষ্টান তথা বিধর্মীদের অপসংস্কৃতি থেকে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এগুলি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ হাদীছে আছে, জুম'আর ছালাত দীর্ঘ হবে আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় খুৎবা দীর্ঘ হয় এবং ছালাত সংক্ষিপ্ত হয়। বিষয়টি জানতে চাই।

-আব্দুল হাকীম
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ছালাত দীর্ঘ আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত এর অর্থ এই নয় যে, ছালাতের সময়ের পরিমাণ বেশী এবং খুৎবার সময়ের পরিমাণ কম। কারণ অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, ছালাত ও খুৎবা উভয়ই মধ্যম হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। অতএব হাদীছের অর্থ হচ্ছে- ছালাত দীর্ঘ হবে খুৎবা অনুপাতে অর্থাৎ খুৎবা এমন দীর্ঘ হবে না যাতে মুক্তাদী বিরক্ত হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খুৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়া ইমামের বিচক্ষণতার প্রমাণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৬)*। অর্থাৎ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু সারমর্ম হবে ব্যাপক। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, খুৎবা সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ মধ্যম, আর ছালাত দীর্ঘ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৪৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ মুসলমান হিজড়া মারা গেলে জানাযার সময় ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবেন, না কোমর বরাবর?

-আব্দুল ওয়াদূদ
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিজড়া যেহেতু নারী-পুরুষ উভয় আকৃতির হয় সেহেতু পুরুষের আকৃতিতে হ'লে মাথা বরাবর এবং নারীর আকৃতিতে হ'লে কোমর বরাবর দাঁড়াবেন। এটাই হাদীছের অনুকূলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণ নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে অনুরূপ পার্থক্য করে দাঁড়াতেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৭৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ মানতের খাদ্য ধনী-গরীব সহ মসজিদের সকল মুছল্লী খেতে পারবে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম
ওয়াবদা বাজার, কুলাঘাট, লালমণির হাট।

উত্তরঃ মূলতঃ মানত মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে। মসজিদের মুছল্লীগণকে খাওয়ানোর মানত করলে সকলেই খেতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বসম মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৬)*। সুতরাং যখন যেভাবে মানত করবে তখন সেভাবে বাস্তবায়ন করবে। তবে মানত করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হয়, উদ্দেশ্য হাছিল হোক বা না হোক *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮২)*। উল্লেখ্য, মাতন ও ছাদাক্বাহ এক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ কালো চুলকে আরো বেশী কালো করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের তেল পাওয়া যায়। এগুলি ব্যবহার করা যাবে কি?

-আখতারা খাতুন
খানপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কালো চুলকে আরো বেশী কালো করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। তবে সাদা চুলকে কালো করা জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি?

-তামান্না
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি ব্যক্তি শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না' *(নামল ৮০, রূম ৫২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আপনি কবরবাসীদেরকে শুনাতে সক্ষম নন' *(ফাত্বির ২২)*। আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত তথা কবরে শায়িত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু শুনতে পায় না। সুতরাং এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ খাৎনার প্রচলন কখন, কার মাধ্যমে, কিভাবে শুরু হয়েছিল? এটি কি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ খাৎনা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ছেড়ে দিলে গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম শা'বী, রাবী'আ, আওযাঈ, ইয়াহইয়া বিন সা'দ আনছারী, ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ) প্রমুখগণ ওয়াজিব বলেছেন *(হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মওদূদ আহকামুল মওলূদ, পৃঃ ১১৩, অনুচ্ছেদ-৪)*। এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের প্রবর্তক এবং প্রথম খাৎনাকারী হ'লেন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) *(মুওয়াত্ত্বা ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২২, 'জন্মগত সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে বাইশ দ্বারা খাৎনা করেছিলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭)ঃ মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নিচে প্যান্ট থাকলে ছালাত হবে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন?

-আবুল হোসাইন
থাওইপাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ টাখনুর নিচে প্যান্ট কিংবা কাপড় লটকিয়ে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে, চাই তা মোজা পরিহিত অবস্থায় হৌক বা মোজা না পরা অবস্থায় হৌক। আত্বা ইবনু ইয়াসির (রাঃ) জনৈক ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় লটকিয়ে ছালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, যাও অযূ কর। তাই সে গেল এবং অযূ করে আসল। তখন অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তাকে কেন অযূ করতে বললেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় লটকিয়ে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন না *(আল-হাইছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/১২৫ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মির'আতুল মাফাতীহ ২/৪৭৭ পৃঃ, 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, উক্ত মর্মে মিশকাতে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/২৩৭ পৃঃ, হা/৭৬১, 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছদ্বয় সকল অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত। মোজা পরা বা না পরার মধ্যে শরী'আত কোন পার্থক্য করেনি।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮)ঃ অনেক দেওয়ালে, মসজিদে, যানবাহনে এবং বিভিন্ন স্থানে ডান পার্শ্বে 'আল্লাহ' ও বাম পার্শ্বে 'মুহাম্মাদ' লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এটা কি শরী'আত সম্মত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুরাইয়া আখতার রুনা
কাঁটাবাড়ী হাঁড়পুর, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তরঃ শুধু আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি প্রদর্শন করা শরী'আত বিরোধী। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র সমতুল্য বুঝায়। যা মুসলমানের আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একজন অশিক্ষিত মানুষ দেখলে মনে করবে উভয়ে সমান, যার কারণে সে মুশরিকে পরিণত হবে। অতএব আমাদের করণীয়-হ'ল, এগুলি মিটিয়ে দেওয়া এবং শব্দদ্বয় দ্বারা কোন পূর্ণ বাক্য লেখা *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১০৪, পৃঃ ১৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯)ঃ পুনঃনির্মাণ করার উদ্দেশ্যে পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার কারণে পার্শ্বের কোন সরকারী ঘরে জুম'আর ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি? পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে একটি বহুতল বিশিষ্ট কমপ্লেক্স আকারে পুনঃনির্মাণ করে নিচতলা মার্কেট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহাঙ্গীর
বিক্রমপুর বস্ত্র বিতান
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বাগেরহাট।

উত্তরঃ সরকারী কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করতে শারঈ কোন বাধা নেই। কতগুলি স্থান ব্যতীত সমস্ত যমীনই মসজিদ হিসাবে গণ্য *(আবূদাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৩৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। মসজিদে বসবাস করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মসজিদের মান অক্ষুণ্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে তার জায়গায় বা নীচতলায় দোকান পাঠ তৈরী করা বিধি সম্মত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকান পাঠ তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৮ পৃঃ)*। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ)*। ক্বাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদে দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানির হাউস তৈরী করতে পারে *(মুগনী ৬/১৬৮ পৃঃ, দ্রঃ আত-তাহরীক জুন '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৯১)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদের ঐ সকল দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন প্রকার গান-বাজনা, অশ্লীল ছবি ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০)ঃ নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ভেঙ্গে ফেললে পরে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব কি-না ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ছেড়ে দিলে তার ক্বাযা আদায় করা মুস্তাহাব। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য খানা প্রস্তুত করলাম। অতঃপর তিনি এবং তার ছাহাবীগণ আসলেন। যখন খানা পেশ করলাম তখন তাদের মধ্য হ'তে একজন ছাহাবী বললেন, আমি ছায়েম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের ভাই পরিশ্রম করে খানা প্রস্তুত করেছেন এবং দাওয়াত দিয়েছেন, অতএব তুমি ছিয়াম ছেড়ে দাও এবং চাইলে তার স্থানে অন্যদিন ছিয়াম ক্বাযা করে নিও' *(বায়হাক্বী সনদ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৮৫ পৃঃ 'ছাওম' অধ্যায়)*।